আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴾

অর্থাৎ তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো। (সূরা বাকারা : ৪৩)

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ

فِيْ ضُوْءِ مَا وَرَدَ فِيْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

কুর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

জামাতে নামায পড়া

(বিধান, ফযীলত, ফায়েদা ও নিয়মকানুন)

সংকলনে:
মোস্তাফিজুর রহ্মান বিন্ আব্দুল আজিজ
সম্পাদনায়:
শাইখ আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায়:
المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية، حفر الباطن
বাদ্শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র
পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোন: ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্স: ০৩-৭৮৭৩৭২৫
কে, কে, এম, সি. হাফ্র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

একটি অভিমত

সমাজ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন এবং সমাজ-জমির বুক থেকে যাঁরা আগাছা তুলে ফেলার চেষ্টা করেন, তাঁদের মধ্যে লেখক মুস্তাফিযুর রহমান মাদানী সাহেব একজন। হক জেনে ও মেনে নিয়ে তার প্রচার করার গুরুদায়িত্ব এবং তার পথে তাঁর অদম্য প্রয়াস ও প্রচেষ্টা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

সমাজ-সংস্কারের সহায়করূপে কাজে দেবে তাঁর এ পুস্তিকাটিও। সমাজে এত পাপ ও পাপীর দাপট যে, অনেকের সাপ থেকে বাঁচা সম্ভব, কিন্তু পাপ থেকে বাঁচা সহজ নয়। বিশ্বায়নের যুগে দ্বীন-বিমুখ সমাজ বহুবিধ পাপের বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। তা দেখে-শুনে প্রত্যেক দায়িত্বশীলের যে কর্তব্য হওয়া উচিৎ, তার কিঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশ এই পুস্তিকার প্রণয়ন।

মহান আল্লাহ্'র কাছে আকুল মিনতি, তিনি যেন আমাদেরকে ও লেখককে কলমের জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন। দেশে-বিদেশে ইসলামী সর্বাঙ্গ-সুন্দর পরিবেশ গড়ার মহান লক্ষ্যে পুস্তক রচনার কাজ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন এবং পাঠক-পাঠিকাকে পুস্তিকার নির্দেশানুযায়ী আমল করার প্রেরণা ও মুসলিম ঘর ও সমাজ গড়ার চেতনা দান করুন। আমীন।

বিনীত-

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব

৩০/১১/১১

আহ্বান

প্রিয় পাঠক! আমাদের প্রকাশিত সকল বই পড়ার জন্য আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের বইগুলো নিম্নরূপঃ

১. বড় শির্ক ২. ছোট শির্ক ৩. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (১)
৪. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (২) ৫. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (৩)
৬. ব্যভিচার ও সমকাম ৭. মদপান ও ধূমপান
৮. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ৯. নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড
১০. গুনাহ্'র অপকারিতা ১১. কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শন সমূহ
১২. তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা ১৩. সাদাকা-খায়রাত
১৪. নবী ﷺ যেভাবে পবিত্রতার্জন করতেন
১৫. জামাতে নামায পড়া
১৬. ধর্ম পালনে একজন মোসলমানের জন্য যা জানা অবশ্যই প্রয়োজনীয়
১৭. নামায ত্যাগ ও জামাতে নামায আদায়ের বিধান
১৮. সকাল-সন্ধ্যা ও প্রত্যেক নামায শেষে যা বলতে হয়
১৯. গুনাহ্'র চিকিৎসা

আমাদের উক্ত বইগুলোতে কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে অথবা কোন বিষয়-বস্তু আপনার নিকট অসম্পন্ন মনে হলে অথবা তাতে আপনার কোন বিশেষ প্রস্তাবনা থাকলে অথবা আপনার নিকট দা'ওয়াতের কোন আকর্ষণীয় পদ্ধতি অনুভূত হলে তা আমাদেরকে অতিসত্বর জানাবেন। আমরা তা অবশ্যই সাদরে ও সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবো। জেনে রাখুন, কোন কল্যাণের সন্ধানদাতা উক্ত কল্যাণ সম্পাদনকারীর ন্যায়ই।

আহ্বানে
দা'ওয়াহ্ অফিস
কে. কে. এম. সি. হাফ্র আল-বাতিন

অবতরণিকা:

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে যিনি আমাদেরকে নিখাদ তাওহীদের দিশা এবং সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্যজ্ঞান দিয়েছেন। অসংখ্য সালাত ও সালাম তাঁর জন্যে যিনি আমাদেরকে তা-কিয়ামত সফল জীবন অতিবাহনের পথ বাতলিয়েছেন। তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের প্রতিও রইল অসংখ্য সালাম।

প্রতিনিয়ত মসজিদে গমনকারী প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মোসলমানই মসজিদের এই করুণ মুসল্লীশূন্যতা অবলোকন করে কমবেশী মর্মব্যথা অনুভব না করে পারেন না। আমি ও তাদেরই একজন। এ মহাগুরুত্বপূর্ণ মুসলিম জাতির বাহ্যিক নিদর্শনের প্রতি চরম অবহেলা থেকে উত্তরণের জন্য যে কোন সঠিক পন্থা অনুসন্ধান করা নিজস্ব ধর্মীয় কর্তব্য বলে জ্ঞান করি। তাই প্রথমতঃ সবাইকে মৌখিকভাবে জামাতে উপস্থিতির প্রতি উৎসাহ প্রদান ও তা থেকে পিছিয়ে থাকার ভয়ঙ্করতা বুঝাতে সচেষ্ট হই। কিন্তু তাতে আশানুরূপ কোন ফল পাওয়া যায়নি। ভাবলাম হয়তো বা কেউ মনোযোগ দিয়ে শুনছেন না অথবা তা দীর্ঘক্ষণ ক্রিয়াশীল থাকার জন্য যথাযোগ্য কোন প্রকল্প এখনো হাতে নেয়া হয়নি। তাই লেখালেখিকে দ্বিতীয় মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করি ; অথচ আমি এ ক্ষেত্রে নবাগত। কতটুকু সফলকাম হতে পারবো তা আল্লাহ্ মালুম। তবুও প্রয়োজনের খাতিরে ভুল-ত্রুটির প্রচুর সম্ভাবনা পশ্চাতে রেখে ক্ষুদ্র কলম খানা হস্তে ধারণের দুঃসাহসিকতা দেখাচ্ছি। সফলতা তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই হাতে। তবে "নিয়্যাতের উপরই সকল কর্মের ফলাফল নির্ভরশীল" রাসূল মুখনিঃসৃত এ মহান বাণীই আমার দীর্ঘ পথসঙ্গী।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে এই যে, এ পুস্তিকাটিতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পৃক্ত যতগুলো হাদীস উল্লিখিত হয়েছে সাধ্যমত এর বিশুদ্ধতার প্রতি সযত্ন দায়িত্বশীল দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিদেনপক্ষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা নাসেরুদ্দীন আল্‌বানী (রাহিমাহুল্লাহ) এর হাদীস শুদ্ধাশুদ্ধনির্ণয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সকল যোগ্য গবেষকদের পুনর্বিবেচনার সুবিধার্থে প্রতিটি হাদীসের সাথে তার

প্রাপ্তিস্থাননির্দেশ সংযোজন করা হয়েছে। তবুও সম্পূর্ণরূপে নিরেট নির্ভুল হওয়ার জোর দাবি করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি না।

শব্দ ও ভাষাগত প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের চক্ষুগোচরে আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ভুল গুরুসামান্য যতটুকুই হোক না কেন লেখকের দৃষ্টিগোচর করলে চরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো। যে কোন কল্যাণকর পরামর্শ দিয়ে দাওয়াতী স্পৃহাকে আরো বর্ধিত করণে সর্বসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ্ তা'আলা সবার সহায় হোন।

এ পুস্তিকা প্রকাশে যে কোন জনের যে কোন ধরনের সহযোগিতার জন্য সমুচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে এতটুকুও কোতাহী করছি না। ইহপরকালে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে আকাঙ্ক্ষাতীত কামিয়াব করুন তাই হচ্ছে আমার সর্বোচ্চ প্রত্যাশা। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

সর্বশেষে জনাব শায়েখ আব্দুল হামীদ ফায়যী সাহেবের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছিনে। যিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমার আবেদনক্রমে পাণ্ডুলিপিটি আদ্যপান্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন এবং তাঁর অতীব মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং তাঁর জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিন এ আশা রেখে এখানেই শেষ করলাম।

লেখক

জামাতে নামায পড়ার অর্থ:

"স্বালাত" শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে দো'আ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ﴾

অর্থাৎ আর তুমি তাদের জন্য দো'আ করো। নিশ্চয়ই তোমার দো'আ তাদের জন্য শান্তি স্বরূপ। (তাওবা: ১০৩)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ

অর্থাৎ তোমাদের কাউকে খাবারের দা'ওয়াত দেয়া হলে সে যেন উক্ত দা'ওয়াতে উপস্থিত হয়। অতঃপর সে যদি রোযাদার হয়ে থাকে তা হলে সে যেন মেজবানের জন্য বরকত, কল্যাণ ও মাগফিরাতের দো'আ করে। আর যদি সে রোযাদার না হয়ে থাকে তা হলে সে যেন উক্ত খাবার গ্রহণ করে। (মুসলিম, হাদীস ১৪৩১)

কারোর ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার "স্বালাত" মানে ফিরিশ্তাগণের নিকট তার ভূয়সী প্রশংসা করা। আর ফিরিশ্তাগণের পক্ষ থেকে কারোর জন্য "স্বালাত" মানে তার জন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ করা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴾

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্তাগণের নিকট নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য দো'আ করেন। অতএব হে মু'মিনগণ তোমরাও তাঁর জন্য দো'আ করো এবং তাঁর উপর সালাম পাঠাও। (আহ্যাব : ৫৬)

শরীয়তের পরিভাষায় "স্বালাত" বলতে এমন এক ইবাদাতকে বুঝানো হয় যা হবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও তাঁর সাওয়াবের আশায় এবং যাতে রয়েছে বিশেষ কিছু কথা ও কাজ যার শুরু তাকবীর দিয়ে এবং

শেষ সালাম দিয়ে। যা আমাদের নিকট নামায নামেই অধিক পরিচিত।

উক্ত নামাযকে স্বালাত এ জন্যই বলা হয় কারণ, তাতে উভয় প্রকারেরই দো'আ রয়েছে। তার একটি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন ফায়েদা হাসিল কিংবা কোন ক্ষতি ও লোকসান অথবা বিপদ থেকে রক্ষা তথা যে কোন প্রয়োজন পূরণের দো'আ। যাকে সরাসরি প্রার্থনা তথা চাওয়া-পাওয়ার দো'আই বলা হয়। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইবাদাতের দো'আ তথা ক্বিয়াম, কিরাত, রুকু' ও সিজ্দাহ্'র মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাওয়াবের আশা করা। যার মূল লক্ষ্যও আল্লাহ্ তা'আলার মাগ্ফিরাতই হয়ে থাকে।

"জামা'আত" শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন জিনিসের আধিক্য। তেমনিভাবে কিছু সংখ্যক মানুষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কোথাও একত্রিত হওয়াকেও "জামা'আত" বলে আখ্যায়িত করা হয়।

শরীয়তের পরিভাষায় "জামা'আত" বলতে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে দু' (ইমাম ও মুক্তাদি) বা ততোধিক ব্যক্তির মসজিদ অথবা সেরূপ কোন জায়গায় একই সময়ে একত্রিত হওয়াকে বুঝানো হয়।

জামাতে নামায পড়ার বিধান :

মূলতঃ নামায এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন যার মাহাত্ম্য কোরআন ও হাদীসে বিষদভাবে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মাজীদে নামায প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বার বার তাগিদ দিয়েছেন। এমনকি তিনি প্রতি বেলা নামায জামাতের সাথে আদায় করার ব্যাপারেও পূর্ণ যত্নবান হতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴾

অর্থাৎ তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হও বিশেষ করে আসরের নামাযের প্রতি এবং তোমরা কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য দণ্ডায়মান হও। (সূরা বাকারা : ২৩৮)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নামাযের প্রতি যত্নবান হতে আদেশ করেছেন। আর যে ব্যক্তি জামাতের সাথে নামায আদায় করে না সে নামাযের প্রতি কতটুকু যত্নবান তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

তেমনিভাবে তিনি নামায আদায়ের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনকে মুনাফিকী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের চরিত্র বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾ ﴾

অর্থাৎ মুনাফিকরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ধোকা দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা উহার প্রতিদান দিবেন। তারা অলস মনে নামায পড়তে দাঁড়ায় লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। তারা আল্লাহ্কে কমই স্মরণ করে। তারা সর্বদা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত থাকে। না এদিক না ওদিক। যাকে আল্লাহ্ তা'আলা পথভ্রষ্ট করেন আপনি কখনো তাকে সুপথ দেখাতে পারেন না। (সূরা নিসা : ১৪২-১৪৩)

দৈনিক পাঁচ বেলা নামায জামাতে পড়া প্রতিটি সক্ষম ও সাবালক পুরুষের উপরই ওয়াজিব। চাই সে সফরে থাকুক অথবা নিজ এলাকায়।

❁ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴾

অর্থাৎ তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো। অর্থাৎ নামায আদায়কারীদের সাথে নামায আদায় করো। (সূরা বাকারা : ৪৩)।

উক্ত আয়াত জামাতে নামায আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট। কারণ, আয়াতের শেষাংশ থেকে নামায প্রতিষ্ঠাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তা আয়াতের প্রথমাংশের সাথে প্রকাশ্য সামঞ্জস্যহীনই মনে হয়। কেননা, আয়াতের প্রথমাংশে নামায প্রতিষ্ঠার আদেশ রয়েছে। তাই আয়াতের শেষাংশে তা পুনরুল্লেখের আর কোন প্রয়োজন থাকে না। তাই বলতে হবে, আয়াতের শেষাংশে জামাতে নামায পড়ারই আদেশ দেয়া হয়েছে।

❁ আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓاْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ ﴾

অর্থাৎ যখন আপনি তাদেরকে নিয়ে নামায পড়তে যান তখন তাদের

এক দল যেন অস্ত্রসহ আপনার সাথে নামায পড়তে দাঁড়ায়। অতঃপর তারা সিজদাহ সম্পন্ন করে যেন আপনার পেছনে চলে আসে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় দলটি যারা পূর্বে নামায পড়েনি আপনার সাথে যেন নামাজ পড়ে নেয়। তবে তারা যেন সতর্কতা ও অস্ত্রধারণাবস্থায় থাকে। (সূরা নিসা : ১০২)

উক্ত আয়াতে যুদ্ধাবস্থায় জামাতে নামায পড়ার পদ্ধতি শেখানো হচ্ছে। যদি পরিবেশ শান্ত থাকাবস্থায় জামাতে নামায পড়ার ব্যাপারে কোন ছাড় থাকতো তথা তা সুন্নাত কিংবা মুস্তাহাব হতো তা হলে যুদ্ধাবস্থায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবাগণকে জামাতে নামায পড়ার পদ্ধতি শেখানোর কোন প্রয়োজনই অনুভূত হতো না। বরং তারা উক্ত ছাড় পাওয়ার বেশি উপযুক্ত ছিলো। যখন তা হয়নি তখন আমাদেরকে বুঝতেই হবে, জামাতে নামায আদায় করা নিহায়েত গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব। তাই ওযর ছাড়া কারোর জন্য ঘরে নামায পড়া জায়িয নয়।

তেমনিভাবে উক্ত আয়াতে উভয় দলকেই জামাতে নামায পড়তে আদেশ করা হয়েছে। যদি কেউ কেউ জামাতে নামায পড়লে অন্যদের পক্ষ থেকে উক্ত দায়িত্ব আদায় হয়ে যেতো তাহলে উভয় দলকেই এমন এক কঠিন পরিস্থিতিতে জামাতে নামায পড়তে আদেশ করা হতো না। তাই জামাতে নামায পড়া প্রতিটি ব্যক্তির উপরই ওয়াজিব। চাই সে সফরে থাকুক অথবা নিজ এলাকায়।

✿ আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَٰشِعَةً أَبْصَٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَٰلِمُونَ ﴿٤٣﴾ ﴾

অর্থাৎ স্মরণ করো সে দিনের কথা যে দিন জঙ্ঘা (হাঁটুর নিম্নাংশ) উন্মোচিত করা হবে এবং তাদেরকে আহ্বান করা হবে সিজ্দাহ্ করার জন্য তখন তারা তা করতে সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি থাকবে তখন অবনত এবং লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে ; অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিলো তখন তাদেরকে সিজ্দাহ্ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছিলো। (কিন্তু তারা তখন সে আহ্বানে সাড়া দেয়নি)। (ক্বালাম : ৪২-৪৩)

আল্লামাহ্ ইব্রাহীম তাইমী (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন: তাদেরকে আযান ও ইক্বামতের মাধ্যমে ফরয নামাযগুলো জামাতে আদায়ের জন্য ডাকা হতো।

বিশিষ্ট তাবি'য়ী আল্লামাহ্ সা'য়ীদ্ বিন্ মুসাইয়িব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: তারা "হাইয়া 'আলাস্ব-স্বালাহ্, 'হাইয়া 'আলাল-ফালাহ্" শুনতো ; অথচ তারা সুস্থ থাকা সত্ত্বেও মসজিদে গিয়ে জামাতে নামায আদায় করতো না।

কা'ব্ আল্-আ'হ্বার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আল্লাহ্'র কসম! উক্ত আয়াতটি জামাতে নামায না পড়া লোকদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।

উক্ত আয়াতে আহ্বানে সাড়া দেয়া মানে মুআয্যিনের আযানে সাড়া দিয়ে মসজিদে এসে জামাতে নামায পড়া। যা নিম্নোক্ত হাদীস থেকেই বুঝা যায়।

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন:

أَنَّ رَجُلاً أَعْمَى قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! لَيْسَ لِيْ قَائِدٌ يُلاَئِمُنِيْ إِلَى الْـمَسْجِدِ فَهَلْ لِيْ رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِـيْ؟ فَقَـالَ لَـهُ النَّبِـيُّ ﷺ: هَـلْ تَـسْمَعُ النِّـدَاءَ بِالـصَّلاَةِ؟ قَاْلَ: نَعَمْ، قَاْلَ: فَأَجِبْ

অর্থাৎ জনৈক অন্ধ সাহাবি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললেন: আমাকে মসজিদে নিয়ে আসার মতো কোন লোক নেই। তাই আমাকে ঘরে নামায পড়তে অনুমতি দিবেন কি? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেনঃ তুমি কি আযান শুনতে পাও? সে বললো: জি হাঁ! তিনি বললেনঃ তাহলে তোমাকে মুআয্যিনের ডাকে সাড়া দিয়ে মসজিদে এসে নামায পড়তে হবে। (মুসলিম, হাদীস ৬৫৩)

উক্ত হাদীসে মুআয্যিনের ডাকে সাড়া দেয়া মানে যদি শুধু নামায পড়াই হতো চাই তা যেখানেই পড়া হোক না কেন তা হলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উক্ত সাহাবীকে তার ঘরে নামায পড়ার অনুমতি চাওয়ার পর আর তাকে আযান শুনার প্রশ্ন ও মুআয্যিনের ডাকে সাড়া দেয়ার আদেশই করতেন না। কারণ, সে তো ঘরে নামায পড়ার অনুমতিই চাচ্ছিলো।

এ ছাড়াও নিম্নোক্ত হাদীসটি আলোচ্য বিষয়ে আরো অত্যন্ত সুস্পষ্ট বক্তব্যই প্রদান করে।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ উম্মু মাক্তূম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমি তো অন্ধ এবং আমার ঘরও মসজিদ থেকে অনেকখানি দূরে অবস্থিত। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মদীনা তো একটি সাপ-বিচ্চু ও হিংস্র প্রাণীর এলাকা। আবার অনেক সময় আমাকে মসজিদে নিয়ে আসার মতো কোন লোকও পাওয়া যায় না। তাই

কি আমি এমন পরিস্থিতিতে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি পেতে পারি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তুমি কি আযান শুনতে পাও? অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তুমি কি "হাইয়া 'আলাস্ব-স্বালাহ্, 'হাইয়া 'আলাল-ফালাহ্" শুনতে পাও? তিনি বললেন: জি হাঁ! তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন:

لاَ أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً

অর্থাৎ আমি তোমার জন্য ঘরে নামায পড়ার কোন অনুমতিই খুঁজে পাচ্ছি না। (আবু দাউদ, হাদীস ৫৫২)

যখন এক জন অন্ধ ব্যক্তি ঘরে নামায পড়ার অনুমতি পাচ্ছে না তাহলে এক জন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কিভাবে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি পেতে পারে?! এতেই বুঝা গেলো, জামাতে নামায আদায় করা প্রতিটি ব্যক্তির উপর নিহায়েত গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব। তাই ওযর ছাড়া কারোর জন্য ঘরে নামায পড়া কোনভাবেই সঠিক নয়।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কিন্তু জামাতে নামায পড়ার ব্যাপারে কম তাগিদ দেননি। বরং তিনি যারা জামাতে উপস্থিত হচ্ছে না তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন।

❁ আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيْ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَىٰ قَوْمٍ لاَيَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ

অর্থাৎ আমার ইচ্ছে হয় কাউকে নামায পড়ানোর দায়িত্ব দিয়ে লাকড়ির বোঝাসহ কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে তাদের পিছু নেই যারা জামাতে উপস্থিত হয় না এবং তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেই। (বুখারী, হাদীস ৬৪৪, ৬৫৭, ২৪২০ মুসলিম, হাদীস ৬৫১ আবু দাউদ, হাদীস ৫৪৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামাতে নামায ত্যাগকারীদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়ার মতো এতো বড়ো জঘন্য কাজ করার ইচ্ছা কখনোই পোষণ করতেন না যদি না জামাতে নামায পড়া একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব হতো। আর যদি কেউ কেউ জামাতে নামায পড়লে অন্যদের পক্ষ থেকে উক্ত দায়িত্ব আদায় হয়ে যেতো তা হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর কিছু সাহাবাগণ জামাতে নামায আদায়

করলেই অন্যদের পক্ষ থেকে উক্ত দায়িত্ব আদায় হয়ে যেতো।

যে ব্যক্তি শরয়ী অজুহাত ছাড়াই ঘরে নামায পড়লো তার নামায আদায় বা কবুল হবে না।

❁ 'আব্দুল্লাহ্ বিন 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِيْ صَلَّى، قِيْلَ: وَمَا الْعُذْرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুয়ায্যিনের আযান শুনেও মসজিদে না গিয়ে ঘরে নামায পড়লো ; অথচ তার নিকট মসজিদে উপস্থিত না হওয়ার শরয়ী কোন ওযর নেই তাহলে তার আদায়কৃত নামায আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। সাহাবারা বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি ওযর বলতে কি ধরনের ওযর বুঝাতে চাচ্ছেন? তিনি বললেনঃ ভয় অথবা রোগ। (আবু দাউদ, হাদীস ৫৫১ বায়হাকী, হাদীস ৫৪৩১)

উক্ত হাদীসটিতে কবুল ও ওযরের ব্যাখ্যা চাওয়া ছাড়া তার বাকী অংশটুকু শুদ্ধ।

'আব্দুল্লাহ্ বিন 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আযান শুনেও মসজিদে উপস্থিত হয়নি ; অথচ তার কোন ওযর নেই। তাহলে তার নামাযই হবে না। (বায়হাকী, হাদীস ৪৭১৯, ৫৩৭৫)

উক্ত হাদীসদ্বয়ে জামাতে নামায না পড়লে নামায কবুল বা শুদ্ধই হবে না বলতে কমপক্ষে জামাতে নামায পড়া ওয়াজিব হওয়াকেই বুঝানো হচ্ছে।

কোন জায়গায় নামাযের সময় হলে এবং সেখানে তিন বা তিনের অধিক ব্যক্তি একত্রিত থাকলে তাদেরকে অবশ্যই উক্ত নামায জামাতে আদায় করতে হবে। এটিই হচ্ছে রাসূল ﷺ এর একান্ত আদেশ। আর রাসূল ﷺ এর আদেশ সাধারণত ওয়াজিব হওয়াকেই বুঝায়।

❁ আবু সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِذَا كَانُوْا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ

অর্থাৎ যখন তারা তিন জন কোথাও একত্রিত হয় তখন তাদের কোন এক জন যেন নামাযের ইমামতি করে। তবে ইমামতির উপযুক্ত তাদের মধ্যে যে কুর'আন সম্পর্কে বেশি জানে। (মুসলিম, হাদীস ৬৭২)

মা'লিক বিন্ 'হুওয়াইরিস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা আমার বংশের আরো কিছু মানুষসহ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমরা তাঁর নিকট বিশ রাত্রি অবস্থান করলাম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু প্রকৃতির। যখন তিনি আমাদের মধ্যে বাড়ি ফেরার আকর্ষণ অনুভব করলেন তখন তিনি আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

ارْجِعُوْا فَكُوْنُوْا فِيْهِمْ، وَعَلِّمُوْهُمْ، وَصَلُّوْا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

অর্থাৎ তোমরা বাড়ি ফিরে যাও। নিজ স্ত্রী-সন্তান ও পরিবারবর্গের মাঝে অবস্থান করো। তাদেরকে শিক্ষা দাও এবং নামায পড়ো। নামাযের সময় হলে তোমাদেরই কেউ আযান দিবে এবং তোমাদের মাঝে যে বয়স্ক সেই ইমামতি করবে। (বুখারী, হাদীস ৬২৮ মুসলিম, হাদীস ৬৭৪)

কোন এলাকায় তিন বা তিনের অধিক ব্যক্তি অবস্থান করা সত্ত্বেও তারা যদি আযান-ইক্বামত দিয়ে জামাতে নামায আদায় না করে তাহলে শয়তান তাদের উপর ভালোভাবে জেঁকে বসবে।

❁ আবুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِيْ قَرْيَةٍ لَا يُؤَذَّنُ وَلَا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ الذِّئْبَ يَأْكُلُ الْقَاصِيَةَ

অর্থাৎ কোন গ্রাম বা এলাকায় যদি তিন জন মানুষ থাকে ; অথচ সেখানে আযান-ইক্বামত দিয়ে ফরয নামায আদায় করা হলো না তা হলে তাদের উপর শয়তান জেঁকে বসবে। তাই তুমি জামাতে নামায পড়বে। কারণ, নেকড়ে বাঘ তো একমাত্র দলছুট্ ছাগলটিকেই খেয়ে ফেলে। (আহ্মাদ্, হাদীস ২০৭১৯ আবু দাউদ, হাদীস ৫৪৭ নাসায়ী, হাদীস ৮৪৭)

উক্ত হাদীসে জামাতে নামায পড়ার আদেশ করা হয়েছে যা জামাতে নামায পড়া ওয়াজিব হওয়াই প্রমাণ করে।

কোন মসজিদে অবস্থানরত অবস্থায় যে কোন নামাযের আযান দেয়া

হলে তা জামাতে আদায় না করে সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়া রাসূল ﷺ এর আদর্শ বিরোধী।

❁ আবুশ-শা'সা (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা একদা আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় মুআয্যিন আযান দিলে জনৈক ব্যক্তি বসা থেকে দাঁড়িয়ে সোজা হাঁটতে শুরু করলো। আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন। ইতোমধ্যে সে মসজিদ থেকে একেবারেই বের হয়ে গেলো। তখন আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন:

أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ

অর্থাৎ আরে! এ তো আবুল-ক্বাসিম তথা রাসূল ﷺ এর অবাধ্য হলো। (মুসলিম, হাদীস ৬৫৫ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৭৪০)

উক্ত হাদীসে আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আযানের পর জামাতে নামায না পড়ে মসজিদ থেকে বের হওয়া ব্যক্তিকে রাসূল ﷺ এর একান্ত অবাধ্য বলে আখ্যায়িত করেন। যদি নামায জামাতে পড়া না পড়ার ব্যাপারে লোকটির স্বেচ্ছাচারিতার কোন সুযোগ থাকতো তাহলে আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে জামাতে নামায না পড়ে মসজিদ থেকে বের হওয়ার জন্য রাসূল ﷺ এর একান্ত অবাধ্য বলে আখ্যায়িত করতেন না। অতএব বুঝা গেলো জামাতে নামায পড়া ওয়াজিব।

এমনকি রাসূল ﷺ এ জাতীয় মানুষকে মুনাফিক বলেও আখ্যায়িত করেছেন। আর শরীয়তের দৃষ্টিতে সাধারণত কোন সুন্নাত বা মুস্তাহাব কাজ ছাড়া কিংবা কোন মাকরূহ্ কাজ করার দরুন কাউকে মুনাফিক বলা হয় না। বরং তা বলা হয় কোন ফরয-ওয়াজিব ছাড়লে অথবা কোন হারাম কাজ করলে। অতএব বুঝা গেলো জামাতে নামায পড়া ওয়াজিব।

'উস্মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ أَدْرَكَهُ الأَذَانُ فِيْ الْـمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لاَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ

অর্থাৎ কেউ মসজিদে অবস্থানরত অবস্থায় যদি কোন নামাযের আযান হয়ে যায় ; অথচ সে কোন প্রয়োজন ছাড়াই মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলো এবং তার দ্বিতীয়বার মসজিদে ফিরে আসারও ইচ্ছে নেই তাহলে সে মুনাফিক। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৭৪১)

রাসূল ﷺ কোন ওজর ছাড়া নামাযীদের সারির পেছনে একা দাঁড়িয়ে জামাতে নামায পড়ুয়া ব্যক্তির নামায বাতিল বলে আখ্যায়িত করে তাকে উক্ত নামাযটুকু দ্বিতীয়বার পড়ার আদেশ করেন। তাহলে বিনা ওজরে ঘরে নামায পড়ুয়া ব্যক্তির নামাযটুকু কিভাবে শুদ্ধ হতে পারে ?! তা একেবারে অশুদ্ধ না হলেও কমপক্ষে জামাতে নামায পড়া তো ওয়াজিব বলতে হবে।

❁ 'আলী বিন্ শাইবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ একদা জনৈক ব্যক্তিকে নামাযীদের সারির পেছনে একা নামায পড়তে দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন লোকটি নামাযটুকু শেষ করলো তখন তিনি তাকে বললেন:

اسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ فَلاَ صَلاَةَ لِرَجُلٍ فَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ

অর্থাৎ তুমি তোমার নামাযটুকু আবার পড়ো। কারণ, নামাযীদের সারির পেছনে একা নামায পড়ুয়ার নামাযটুকু শুদ্ধ হয় না। (আহ্মাদ্, হাদীস ১৫৭০৮, ১৬৩৪০)

যে ব্যক্তি শরয়ী কোন অজুহাত ছাড়াই ঘরে নামায পড়লো সে মুনাফিক। আর শরীয়তের দৃষ্টিতে সাধারণত কোন সুন্নাত বা মুস্তাহাব কাজ ছাড়া কিংবা কোন মাকরূহ্ কাজ করার দরুন কাউকে মুনাফিক বলা হয় না। বরং তা বলা হয় কোন ফরয-ওয়াজিব ছাড়লে অথবা কোন হারাম কাজ করলে। অতএব বুঝা গেলো জামাতে নামায পড়া ওয়াজিব।

❁ আব্দুল্লাহ বিন্ মাস্'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاَةِ إِلاَّ مُنَافِقٌ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيْضٌ، إِنْ كَانَ الْمَرِيْضُ لَيَمْشِيْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلاَةَ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلاَةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِيْ يُؤَذَّنُ فِيْهِ

অর্থাৎ আমাদের মধ্যে নিশ্চিত মুনাফিক ও রুগ্ন ব্যক্তি ছাড়া কেউই জামাতে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকতো না। এমনকি আমরা দেখতাম রুগ্ন ব্যক্তি ও দু'ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে জামাতে উপস্থিত হতো। রাসূল ﷺ আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। আর জামাতে নামায পড়ার নির্দেশ সঠিক পথের দিশা বৈ কি? (মুসলিম, হাদীস ৬৫৪)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আরো বলেন:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَداً مُسْلِماً فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ

فِيْ بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّيْ هَذَا الْـمُتَخَلِّفُ فِـيْ بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَـوْ تَـرَكْتُمْ سُـنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُـوْرَ ثُـمَّ يَعْمَـدُ إِلَى مَـسْجِدٍ مِـنْ هَذِهِ الْـمَسَاجِدِ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَـهُ بِكُـلِّ خُطْـوَةٍ يَخْطُوْهَـا حَـسَنَةً وَيَرْفَعُـهُ بِهَـا دَرَجَـةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُوْمُ النِّفَـاقِ، وَلَقَـدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ

অর্থাৎ যার ইচ্ছে হয় পরকালে আল্লাহ্'র সাথে মুসলিম রূপে সাক্ষাৎ দিতে সে যেন জামাতে নামায পড়তে সযত্ন হয়। আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। আর জামাতে নামায পড়া তারই অন্তর্ভুক্ত। তোমরা যদি ঘরে নামায পড়ুয়া অলসের ন্যায় ঘরে নামায পড়ো তা হলে নিশ্চিতভাবে তোমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রদর্শিত সঠিক পথ থেকে সরে পড়লে। আর তখনই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে। যে কেউ সুন্দরভাবে পবিত্রতার্জন করে মসজিদগামী হয় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে প্রতি কদমের বদৌলতে একটি করে পুণ্য দিবেন ও একটি করে মর্যাদা উন্নীত করবেন এবং একটি করে গুনাহ মুছে দিবেন। তিনি বলেন: আমাদের মধ্যে নিশ্চিত মুনাফিক ছাড়া কেউ জামাতে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকতো না। এমনকি কেউ কেউ দু'জনের কাঁধে ভর দিয়েও জামাতে উপস্থিত হতো। (মুসলিম, হাদীস ৬৫৪ আবু দাউদ, হাদীস ৫৫০)

উক্ত হাদীসে কেউ পরকালে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মুসলিম রূপে সাক্ষাৎ দিতে হলে তাকে জামাতে নামায পড়ার ব্যাপারে সযত্ন হতে বলা হয়েছে এবং তাতে ঘরে নামায আদায়কারীকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদর্শ ও তাঁর আনীত শরীয়ত বিরোধী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। উক্ত আদর্শ বলতে এমন আদর্শকে বুঝানো হয়নি যা ইচ্ছে করলে ছাড়াও যায়। বরং এমন আদর্শকে বুঝানো হয়েছে যা ছাড়লে পথভ্রষ্ট ও মুনাফিক রূপে আখ্যায়িত হতে হয়। অতএব বুঝা গেলো জামাতে নামায পড়া প্রতিটি মু'মিন ব্যক্তির উপর ওয়াজিব ও ফরয।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ لِلْمُنَـافِقِيْنَ عَلاَمَـاتٍ يُعْرَفُـوْنَ بِهَـا، تَحِيَّـتُهُمْ لَعْنَـةٌ، وَطَعَـامُهُمْ نُهْبَـةٌ، وَغَنِيْمَتُهُمْ غُلُوْلٌ، وَلاَ يَقْرَبُوْنَ الْـمَسَاجِدَ إِلاَّ هَجْراً، وَلاَ يَأْتُوْنَ الصَّلاَةَ إِلاَّ دَبْــراً

مُسْتَكْبِرِيْنَ، لاَ يَأْلَفُوْنَ وَلاَ يُؤْلَفُوْنَ، خُشُبٌ بِاللَّيْلِ، صُخُبٌ بِالنَّهَارِ

অর্থাৎ মুনাফিকদের এমন কিছু আলামত রয়েছে যা দিয়ে তাদেরকে সহজেই চেনা যায়। সেগুলো হলোঃ তাদের সম্ভাষণই হচ্ছে অভিসম্পাত। তাদের খাবারই হচ্ছে কোথাও থেকে লুট করা বস্তু। তাদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদই হচ্ছে তা বন্টনের পূর্বেই চুরি করা বস্তু। তারা মসজিদের ধারেকাছেও যায় না। নামাযে কখনো আসলেও তারা অহঙ্কারী ভাব নিয়ে দেরিতে আসে। তারা কারোর সাথে গভীরভাবে মিশতে চায় না এবং তাদের সাথেও গভীরভাবে মিশা যায় না। রাতে তারা কাষ্ঠখণ্ড স্বরূপ নিঃসাড় নিঃশব্দ। দিনে সরব। (আহ্মাদ্, হাদীস ৭৯১৩)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الرَّجُلَ فِيْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ

অর্থাৎ আমরা যখন কাউকে 'ইশা ও ফজরের নামাযে মসজিদে না দেখতাম তখন তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করতাম তথা তাকে মুনাফিক ভাবতাম। (ত্বাবারানী/কবীর, হাদীস ১৩০৮৫ ইব্নু আবী শাইবাহ্ ১/৩৩২)

এমনকি লাগাতার জামাতে নামায না পড়া ব্যক্তির অন্তরকে সীল-গালা করা তথা তার অন্তরের উপর মোহর মেরে দেয়ার হুমকিও দেয়া হয়েছে। আর শরীয়তে সাধারণত কোন ফরয-ওয়াজিব ছাড়া ব্যতীত কাউকে এ ধরনের হুমকি দেয়া হয় না।

❁ 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ ও 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর رضي الله عنهم থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা মিম্বারের উপর বসে বলেন:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنَنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ

অর্থাৎ কয়েকটি সম্প্রদায় যেন জামাতে নামায পরিত্যাগ করা থেকে অবশ্যই ফিরে আসে তা না হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হৃদয়ের উপর মোহর মেরে দিবেন। অতঃপর তারা নিশ্চিত গাফিল তথা ধর্ম বিমুখ হয়েই জীবন যাপন করতে বাধ্য হবে। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৮০১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামাতে নামায পড়ার ব্যাপারে সাহাবাগণের খবরদারি করতেন। আর কোন ব্যাপারে কারোর খবরদারি করা সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথা অবশ্য করণীয় ওয়াজিব হওয়াকেই বুঝায়।

❁ উবাই বিন্ কা'ব্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন। অতঃপর তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন: "অমুক উপস্থিত আছে কি? সাহাবাগণ বললেন: না। তিনি আবারো জিজ্ঞাসা করলেন: "অমুক উপস্থিত আছে কি? সাহাবাগণ বললেন: না। তখন তিনি বললেন:

إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيْلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى

অর্থাৎ এ দু'টি নামায তথা 'ইশা ও ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় করা সত্যিই মুনাফিকদের জন্য খুবই কষ্টকর। তোমরা যদি জানতে তা জামাতের সাথে আদায়ে কি পরিমাণ সাওয়াব রয়েছে তা হলে তোমরা তা আদায়ের জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও মসজিদে উপস্থিত হতে। নামাযীদের প্রথম সারি ফিরিশ্তাগণের সারির ন্যায়। তোমরা যদি জানতে প্রথম সারিতে নামায পড়ার কি ফযীলত রয়েছে তা হলে তোমরা খুব দ্রুত সেখানে অবস্থান করতে। একা নামায পড়ার চাইতে দু'জন মিলে জামাতে পড়া অনেক ভালো। আবার একজনকে নিয়ে জামাতে নামায আদায়ের চাইতে দু'জনকে নিয়ে জামাতে নামায আদায় করা আরো অনেক ভালো। জামাতে নামায আদায়কারীদের সংখ্যা যতোই বেশি হবে ততোই তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বেশি পছন্দনীয়। (আবু দাউদ, হাদীস ৫৫৪ নাসায়ী, হাদীস ৮৪৩)

❁ জামাতে নামায পড়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্য রয়েছে যা নিম্নের বাণীগুলো থেকে বুঝা যায়।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বাণী যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন:

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুআয্যিনের আযান শুনেও মসজিদে উপস্থিত হয়নি ; অথচ তার কোন ওযরই ছিলো না তা হলে তার নামাযই হবে না। (ইবনে আবী শায়বাহ্, হাদীস ৩৪৮৬)

আবু মূসা আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

مَنْ سَمِعَ الْـمُنَادِيَ فَلَمْ يُجِبْ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুআয্যিনের আযান শুনেও মসজিদে উপস্থিত হয়নি; অথচ তার কোন ওযরই ছিলো না তা হলে তার নামাযই হবে না। (ইবনে আবী শায়বাহ্, হাদীস ৩৪৮২)

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْـمَسْجِدِ إِلاَّ فِـيْ الْـمَسْجِدِ، قِيْـلَ : وَمَـنْ جَـارُ الْـمَـسْجِدِ ؟ قَـالَ : مَنْ سَمِعَ الْـمُنَادِيَ

অর্থাৎ মসজিদের প্রতিবেশীর নামায মসজিদ ছাড়া আর কোথাও হবে না। তাঁকে বলা হলো: মসজিদের প্রতিবেশী কে ? তিনি বললেন: যে ব্যক্তি মুআয্যিনের আযান শুনে। (ইবনে আবী শায়বাহ্, হাদীস ৩৪৮৮)

তিনি আরো বলেন:

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ جِيْرَانِ الْمَسْجِدِ فَلَمْ يُجِبْ وَهُوَ صَحِيْحٌ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ

অর্থাৎ মসজিদের কোন প্রতিবেশী আযান শুনে মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাতে নামায আদায় না করলে ; অথচ সে সুস্থ-সবল এবং তার কোন ওজর নেই তা হলে তার নামাযই হবে না। (বায়হাক্বী, হাদীস ৫১৪১)

তিনি আরো বলেন:

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ لَمْ تُجَاوِزْ صَلاَتُهُ رَأْسَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আযান শুনেও মসজিদে জামাতে নামায পড়তে আসেনি তার নামাযটুকু তার নিজ মাথাই অতিক্রম করবে না। আকাশ পর্যন্ত পৌঁছা তো অনেক দূরের কথা। তবে এ ব্যাপারে তার কোন ওজর থাকলে তা ভিন্ন। (ইবনে আবী শায়বাহ্, হাদীস ৩৪৮৯)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন:

لأَنْ تَمْتَلِئَ أُذُنا ابْنِ آدَمَ رَصَاصاً مُذَاباً خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ الْـمُنَادِيَ ثُمَّ لاَ يُجِيْبُهُ

অর্থাৎ আদম সন্তানের উভয় কান গলানো সিসা দিয়ে ভর্তি থাকা তার জন্য অনেক ভালো মুআয্যিনের আযান শুনে মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাতে নামায না পড়ার চাইতে। (ইবনে আবী শায়বাহ্, হাদীস ৩৪৮৪)

’আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، لَمْ يَجِدْ خَيْراً وَلَمْ يُرَدْ بِهِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুআয্যিনের আযান শুনেও মসজিদে উপস্থিত হয়নি; অথচ তার কোন ওযরই ছিলো না তা হলে সে কল্যাণপ্রাপ্ত নয় অথবা তার সাথে কোন কল্যাণ করার ইচ্ছেই করা হয়নি। (ইবনে আবী শায়বাহ্, হাদীস ৩৪৮৫)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

مَنْ سَمِعَ الْـمُنَادِيَ فَلَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুআয্যিনের আযান শুনেও মসজিদে উপস্থিত হয়নি ; অথচ তার কোন ওযরই ছিলো না তা হলে তার নামাযই হবে না। (ইবনে আবী শায়বাহ্, হাদীস ৩৪৮৩)

রাসূল ﷺ নিযুক্ত মক্কার গভর্ণর ’আত্তাব্ বিন্ আসীদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি একদা মক্কাবাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

وَالله لاَ يَبْلُغُنِيْ أَنَّ أَحَداً مِنْكُمْ تَخَلَّفَ عَنِ الـصَّلاَةِ فِيْ الْـمَسْجِدِ مَعَ الْجَمَاعَـةِ إِلاَّ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ

অর্থাৎ আল্লাহ্’র কসম! কোন ব্যক্তি জামাতে নামায পড়ছে না এমন খবর আমার কানে আসলে আমি তাকে হত্যা করবো। (কিতাবুস্-স্বালাহ্ / ইব্নুল্-ক্বাইয়িম ৫৯৫)

’উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الصَّلاَةِ فَيَتَخَلَّفُ لِتَخَلُّفِهِمْ آخَـرُوْنَ لأَنْ يَحْـضُرُوْا الصَّلاَةَ أَوْ لأَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ مَنْ يُجَافِيْ رِقَابَهُمْ

অর্থাৎ তাদের কি হলো! যারা জামাতে নামায পড়ছে না এবং তাদেরকে দেখে অন্যরাও জামাতে উপস্থিত হচ্ছে না। তারা যেন জামাতে নামায পড়ার জন্য উপস্থিত হয় তা না হলে আমি তাদের নিকট এমন লোক পাঠাবো যারা তাদের গর্দান উড়িয়ে দিবে। (মিফ্তাহুল্-আফ্কার/আব্দুল আজীজ আল্-সাল্মান ২/১০২)

এ ছাড়া অন্য কোন সাহাবী এঁদের বিপরীত মত পোষণ করেননি। অতএব বুঝা গেলো এ ব্যাপারে তাঁদের সবার ঐকমত্য রয়েছে।

'হাসান বাস্বরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءِ فِيْ الْجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعْهَا

অর্থাৎ কারোর মা যদি সন্তানের উপর দয়া করে তাকে 'ইশার নামায জামাতে পড়তে নিষেধ করে তা হলে সে তাঁর আনুগত্য করবে না। কারণ, গুনাহ্'র কাজে মাতা-পিতার আনুগত্য করতে হয় না। (বুখারী : অধ্যায় ১০ অনুচ্ছেদ ২৯)

আরো যাঁরা জামাতে নামায পড়া ওয়াজিব বলেছেন তাঁরা হলেন, 'আত্বা বিন্ আবী রাবাহ্, ইমাম আহ্মাদ্, ইমাম শাফি'য়ী, আওযা'য়ী, খাত্ত্বাবী, ইব্নু খুযাইমাহ্, ইমাম বুখারী, ইব্নু 'হিব্বান, আবু সাউর, ইব্নু 'হায্ম, ইমাম দাউদ্ আয্-যাহিরী, ইব্নু কুদামাহ্, 'আল্লামাহ্ 'আলাউদ্দীন আস্-সামারক্বান্দী, আবু বাকার আল্-কাসানী, ইব্নুল্-মুন্যির, ইব্রাহীম আন্-নাখা'য়ী ও ইমাম ইব্নু আব্দিল্-বার প্রমুখ।

আর একটি ব্যাপার হচ্ছে, যে জামাতে নামায আদায় করা থেকে পিছিয়ে থাকে সে পরবর্তীতে সম্পূর্ণরূপে নামাযই ছেড়ে দেয়।

তাই প্রতিটি মুসলমানের একান্ত কর্তব্য হবে, জামাতে নামায পড়ার ব্যাপারে আরো বেশী যত্নবান হওয়া এবং নিজ ছেলে-সন্তান, পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এমনকি সকল মুসলিম ভাইদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা। আর তখনই আমরা মুনাফিকী থেকে মুক্তি পাবো।

জামাতে নামায পড়ার ফায়েদা সমূহঃ

জামাতে নামায পড়ার অনেকগুলো ফায়েদা রয়েছে যার কিয়দংশ নিম্নরূপ:

১. আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দয়ায় এ উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য সময়ে সময়ে পরস্পর একত্রিত হওয়ার কিছু বিশেষ সুযোগ ও সুব্যবস্থা রেখেছেন। যেন তারা একে অপরের খবরাখবর নিতে পারে। প্রয়োজনে একে অপরের সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে। যাতে করে ধীরে ধীরে তাদের পরস্পরের সম্পর্কের বিশেষ উন্নতি ঘটে এবং একে অপরকে কথায় ও কাজে আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত বিধানের দিকে আহ্বান করার প্রচুর সুযোগ পায়। আর এ জাতীয় পরস্পর একত্রিত হওয়ার সুযোগ কখনো হয় দৈনিক। যেমনঃ দৈনিক পাঁচ বেলা নামায মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে আদায় করা। আবার কখনো তা হয় সাপ্তাহিক। যেমনঃ জুমাবার মসজিদে গিয়ে সবার একত্রে জুমার নামায আদায় করা। আবার কখনো তা হয় বাৎসরিক ও আঞ্চলিক। যেমন: এক অঞ্চলের সবাই বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে নিজেদের নির্দিষ্ট ঈদগাহে

একত্রিত হয়ে দু' ঈদের নামায আদায় করা। আবার কখনো তা হয় বাৎসরিক ও আন্তর্জাতিক। যেমন: বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র থেকে সচ্ছল মোসলমানদের বৎসরে একবার হজ্জের উদ্দেশ্যে আরাফার ময়দানে একত্রিত হওয়া।

২. জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মোসলমানদের নিজ নিজ মহল্লার মসজিদে পরস্পর একত্রিত হওয়া বিশেষ সাওয়াবের কাজও বটে।

৩. জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মোসলমানদের নিজ নিজ মহল্লার মসজিদে পরস্পর একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে মুসলিম সমাজের প্রতিটি লোক একে অপরের অবস্থা সম্যকরূপে জানতে পারে। এতে করে সমাজের রুগ্ন ব্যক্তিদের শুশ্রূষা করার এক বিরাট সুযোগ পাওয়া যায় এবং সমাজের মৃত ব্যক্তিদের দাফন-কাফন করাও সহজে সম্ভবপর হয়। তেমনিভাবে এরই মাধ্যমে সমাজের গরীব-দুঃখীদের প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতাও করা যায়। আর এতে করে মোসলমানদের পরস্পরের মাঝে গভীর ভালোবাসা জন্ম নেয়।

৪. জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মোসলমানদের নিজ নিজ মহল্লার মসজিদে পরস্পর একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে নিজের সকল আত্মীয়-স্বজনকেও সহজে চেনা সম্ভবপর হয়। তেমনিভাবে এলাকায় নবাগত যে কোন মুসাফির ব্যাক্তিকেও সহজে চেনা যায়। আর এতে করে একের পক্ষ থেকে অন্যের পাওনা ন্যায্য অধিকারটুকু সহজে আদায় করার বিশেষ সুবর্ণ সুযোগও পাওয়া যায়।

৫. জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মোসলমানদের নিজ নিজ মহল্লার মসজিদে পরস্পর একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে ইসলামের একটি বিশেষ নিদর্শন তথা জামাতে নামায পড়া বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। কারণ, সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি যদি নিজ নিজ ঘরে নামায পড়ে তা হলে উক্ত সমাজে নামায পড়া হয়েছে কি না বলা মুশকিল।

৬. জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মোসলমানদের নিজ নিজ মহল্লার মসজিদে পরস্পর একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে কাফির ও মুনাফিকদের সামনে মোসলমানদের দাপট, শক্তি ও পরাক্রমশালিতা বিশেষভাবে ফুটে উঠে। তাতে করে কাফির ও মুনাফিকরা মানসিকভাবে পর্যুদস্ত হয়।

৭. জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মোসলমানদের নিজ নিজ মহল্লার মসজিদে পরস্পর একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে মূর্খ ব্যক্তিরা আলিমদের কাছ থেকে ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছুই জানার সুযোগ পায়। এমনকি তারা বিশেষ করে নামাযের বিধি-বিধানগুলো ভালোভাবে রপ্ত করারও সুযোগ পায়।

৮. জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মোসলমানদের নিজ নিজ মহল্লার মসজিদে পরস্পর একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে জামাতে নামায পড়ার জন্য মসজিদে উপস্থিত হয় না এমন ব্যক্তিদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে জামাতে নামায পড়ার জন্য বিশেষভাবে উপদেশ দেয়া যেতে পারে।

৯. জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মোসলমানদের নিজ নিজ মহল্লার মসজিদে পরস্পর একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্কে বার বার ঐক্য ও ঐকমত্যের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যাতে করে তারা একই ইমামের নেতৃত্বে জামাতে নামায পড়ার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজ রাষ্ট্রের কর্ণধারের নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্য টিকিয়ে রাখার প্রশিক্ষণ পায়।

১০. জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মোসলমানদের নিজ নিজ মহল্লার মসজিদে পরস্পর একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্কে বার বার নিজ কুপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যাতে করে তারা একই ইমামের পুঙ্খানুপুঙ্খ আনুগত্যের মাধ্যমে নিজ কুপ্রবৃত্তি দমনের বিশেষ সুযোগ পায়।

১১. জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মোসলমানদের নিজ নিজ মহল্লার মসজিদে পরস্পর একত্রিত হয়ে সারিবদ্ধভাবে নামায পড়ার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্কে বার বার সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো সারিবদ্ধভাবে জিহাদ করার বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদ সম্পর্কে বলেন:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَـٰنٌ مَّرْصُوصٌ ﴾

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো সারিবদ্ধভাবে তাঁর পথে যুদ্ধকারীদের ভালোবাসেন। (সাফ্ফ : ৪)

১২. জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মোসলমানদের নিজ নিজ মহল্লার মসজিদে পরস্পর একত্রিত হয়ে ধনী গরীবের সাথে, আমীর মা'মূরের সাথে, শাসক শাসিতের সাথে, বড়ো ছোটর সাথে সারিবদ্ধভাবে নামায পড়ার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্কে বার বার নিজেদের মধ্যকার সামাজিক অবস্থানের দৃশ্যমান বিস্তর পার্থক্য ভুলে গিয়ে মুসলিম উম্মাহ্'র সবাই যে একই সমান এমন মানসিকতা পোষণের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যাতে করে মোসলমানদের পরস্পরের মাঝে গভীর ভালোবাসা জন্ম নেয়। আর এ জন্যই তো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা সাহাবায়ে কিরামগণকে নামাযে একান্তভাবে সারিবদ্ধ হয়ে নামায পড়ার আদেশ করতেন।

আবু মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জামাতে নামাযের জন্য দাঁড়ানোর সময় আমাদের কাঁধ স্পর্শ করে বলতেন:

اِسْتَوُوْا، وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ

অর্থাৎ তোমরা সারিবদ্ধভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াও। এলোমেলোভাবে দাঁড়িও না তাহলে তোমাদের অন্তরগুলোও এলোমেলো হয়ে যাবে। (মুসলিম, হাদীস ৪৩২)

১৩. জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মোসলমানদের নিজ নিজ মহল্লার মসজিদে পরস্পর একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে সমাজের গরীব-দুঃখী ও অসুস্থদের খবরাখবর নিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা যায় এবং সমাজের ধর্মবিমুখদেরকে ধর্মের উপর উঠিয়ে আনার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করা যায়।

১৪. জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মোসলমানদের নিজ নিজ মহল্লার মসজিদে পরস্পর একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামের যুগের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা পাওয়া যায়। কারণ, সে যুগে সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পেছনে জামাতে নামায পড়ার সুবাদেই তাঁরা ধর্ম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান শেখার সুযোগ পেতো।

১৫. একান্ত সাওয়াবের আশায় জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মোসলমানদের নিজ নিজ মহল্লার মসজিদে পরস্পর একত্রিত হওয়া মুসলিম উম্মাহ্'র উপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ধারাবাহিক বরকত নাযিল হওয়ার একটি বিরাট মাধ্যমও বটে।

১৬. জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মোসলমানদের নিজ নিজ মহল্লার মসজিদে পরস্পর একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে সমাজের নিরলস ইবাদতকারীদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের প্রতি অদম্য উৎসাহ্-উদ্দীপনা দেখে অলসদের মাঝেও নতুন করে ইবাদতের ইচ্ছা ও স্পৃহা জন্ম নেয়।

১৭. জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মোসলমানদের নিজ নিজ মহল্লার মসজিদে পরস্পর একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে নামায ছাড়া আরো অন্যান্য ইবাদতের মাধ্যমে বহুগুণ সাওয়াবও অর্জন করা যায়।

১৮. জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মোসলমানদের নিজ নিজ মহল্লার মসজিদে পরস্পর একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে কথা ও কাজে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে মানুষকে আহ্বান করা যায়।

১৯. জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে মোসলমানদের নিজ

নিজ মহল্লার মসজিদে পরস্পর একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্কে সময়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

জামাতে নামায পড়ার ফযীলত:

জামাতে নামায পড়া ওয়াজিব হওয়ার পাশাপাশি তাতে অনেকগুলো ফযীলতও রয়েছে। যা নিম্নরূপ:

১. একা নামায পড়ার চাইতে জামাতে নামায পড়ায় সাতাশ গুণ বেশি সাওয়াব রয়েছে।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً

অর্থাৎ জামাতে নামায পড়া একা নামায পড়ার চাইতে সাতাশ গুণ বেশি উত্তম। (মুসলিম, হাদীস ৬৫০)

কোন কোন হাদীসে আবার পঁচিশ গুণ সাওয়াবের কথাও বলা হয়েছে।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

صَلاَةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ صَلاَةً يُصَلِّيْهَا وَحْدَهُ

অর্থাৎ ইমাম সাহেবের সাথে নামায পড়া একা নামায পড়ার চাইতে পঁচিশ গুণ বেশি উত্তম। (মুসলিম, হাদীস ৬৪৯)

কেউ কেউ উভয় হাদীসের মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন করেন যে, পঁচিশ গুণের হাদীসে শুধু একা ও জামাতে নামায পড়ার মধ্যকার সাওয়াবের ব্যবধানটুকুই উল্লিখিত হয়েছে। আর সাতাশ গুণের হাদীসে একা নামাযের সাওয়াব এবং উভয় নামাযের মধ্যকার সাওয়াবের ব্যবধানটুকু একত্রেই উল্লিখিত হয়েছে।

'আল্লামাহ্ ইমাম নাওয়াওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) উভয় হাদীসের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত তিনভাবেই সমন্বয় সাধন করেন:

ক. উভয় হাদীসের মধ্যে কোন ধরনের বৈপরীত্য নেই। কারণ, কম সংখ্যা তো বেশি সংখ্যার বিপরীত নয়। বরং কম সংখ্যা বেশি সংখ্যার মধ্যে অবশ্যই রয়েছে।

খ. হয়তো বা রাসূল ﷺ সর্বপ্রথম কমের কথা জেনেই তা নিজ উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন অতঃপর তাঁকে আবার বেশির কথাই জানানো হলো।

গ. হয়তো বা জামাতে নামায পড়ুয়া মুসল্লীদের অবস্থার পরিবর্তন তথা নামাযে তাদের ধীরস্থীরতা ও আন্তরিকতা, মুসল্লীদের আধিক্য ও তাদের মর্যাদা এমনকি স্থানের মর্যাদার পার্থক্যের কারণে সাওয়াবেরও পার্থক্য হয়।

জামাতে নামায পড়া অত্যন্ত সাওয়াবের বিষয় হওয়া তা ওয়াজিব না হওয়া বুঝায় না। কারণ, শরীয়তে ফরয কিংবা ওয়াজিব কাজ আদায়েরও বিশেষ সাওয়াব রয়েছে। তবে কেউ কোন ফরয নামায একা পড়লেও তার নামাযটুকু অবশ্যই আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু সে ইচ্ছাকৃত ওয়াজিব ছাড়ার দরুন অবশ্যই গুনাহ্গার হবে। আর তাতে অন্তত পঁচিশ সাওয়াবের ঘাটতি তো আছেই। তবে কেউ শরীয়ত সম্মত কোন ওযরের কারণে জামাতে উপস্থিত না হতে পারলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জামাতে নামায পড়ার সাওয়াব অবশ্যই দিবেন।

আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْماً صَحِيْحاً

অর্থাৎ যখন আল্লাহ্ তা'আলার কোন বান্দাহ্ অসুস্থ কিংবা সফররত অবস্থায় থাকে তখন তার জন্য তার সুস্থ কিংবা মুক্বিম থাকাবস্থার সকল আমলের সমপরিমাণ সাওয়াব তার আমলনামায় লেখা হয়। (বুখারী, হাদীস ২৯৯৬)

২. আল্লাহ্ তা'আলা জামাতে নামায পড়ুয়াদেরকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করেন।

আবুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِيْ قَرْيَةٍ لاَ يُؤَذَّنُ وَلاَ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ الذِّئْبَ يَأْكُلُ الْقَاصِيَةَ

অর্থাৎ কোন গ্রাম বা এলাকায় যদি তিন জন মানুষ থাকে ; অথচ সেখানে আযান-ইক্বামত দিয়ে ফরয নামায আদায় করা হলো না তাহলে তাদের উপর শয়তান জেঁকে বসবে। তাই তুমি জামাতে নামায পড়বে। কারণ, নেকড়ে বাঘ তো একমাত্র দলছুট্ ছাগলটিকেই খেয়ে ফেলে। (আহ্মাদ্, হাদীস ২০৭১৯ আবু দাউদ, হাদীস ৫৪৭ নাসায়ী, হাদীস ৮৪৭)

৩. জামাতে নামাযীদের উপস্থিতি যতোই বাড়বে ততোই সাওয়াব বেশি পাওয়া যাবে।

উবাই বিন্ কা'ব্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন। অতঃপর তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন: ”অমুক উপস্থিত আছে কি? সাহাবাগণ বললেন: না। তিনি আবারো জিজ্ঞাসা করলেন: ”অমুক উপস্থিত আছে কি? সাহাবাগণ বললেন: না। তখন তিনি বললেন:

إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيْلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى

অর্থাৎ এ দু’টি নামায তথা ’ইশা ও ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় করা সত্যিই মুনাফিকদের জন্য খুবই কষ্টকর। তোমরা যদি জানতে তা জামাতের সাথে আদায়ে কি পরিমাণ সাওয়াব রয়েছে তা হলে তোমরা তা আদায়ের জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও মসজিদে উপস্থিত হতে। নামাযীদের প্রথম সারি ফিরিশ্‌তাদের সারির ন্যায়। তোমরা যদি জানতে প্রথম সারিতে নামায পড়ার কি ফযীলত রয়েছে তা হলে তোমরা খুব দ্রুত সেখানে অবস্থান করতে। একা নামায পড়ার চাইতে দু’জন মিলে জামাতে পড়া অনেক ভালো। আবার একজনকে নিয়ে জামাতে নামায আদায়ের চাইতে দু’জনকে নিয়ে জামাতে নামায আদায় করা আরো অনেক ভালো। জামাতে নামায আদায়কারীদের সংখ্যা যতোই বেশি হবে ততোই তা আল্লাহ্ তা’আলার নিকট বেশি পছন্দনীয়। (আবু দাউদ, হাদীস ৫৫৪ নাসায়ী, হাদীস ৮৪৩)

৪. চল্লিশ দিন একান্ত নিষ্ঠা ও প্রথম তাকবীরের সাথে জামাতে নামায পড়লে দু’টি মুক্তির সার্টিফিকেট পাওয়া যায়।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ صَلَّى للهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ : بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলার সন্তুষ্টির জন্য চল্লিশ দিন যাবৎ প্রথম তাকবীর সহ জামাতে নামায আদায় করবে তার জন্য দু’টি মুক্তির সার্টিফিকেট লেখা হবে। একটি জাহান্নাম থেকে মুক্তির। আর আরেকটি মুনাফিকী থেকে মুক্তির। (তিরমিযী, হাদীস ২৪১)

৫. ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় করলে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নিরাপত্তা পাওয়া যায়।

জুন্দাব্ বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ফজরের নামায (জামাতের সাথে) আদায় করলো সে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নিরাপত্তায় চলে গেলো। তাই কেউ যেন আল্লাহ্ তা'আলার নিরাপত্তাধীন কোন কিছুর নিরাপত্তা বিঘ্নিত না করে। কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিরাপত্তাধীন কোন কিছুর নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবে তাকে তিনি পাকড়াও করবেন। অতঃপর তাকে চেহারা নিচু করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (মুসলিম, হাদীস ৬৫৭)

হাদীসটির কোন কোন বর্ণনায় জামাতের সাথে কথাটি উল্লিখিত হয়েছে।

৬. ফজরের নামায জামাতে আদায় করে সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহ্ তা'আলার যিকির করলে অতঃপর দু' রাক্'আত নামায পড়লে একটি পূর্ণ হজ্জ ও একটি পূর্ণ 'উমরাহ্'র সাওয়াব পাওয়া যায়।

আনাস্ বিন্ মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতে আদায় করে সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহ্ তা'আলার যিকির করে অতঃপর দু' রাক্'আত নামায পড়ে তাকে একটি হজ্জ ও একটি 'উমরাহ্'র সাওয়াব দেয়া হবে। বর্ণনাকারী বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ একটি পরিপূর্ণ হজ্জ ও একটি পরিপূর্ণ 'উমরাহ্'র সাওয়াব। একটি পরিপূর্ণ হজ্জ ও একটি পরিপূর্ণ 'উমরাহ্'র সাওয়াব। একটি পরিপূর্ণ হজ্জ ও একটি পরিপূর্ণ 'উমরাহ্'র সাওয়াব। (তিরমিযী, হাদীস ৫৮৬)

৭. 'ইশা ও ফজরের নামায অথবা শুধু ফজরের নামায জামাতে পড়লে পুরো রাত্রি নফল নামায আদায় করার সাওয়াব পাওয়া যায়।

’উস্‌মান বিন্ ’আফ্‌ফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ’ইশার নামায জামাতে আদায় করলো সে যেন অর্ধ রাত পর্যন্ত নফল নামায পড়লো। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতে আদায় করলো সে যেন পুরো রাত নফল নামায পড়লো। (মুসলিম, হাদীস ৬৫৬)

উক্ত হাদীস থেকে মুহাদ্দিসীনদের কেউ কেউ এ কথা বুঝেছেন যে, শুধুমাত্র ফজরের নামায জামাতে আদায় করলেই পুরো রাত নফল নামায পড়ার সাওয়াব পাওয়া যায়। যা দেয়া আল্লাহ্ তা’আলার জন্য অসম্ভব কিছু নয়। কারণ, তিনি হচ্ছেন পরম করুণাময় অত্যন্ত দয়ালু। যিনি অল্প কাজে মানুষকে অনেক বেশি প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

আবার কেউ কেউ উক্ত হাদীস থেকে এ কথা বুঝেছেন যে, ’ইশা ও ফজর উভয় নামায জামাতে আদায় করলেই কেবল পুরো রাত নফল নামায পড়ার সাওয়াব পাওয়া যায়। শুধুমাত্র ফজরের নামায জামাতে আদায় করলেই নয়। এ ব্যাপরে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি একেবারেই সুস্পষ্ট।

’উস্‌মান বিন্ ’আফ্‌ফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ’ইশার নামায জামাতে আদায় করলো সে যেন অর্ধ রাত পর্যন্ত নফল নামায পড়লো। আর যে ব্যক্তি ’ইশা ও ফজরের নামায জামাতে আদায় করলো সে যেন পুরো রাত নফল নামায পড়লো। (আবু দাউদ, হাদীস ৫৫৫)

৮. দিন ও রাতের ফিরিশ্‌তাগণ আসর ও ফজরের নামায চলাকালীন সময় সবাই একত্রিত হোন।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ

تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ

অর্থাৎ দিন ও রাতের ফিরিশ্তাগণ পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়ে ফজর ও আসরের সময় তোমাদের মাঝে একত্রিত হোন। অতঃপর যাঁরা তোমাদের মাঝে রাত্রি যাপন করেছেন তাঁরা আকাশে উঠে গেলে তাঁদের প্রভু তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন ; অথচ তিনি তাঁদের সম্পর্কে সব চাইতে বেশি জানেন। তবুও তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার বান্দাহ্দেরকে কি অবস্থায় রেখে আসলে ? তাঁরা বলেনঃ আমরা তাদেরকে নামাযরত অবস্থায় রেখে আসলাম যেমনিভাবে আমরা তাদের নিকট গিয়েছিলাম নামাযরত অবস্থায়। (বুখারী, হাদীস ৫৫৫ মুসলিম, হাদীস ৬৩২)

আসর ও ফজরের নামায যথা সময়ে আদায় করলে পরকালে মহান আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন মিলবে।

জারীর বিন্ 'আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট বসা ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমার চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন:

أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرٌ : ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾

অর্থাৎ তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে যেমনিভাবে তোমরা দেখতে পাও এ পূর্ণিমার চন্দ্র। তা দেখতে তোমাদেরকে কোন ধরনের ভিড় জমাতে হবে না। অতএব তোমরা যদি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগের দু' বেলা নামায তথা ফজর ও আসরের নামায যথা সময়ে পড়তে পারো তা হলে তোমরা তা অবশ্যই পড়বে। আর তা হলেই তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন লাভে ধন্য হবে। অতঃপর জারীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। যার অর্থঃ "আর তুমি তোমার প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করো সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগে।" (বুখারী, হাদীস ৫৫৪ মুসলিম, হাদীস ৬৩৩)

আসর ও ফজরের নামায যথা সময়ে আদায় করলে পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

'উমারাহ্ বিন রুআইবাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ

অর্থাৎ এমন কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যিনি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগের দু' বেলা নামায তথা ফজর ও আসরের নামায যথা সময়ে আদায় করলো। (মুসলিম, হাদীস ৬৩৪)

আসর ও ফজরের নামায যথা সময়ে আদায় করলে পরকালে জান্নাত পাওয়া যাবে।

'উমারাহ্ বিন রুআইবাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঠাণ্ডার সময়ের দু' বেলা নামায তথা ফজর ও আসরের নামায যথা সময়ে আদায় করলো সে ব্যক্তি অচিরেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী, হাদীস ৫৭৪ মুসলিম, হাদীস ৬৩৫)

ঠিক এরই বিপরীতে যে ব্যক্তি আসরের নামায যথা সময়ে আদায় করলো না তার সকল আমল পণ্ড হয়ে যাবে। এমনকি সে এমন এক ক্ষতির সম্মুখীন হবে যেন তার কাছ থেকে তার সকল পরিবারবর্গ ও ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হলো।

বুরাইদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দিলো তার সকল আমল পণ্ড হয়ে গেলো। (বুখারী, হাদীস ৫৫৩)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

অর্থাৎ যার আসরের নামায পড়া হলো না তার যেন সকল পরিবারবর্গ ও ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হলো। (আবু দাউদ, হাদীস ৪১৪ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৬৯১)

৯. আল্লাহ্ তা'আলা মোসলমানদের জামাতে নামায পড়া দেখে বিস্মিত হোন। কারণ, তিনি তা অত্যন্ত ভালোবাসেন। আর স্বভাবতই কেউ কোন জিনিসকে বেশি ভালোবাসলে এবং তা সুন্দরভাবে বাস্তবায়িত হতে দেখলে তাতে সে অধিক আনন্দিত ও বিস্মিত হয়। তবে কোন জিনিস নিয়ে আল্লাহ্

তা'আলার বিস্মিত হওয়া তা তাঁর মতোই একান্ত অতুলনীয়।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ لَيَعْجَبُ مِنْ الصَّلَاةِ فِي الْجَمِيعِ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মোসলমানদের জামাতে নামায পড়া দেখে বিস্মিত হোন। (আহ্মাদ্, হাদীস ৪৮৬৬, ৫১১২)

১০. জামাতে নামায পড়ার জন্য অপেক্ষমান থাকলে ততক্ষণ নফল নামায পড়ার সাওয়াব পাওয়া যায়।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ قُلْتُ : مَا يُحْدِثُ؟ قَالَ: يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ

অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তিকে নামাযরত বলে ধরে নেয়া হয় যতক্ষণ সে নামাযের জায়গায় বসে নামাযেরই অপেক্ষায় থাকে। আর ফিরিশ্তাগণ তার জন্য এ বলে দো'আ করেনঃ হে আল্লাহ্! আপনি একে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ্! আপনি একে দয়া করুন। যতক্ষণ না সে উক্ত জায়গা থেকে সরে যায় অথবা ওযু ভঙ্গ হয় এমন কিছু ঘটায়। বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه বলেনঃ আমি বললামঃ ওযু ভঙ্গ হয় এমন কিছু ঘটানো মানে ? তিনি বললেনঃ যেমনঃ বায়ু ত্যাগ করা। (মুসলিম, হাদীস ৬৪৯)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে অন্য আরেকটি বর্ণনায় বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِيْ الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ

অর্থাৎ আর যখন সে মসজিদে প্রবেশ করে তখন তাকে নামাযরত বলেই ধরে নেয়া হয় যখন একমাত্র নামাযই তাকে সেখানে আটকে রাখলো। এমনকি ফিরিশ্তাগণ তোমাদের কারোর জন্য যতক্ষণ সে নামায শেষে নামাযের জায়গায় বসে যিকির করতে থাকে এ বলে দো'আ করেনঃ হে

আল্লাহ্! আপনি একে দয়া করুন। হে আল্লাহ্! আপনি একে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ্! আপনি এর তাওবা কবুল করুন। যতক্ষণ না সে মানুষ ও ফিরিশ্‌তাগণ কষ্ট পায় এবং ওযু ভঙ্গ হয় এমন কিছু ঘটায়।

১১. জামাতে নামায পড়ার জন্য অপেক্ষমান থাকলে অথবা নামায শেষে নামাযের জায়গায় বসে থাকলেও ফিরিশ্‌তাগণের দো'আ পাওয়া যায়।

আবু হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ইরশাদ করেন:

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ قُلْتُ : مَا يُحْدِثُ ؟ قَالَ: يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ

অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তিকে নামাযরত বলে ধরে নেয়া হয় যতক্ষণ সে নামাযের জায়গায় বসে নামাযেরই অপেক্ষায় থাকে। আর ফিরিশ্‌তাগণ তার জন্য এ বলে দো'আ করেন: হে আল্লাহ্! আপনি একে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ্! আপনি একে দয়া করুন। যতক্ষণ না সে উক্ত জায়গা থেকে সরে যায় অথবা ওযু ভঙ্গ হয় এমন কিছু ঘটায়। বর্ণনাকারী আবু হুরাইরাহ্ বলেন: আমি বললামঃ ওযু ভঙ্গ হয় এমন কিছু ঘটানো মানে? তিনি বললেন: যেমন: বায়ু ত্যাগ করা। (মুসলিম, হাদীস ৬৪৯)

আবু হুরাইরাহ্ থেকে অন্য আরেকটি বর্ণনায় বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ইরশাদ করেন:

فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِيْ الصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ

অর্থাৎ আর যখন সে মসজিদে প্রবেশ করে তখন তাকে নামাযরত বলেই ধরে নেয়া হয় যখন একমাত্র নামাযই তাকে সেখানে আটকে রাখলো। এমনকি ফিরিশ্‌তাগণ তোমাদের কারোর জন্য যতক্ষণ সে নামায শেষে নামাযের জায়গায় বসে থাকে এ বলে দো'আ করেনঃ হে আল্লাহ্! আপনি একে দয়া করুন। হে আল্লাহ্! আপনি একে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ্! আপনি এর তাওবা কবুল করুন। যতক্ষণ না সে মানুষ ও ফিরিশ্‌তাগণ কষ্ট

পায় এবং ওযু ভঙ্গ হয় এমন কিছু ঘটায়।

১২. জামাতের প্রথম সারিতে অথবা যে কোন সারির ডান দিকে নামায পড়ায় কিংবা জামাতে একে অপরের সাথে মিলে মিলে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানোয় অনেকগুলো ফযীলত রয়েছে। যা নিম্নরূপ:

ক. জামাতের প্রথম সারি সম্মানিত ফিরিশ্‌তাগণের সারির সাথে তুলনীয়।

উবাই বিন্ কা'ব্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْـمَلَائِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيْلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوْهُ

অর্থাৎ নামাযীদের প্রথম সারি ফিরিশ্‌তাগণের সারির ন্যায়। তোমরা যদি জানতে প্রথম সারিতে নামায পড়ার কি ফযীলত রয়েছে তা হলে তোমরা খুব দ্রুত সেখানে অবস্থান করতে। (আবু দাউদ, হাদীস ৫৫৪ নাসায়ী, হাদীস ৮৪৩)

জাবির বিন্ সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

أَلَا تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْـمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟! فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ : وَكَيْفَ تَصُفُّ الْـمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ : يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّوْنَ فِي الصَّفِّ

অর্থাৎ তোমরা কি সারিবদ্ধ হবে না যেমনিভাবে সারিবদ্ধ হোন ফিরিশ্‌তাগণ তাঁদের প্রভুর নিকটে। আমরা বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল! ফিরিশ্‌তাগণ কি ভাবে তাঁদের প্রভুর নিকট সারিবদ্ধ হোন? তিনি বললেন: তাঁরা প্রথম সারিগুলো পুরো করে নেন এবং সারিতে সোজা হয়ে একে অপরের সাথে লেগে লেগে দাঁড়ান। (মুসলিম, হাদীস ৪৩০ আবু দাউদ, হাদীস ৬৬১)

খ. প্রথম সারিতে নামায পড়ায় এতো বেশি সাওয়াব রয়েছে তা যদি সবাই জানতে পারতো তাহলে তাতে জায়গা পাওয়ার জন্য লটারি দেয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকতো না।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

অর্থাৎ আযান ও প্রথম সারিতে নামায পড়ায় এতো বেশি সাওয়াব রয়েছে তা যদি মানুষ জানতে পারতো অতঃপর তা পাওয়ার জন্য লটারি দেয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর না থাকতো তাহলে তারা তা পাওয়ার জন্য অবশ্যই লটারি দেয়ারই আয়োজন করতো। আর যদি তারা জানতো তড়িঘড়ি নামায পড়তে আসায় কি সাওয়াব রয়েছে তাহলে তারা তা পড়ার জন্য দ্রুত মসজিদের দিকে ছুটে আসতো। আর যদি তারা জানতো 'ইশা ও ফজরের নামায জামাতে পড়ায় কি সাওয়াব রয়েছে তাহলে তারা তা পড়ার জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও মসজিদে উপস্থিত হতো। (বুখারী, হাদীস ৬১৫ মুসলিম, হাদীস ৪৩৭)

গ. জামাতের প্রথম সারি সর্বোত্তম সারি।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

অর্থাৎ পুরুষদের সর্বোত্তম সারি হচ্ছে তাদের সর্বপ্রথম সারি। আর তাদের সর্বনিকৃষ্ট সারি হচ্ছে তাদের সর্বশেষ সারি। তেমনিভাবে মহিলাদের সর্বোত্তম সারি হচ্ছে তাদের সর্বশেষ সারি। আর তাদের সর্বনিকৃষ্ট সারি হচ্ছে তাদের সর্বপ্রথম সারি। (মুসলিম, হাদীস ৪৪০)

ঘ. আল্লাহ্ তা'আলা নিজ ফিরিশ্তাগণের নিকট জামাতের প্রথম সারিগুলোতে নামায পড়ুয়াদের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণও তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও দো'আ করেন। তবে এ ক্ষেত্রে প্রথম সারির নামায পড়ুয়াদের ভাগটুকু একটু বড়ো।

আবু উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ! وَعَلَى الثَّانِيْ؟ قَالَ : إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ! وَعَلَى الثَّانِيْ ؟ قَالَ : وَعَلَى الثَّانِيْ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা নিজ ফিরিশ্তাগণের নিকট প্রথম সারিতে নামায পড়ুয়াদের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণও তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও দো'আ করেন। সাহাবাগণ বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল! দ্বিতীয় সারির নামায পড়ুয়াদের মর্যাদাও কি একই রকম? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা

নিজ ফিরিশ্‌তাগণের নিকট প্রথম সারিতে নামায পড়ুয়াদের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফিরিশ্‌তাগণও তাদের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও দো'আ করেন। সাহাবাগণ বললেন: হে আল্লাহ্‌'র রাসূল! দ্বিতীয় সারির নামায পড়ুয়াদের মর্যাদাও কি একই রকম? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: হ্যাঁ। দ্বিতীয় সারির নামায পড়ুয়াদের মর্যাদাও একই রকম। (আহ্‌মাদ্‌, হাদীস ২১২৩৩)

বারা' বিন্‌ 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ أَوْ الصُّفُوفِ الْأُولَى

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজ ফিরিশ্‌তাগণের নিকট প্রথম সারি কিংবা প্রথম সারিগুলোতে নামায পড়ুয়াদের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফিরিশ্‌তাগণও তাদের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও দো'আ করেন। (আহ্‌মাদ্‌, হাদীস ১৭৮৭৮, ১৮৬২১)

বারা' বিন্‌ 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُتَقَدِّمَةِ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজ ফিরিশ্‌তাগণের নিকট আগের সারিগুলোতে নামায পড়ুয়াদের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফিরিশ্‌তাগণও তাদের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও দো'আ করেন। (নাসায়ী, হাদীস ৮০২)

৬. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথম সারিতে নামায পড়ুয়াদের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট তিন তিন বার ক্ষমা প্রার্থনা ও দো'আ করেন। আর দ্বিতীয় সারিতে নামায পড়ুয়াদের জন্য শুধুমাত্র এক বার।

'ইরবায বিন্‌ সারিয়াহ্‌ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثَلَاثًا وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথম সারিতে নামায পড়ুয়াদের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট তিন তিন বার ক্ষমা প্রার্থনা ও দো'আ করতেন। আর দ্বিতীয় সারিতে নামায পড়ুয়াদের জন্য শুধুমাত্র এক বার। (নাসায়ী, হাদীস ৮০৮)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَلِلثَّانِي مَرَّةً

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথম সারিতে নামায পড়ুয়াদের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার

নিকট তিন তিন বার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। আর দ্বিতীয় সারিতে নামায পড়ুয়াদের জন্য শুধুমাত্র এক বার। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১০০৫)

চ. আল্লাহ্ তা'আলা নিজ ফিরিশ্তাগণের নিকট জামাতের সারিগুলোতে একে অপরের সাথে মিলে মিলে দাঁড়ানো লোকদের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণও তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও দো'আ করেন।

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা নিজ ফিরিশ্তাগণের নিকট জামাতের সারিগুলোতে একে অপরের সাথে মিলে মিলে দাঁড়ানো লোকদের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণও তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও দো'আ করেন। আর কেউ সারিগুলোর কোন খালিস্থান পূরণ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার সম্মান আরো বাড়িয়ে দেন। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১০০৪ আহ্মাদ্, হাদীস ২৩৪৪৬, ২৪৫৮৭ ইব্নু খুযাইমাহ্, হাদীস ১৫৫০)

ছ. জামাতের সারিগুলোতে একে অপরের সাথে মিলে মিলে দাঁড়ালে আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে তাঁর বিশেষ সুসম্পর্ক রক্ষা করবেন। আর দূরে দূরে দাঁড়ালে আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে তাঁর বিশেষ সুসম্পর্ক ছিন্ন করবেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ

অর্থাৎ জামাতের সারিগুলোতে একে অপরের সাথে মিলে মিলে দাঁড়ালে আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে তাঁর বিশেষ সুসম্পর্ক রক্ষা করবেন। আর দূরে দূরে দাঁড়ালে আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে তাঁর বিশেষ সুসম্পর্ক ছিন্ন করবেন। (আবু দাউদ, হাদীস ৬৬৬)

১৩. কারোর "আমীন" বলা ফিরিশ্তাগণের "আমীন" বলার সাথে মিলে গেলে আল্লাহ্ তা'আলা তার পূর্বেকার সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন এবং তাকে ভালোবাসবেন।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْـمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অর্থাৎ যখন ইমাম সাহেব "আমীন" বলবেন তখন তোমরাও "আমীন" বলবে। কারণ, যার "আমীন" বলা ফিরিশ্তাগণের "আমীন" বলার সাথে মিলে যাবে তার পূর্বেকার সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারী, হাদীস ৭৮০ মুসলিম, হাদীস ৪১০ আবু দাউদ, হাদীস ৯৩৬ তিরমিযী, হাদীস ২৩২)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

إِذَا قَالَ الْإِمَـامُ ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ﴾ فَقُولُـوا آمِـينَ فَإِنَّـهُ مَـنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْـمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অর্থাৎ যখন ইমাম সাহেব ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ﴾ বলবেন তখন তোমরা "আমীন" বলবে। কারণ, যার "আমীন" বলা ফিরিশ্তাগণের "আমীন" বলার সাথে মিলে যাবে তার পূর্বেকার সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারী, হাদীস ৭৮২ মুসলিম, হাদীস ৪১০ আবু দাউদ, হাদীস ৯৩৫)

আবু মূসা আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিয়ে তিনি আমাদেরকে নামায ও সুন্নাত শিক্ষা দিয়েছেন তিনি তাঁর খুৎবায় বলেন:

إِذَا صَـلَّيْتُمْ فَـأَقِيمُوا صُـفُوفَكُمْ ثُـمَّ لْيَـؤُمَّكُمْ أَحَـدُكُمْ فَـإِذَا كَـبَّرَ فَكَبِّـرُوا وَإِذَا قَـالَ: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ﴾ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمْ اللهُ

অর্থাৎ যখন তোমরা নামায পড়তে যাবে তখন তোমরা নামাযের সারিগুলো সোজা করে নিবে অতঃপর তোমাদের মধ্যকার যে কোন একজন ইমামতি করবেন। যখন তিনি "আল্লাহু আক্বার" বলবেন তখন তোমরাও "আল্লাহু আক্বার" বলবে। আর যখন তিনি

﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ﴾ বলবেন তখন তোমরা "আমীন" বলবে। তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। (মুসলিম, হাদীস ৪০৪ আবু দাউদ, হাদীস ৯৭২)

জামাতে নামায পড়তে যাওয়ার ফযীলত:

জামাতে নামায পড়তে যাওয়া একটি মহান ইবাদাত। যার অনেকগুলো ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যার কিয়দংশ নিম্নরূপ:

১. সর্বদা মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ পড়তে ব্যাকুল ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার আর্‌শের নিচে ছায়া পাবে:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ تَعَالَى فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَـدْلٌ، وَشَـابٌّ نَـشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِيْ الْـمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِيْ اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَـا عَلَيْـهِ، وَرَجُـلٌ دَعَتْـهُ امْـرَأَةٌ ذَاتُ مَنْـصِبٍ وَجَمَـالٍ فَقَـالَ: إِنِّيْ أَخَـافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُـهُ، وَرَجُـلٌ ذَكَـرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

অর্থাৎ সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন আর্‌শের নিচে ছায়া দিবেন যে দিন আর কোন ছায়া থাকবে না। প্রথম শ্রেণী হচ্ছে এমন রাষ্ট্রপতি যিনি সর্বদা ইন্‌সাফের উপরই প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে এমন যুবক যে ছোট থেকেই আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাতের উপর বেড়ে উঠেছে। তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথেই লাগানো। চতুর্থ শ্রেণী হচ্ছে এমন দু' ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই একে অপরকে ভালোবেসেছে। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই তারা পরস্পর একত্রিত হয় এবং তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। পঞ্চম শ্রেণী হচ্ছে এমন পুরুষ যাকে কোন প্রভাবশালী সুন্দরী মহিলা ব্যভিচারের জন্য ডাকছে ; অথচ সে বলছেঃ আমি তা করতে পারবো না। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় পাচ্ছি। ষষ্ট শ্রেণী হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে এরূপ লুক্কায়িতভাবে সাদাকা করেছে যে, তার বাম হাত জানছে না তার ডান কি সাদাকা করছে। সপ্তম শ্রেণী হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে একাকীভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কথা স্মরণ করে দু' চোখের পানি প্রবাহিত করছে। (বুখারী, হাদীস ১৪২৩ মুসলিম, হাদীস ১০৩১)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْـمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ

অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথেই লাগানো থাকে যখন সে মসজিদ থেকে বের হয় যতক্ষণ না সে মসজিদে ফিরে আসে।

মসজিদের সাথে অন্তর লেগে থাকা মানে মসজিদকে অধিক ভালোবাসা এবং তাতে জামাতে নামায পড়ার প্রতি অধিক নিষ্ঠাবান হওয়া। এর মানে দুনিয়ার সকল কাজ বাদ দিয়ে মসজিদে সর্বদা বসে থাকা নয়।

২. জামাতে নামায পড়ার জন্য মসজিদে যাওয়া মসজিদগামী ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি, গুনাহ্ মাফ ও অধিক সাওয়াব লাভের একটি বিশেষ মাধ্যম।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন:

وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمَدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً

অর্থাৎ যে কেউ সুন্দরভাবে পবিত্রতার্জন করে মসজিদগামী হয় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে প্রতি কদমের বদৌলতে একটি করে পুণ্য দিবেন ও একটি করে তার মর্যাদা উন্নীত করবেন এবং একটি করে তার গুনাহ মুছে দিবেন। (মুসলিম, হাদীস ৬৫৪ আবু দাউদ, হাদীস ৫৫০)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

وَذلِكَ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً

অর্থাৎ আর তা এ ভাবে যে, তোমাদের কেউ যদি ভালোভাবে ওযু করে শুধুমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদে আসে তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তার প্রতি কদমের বদৌলতে একটি করে মর্যাদা উন্নীত করবেন এবং একটি করে গুনাহ মুছে দিবেন। (বুখারী, হাদীস ৬৪৭ মুসলিম, হাদীস ৬৪৯)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ ঘরে পবিত্রতার্জন করে কোন ফরয নামায আদায়ের জন্য মসজিদে গেলো তার প্রতি দু' কদমের একটি এক একটি

করে তার গুনাহ্ মুছে দিবে আর অপরটি এক একটি করে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবে। (মুসলিম, হাদীস ৬৬৬)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُوْ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوْا: بَلَى، يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে এমন কিছু 'আমলের সংবাদ দেবো কি? যা সম্পাদন করলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন ও মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। সাহাবাগণ বললেন: হাঁ, হে আল্লাহ্'র রাসুল! উত্তরে তিনি বললেন: কষ্টের সময় ওযুর অঙ্গগুলো ভালভাবে ধৌত করবে, মসজিদের প্রতি অধিক পদক্ষেপণ করবে এবং এক নামায শেষে অন্য নামাযের জন্য অপেক্ষায় থাকবে। পরিশেষে তিনি বলেন: এগুলো যেন একটি প্রতিরক্ষা বাহিনীরই কাজ। এগুলো যেন একটি প্রতিরক্ষা বাহিনীরই কাজ। (মুসলিম, হাদীস ২৫১ তিরমিযী, হাদীস ৫১ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৪৩৩)

৩. জামাতে নামায পড়ার জন্য মসজিদে গেলে যেমনিভাবে মসজিদগামী ব্যক্তির মসজিদে যাওয়ার প্রতিটি কদম তার আমলনামায় লেখা হবে তেমনিভাবে তার মসজিদ থেকে ঘরে ফেরার প্রতিটি কদমও তার আমলনামায় লেখা হবে।

উবাই বিন্ কা'ব্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি যার বাড়ি ছিলো মসজিদ থেকে সব চাইতে বেশি দূরে ; অথচ তার কোন জামাতের নামাযই কখনো হাত ছাড়া হতো না। তাকে বলা হলো অথবা আমিই তাকে একদা বললাম: তুমি যদি একটি গাধা কিনে নিতে তা হলে রাতের অন্ধকারে এবং দিনের প্রখর তাপে তাতে চড়ে মসজিদে আসতে পারতে। উত্তরে সে বললোঃ আমি চাই না যে আমার ঘরটি মসজিদের পাশেই হোক। বরং আমি চাই যে, আমার মসজিদে আসা-যাওয়ার প্রতিটি কদম আমার আমলনামায় লিখা হোক। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার প্রতিটি কদমই তোমার আমলনামায় সংরক্ষণ করেছেন। (মুসলিম, হাদীস ৬৬৩)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ

অর্থাৎ তুমি সাওয়াবের আশায় যতগুলো কদম ফেলেছো তার সাওয়াব অবশ্যই পাবে।

আবু মূসা আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى فَأَبْعَدُهُمْ وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ

অর্থাৎ সে ব্যক্তিই জামাতে নামায পড়ার সাওয়াব সব চাইতে বেশি পাবে যাকে জামাতের নামাযে উপস্থিত হওয়ার জন্য সব চাইতে বেশি দূরের পথ পাড়ি দিতে হয়। অতঃপর যাকে আরো দূরের পথ পাড়ি দিতে হয় তার সাওয়াব আরো বেশি। আর যে ব্যক্তি ইমামের সাথে জামাতে নামায পড়ার অপেক্ষায় থাকে তার সাওয়াব অনেক বেশি ওর চাইতে যে ঘরে একাকী নামায পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে। (বুখারী, হাদীস ৬৫১ মুসলিম, হাদীস ৬৬২)

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা মসজিদের আশপাশের এলাকাগুলো খালি হয়ে গিয়েছিলো। তখন সালিমাহ্ গোত্রের লোকেরা মসজিদের পাশেই স্থানান্তরের চিন্তা-ভাবনা করছিলো। উক্ত ব্যাপারটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কর্ণগোচর হলে তিনি তাদেরকে বললেন:

إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ فَقَالَ يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ

অর্থাৎ আমার কাছে খবর এসেছে তোমরা না কি মসজিদের আশপাশেই স্থানান্তর হতে চাচ্ছো? তারা বললোঃ জি হ্যাঁ। হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! আমরা তাই চাচ্ছিলাম। তখন তিনি বললেন: হে সালিমাহ্ গোত্রের লোকেরা! তোমরা নিজ স্থানেই অবস্থান করো। সেখান থেকে কোথাও স্থানান্তিতর হয়ো না। তোমাদের প্রতিটি কদমই তোমাদের আমলনামায় লেখা হবে। তোমরা নিজ স্থানেই অবস্থান করো। সেখান থেকে কোথাও

স্থানান্তরিত হয়ো না। তোমাদের প্রতিটি কদমই তোমাদের আমলনামায় লেখা হবে। (বুখারী, হাদীস ৬৫৬ মুসলিম, হাদীস ৬৬৫)

৪. ভালোভাবে ওযু করে জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে গেলে মসজিদগামী ব্যক্তির সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়:

’উস্মান বিন্ ’আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْـمَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভালোভাবে ওযু করে ফরয নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে গিয়ে মানুষের সাথে অথবা জামাতে অথবা মসজিদে নামায আদায় করলো আল্লাহ্ তা’আলা তার সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। (মুসলিম, হাদীস ২৩২)

৫. যে ব্যক্তি জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে আসা-যাওয়া করে আল্লাহ্ তা’আলা তার জন্য জান্নাতে সকাল ও সন্ধ্যায় এক বিশেষ আপ্যায়নের ব্যবস্থা করবেন:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে আসা-যাওয়া করলো আল্লাহ্ তা’আলা তার জন্য জান্নাতে সকাল ও সন্ধ্যা বেলায় এক বিশেষ আপ্যায়নের ব্যবস্থা করবেন। (বুখারী, হাদীস ৬৬২ মুসলিম, হাদীস ৬৬৯)

৬. ভালোভাবে ওযু করে জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে গেলে জামাত না পেলেও জামাতের সাওয়াব অবশ্যই পাওয়া যাবে:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভালোভাবে ওযু করে মসজিদে গেলো অতঃপর দেখলো মানুষ নামায পড়ে ফেলেছে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নামায পড়ুয়াদের ন্যায় জামাতের সাওয়াব দিয়ে দিবেন। এমনকি তাদের সাওয়াবে একটুও ঘাটতি করা হবে না। (আবু দাউদ, হাদীস ৫৬৪)

৭. কেউ নিজ ঘরে ওযু করে জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে গেলে তাকে নামাযরত বলেই গণ্য করা হবে যতক্ষণ না সে আবার নিজ ঘরে ফিরে আসেঃ

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِيْ بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِيْ صَلاَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ فَلاَ يَقُلْ هَكَذَا : وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ নিজ ঘরে ওযু করে মসজিদের দিকে রওয়ানা করে তখন তাকে নামাযরত বলেই গণ্য করা হয় যতক্ষণ না সে আবার ঘরে ফিরে আসে। সুতরাং সে যেন হাতের আঙ্গুলগুলোকে একটির মধ্যে আরেকটি ঢুকিয়ে না দেয়। (ইব্নু খুযাইমাহ্, হাদীস ৪৩৯, ৪৪৭ 'হাকিম, হাদীস ৭৪৪)

৮. কেউ নিজ ঘর থেকে পবিত্রতার্জন করে জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে গেলে তাকে একজন ইহ্রামরত হাজীর সাওয়াব দেয়া হবেঃ

আবু উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ ঘর থেকে পবিত্রতার্জন করে কোন ফরয নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হয় তার সাওয়াব হবে একজন ইহ্রামরত হাজীর ন্যায়। (আবু দাউদ, হাদীস ৫৫৮)

৯. জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে নিজ ঘর থেকে বের হওয়া ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার জিম্মায় থাকেনঃ

আবু উমামাহ্ বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ

ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

অর্থাৎ তিন জাতীয় ব্যক্তির দায়-দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি নিজ হাতেই নিয়ে থাকেন। তার মধ্যে এক জন হচ্ছে যে ব্যক্তি আল্লাহ্'র পথে যুদ্ধের জন্য বের হয় সে আল্লাহ্ তা'আলার জিম্মায় থাকে যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয় অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান অথবা তাকে সাওয়াব ও যুদ্ধলব্ধ মাল সহ ঘরে ফিরিয়ে দেন। আর দ্বিতীয় জন হচ্ছে যে ব্যক্তি (জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে) মসজিদের দিকে বের হয় সেও আল্লাহ্ তা'আলার জিম্মায় থাকে যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয় অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান অথবা তাকে সাওয়াব ও লাভ সহ ঘরে ফিরিয়ে দেন। আর তৃতীয় জন হচ্ছে যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে অথবা ফিতনার ভয়ে ঘরের বাইরে না গিয়ে একান্ত নিজ ঘরেই সর্বদা অবস্থান করে ইবাদাতে নিমগ্ন থাকে সেও আল্লাহ্ তা'আলার জিম্মায় থাকে। (আবু দাউদ, হাদীস ২৪৯৪)

১০. জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে পায়ে হেঁটে যাওয়ার আমলটুকু দ্রুত লেখা ও আকাশের দিকে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটবর্তী ফিরিশ্তাগণ পরস্পর প্রতিযোগিতা করে, উহার মর্যাদা ও ফযীলত নিয়ে পরস্পর কথোপকথন করে এবং তা নিয়ে তাঁরা মানুষের সাথে ঈর্ষা করেঃ

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَتَانِي اللَّيْلَةَ رَبِّيْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيْ أَحْسَنِ صُوْرَةٍ، قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: فِيْ الْمَنَامِ، فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! هَلْ تَدْرِي فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ أَوْ قَالَ: فِي نَحْرِيْ، فَعَلِمْتُ مَا فِيْ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! هَلْ تَدْرِي فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟

قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فِيْ الْكَفَّارَاتِ، وَالْكَفَّارَاتُ: الْـمُكْثُ فِي الْـمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ، وَالْـمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِيْ الْـمَكَارِهِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

অর্থাৎ আমার প্রভু এক সুন্দর অবয়বে গত রাত্রিতে আমার নিকট আসলেন। বর্ণনাকারী বলেন: আমার ধারণা, রাসূল ﷺ বললেন: তা ছিলো একান্ত স্বপ্ন যোগে। অতঃপর আমার প্রভু বললেন: হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জানো? কি নিয়ে আমার নিকটবর্তী সম্মানিত ফিরিশ্‌তাগণ প্রতিযোগিতা, আলোচনা ও ঈর্ষা করে। আমি বললাম: না। আমি জানি না। তখন তিনি নিজ হাতখানা আমার দু' কাঁধের মাঝখানে তথা পিঠে রাখলেন। এমনকি আমি উহার ঠাণ্ডাটুকু আমার বুকেও অনুভব করলাম। অতঃপর আমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব কিছুই জানতে পারলাম। তখন আমার প্রভু বললেন: হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জানো? কি নিয়ে আমার নিকটবর্তী সম্মানিত ফিরিশ্‌তাগণ প্রতিযোগিতা, আলোচনা ও ঈর্ষা করে। আমি বললাম: হ্যাঁ। আমি এখন তা জানি। বর্ণনাকারী বলেন: তিনি বললেন: কাফ্‌ফারা তথা ব্যক্তির গুনাহ্‌গুলো মুছে দেয়ার বিষয় সমূহ নিয়ে। কাফ্‌ফারার বিষয়গুলো হলো: ফরয নামাযগুলো শেষ হওয়ার পর মসজিদে কিছুক্ষণ অবস্থান করা, জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং ওযুর সময় পানি পৌঁছানো কষ্টকর এমন অঙ্গগুলো ভালোভাবে ধৌত করা। যে ব্যক্তি এ কাজগুলো ভালোভাবে সম্পাদন করলো সে তার জীবদ্দশায় কল্যাণকর জীবন যাপন করবে এবং তার মৃত্যুও হবে কল্যাণকর। তদুপরি সে তার পাপ সমূহ থেকে এমনিভাবে মুক্ত হবে যেন সে আজ নিজ মায়ের গর্ভ থেকে নিষ্পাপ ভূমিষ্ঠ হলো। (তিরমিযী, হাদীস ৩২৩৩, ৩২৩৪, ৩২৩৫)

১১. জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদগামী হওয়া দুনিয়া ও আখিরাতের সমূহ কল্যাণ প্রাপ্তির এক বিশেষ মাধ্যম।

উপরোক্ত হাদীসটি এর বিশেষ প্রমাণ। যাতে বলা হয়েছে,

وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ কাজগুলো ভালোভাবে সম্পাদন করলো সে তার জীবদ্দশায় কল্যাণকর জীবন যাপন করবে এবং তার মৃত্যুও হবে কল্যাণকর।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴾

অর্থাৎ যে কোন পুরুষ ও নারী ঈমানদার অবস্থায় সৎ কাজ করে তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র ও আনন্দময় জীবন দান করবো এমনকি তাদেরকে দেবো তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিদান। (না'হ্ল : ৯৭)

১২. নিজ ঘরে ওযু করে জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে আগমনকারীকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে সম্মানিত করেন:

সাল্মান ফার্সী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ تَوَضَّأَ فِيْ بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْـمَسْجِدَ فَهُوَ زَائِرُ اللهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْـمَزُوْرِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ ঘরে ভালোভাবে ওযু করে (জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে) মসজিদে আসে সে আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত সাক্ষাৎ পিয়াসি। আর যার সাক্ষাৎ কামনা করা হচ্ছে তার দায়িত্ব হবে তার একান্ত সাক্ষাৎ পিয়াসির সম্মান করা। (ত্বাবারানী/কবীর, হাদীস ৬১৩৯, ৬১৪৫ ইব্নু আবী শাইবাহ্, হাদীস ১৬৪৬৫)

'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

الْـمَسَاجِدُ بُيُوتُ اللهِ فِي الأَرْضِ، وَحَقٌّ عَلَى الْـمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ

অর্থাৎ মসজিদগুলো পৃথিবীতে আল্লাহ্'র ঘর। আর যার সাক্ষাৎ কামনা করা হচ্ছে তার দায়িত্ব হবে তার একান্ত সাক্ষাৎ পিয়াসির সম্মান করা। (ইব্নু আবী শাইবাহ্, হাদীস ৩৫৭৫৮)

১৩. জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে কেউ ভালোভাবে ওযু করে মসজিদে গেলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দেখে অত্যন্ত খুশি হোন যেমনিভাবে দীর্ঘ দিন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে দেখে তার পরিবার খুশি হয়:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ وَيُسْبِغُهُ ثُمَّ يَأْتِيْ الْـمَسْجِدَ لاَ يُرِيْدُ إِلاَّ

الصَّلاَةَ فِيْهِ إِلاَّ تَبَشْبَشَ اللهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ

অর্থাৎ কেউ সুন্দরভাবে পরিপূর্ণ ওযু করে জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে আসলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দেখে অত্যন্ত খুশি হোন যেমনিভাবে দীর্ঘ দিন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে দেখে তার পরিবার খুশি হয়। (ইব্নু খুযাইমাহ্, হাদীস ১৪৯১)

১৪. জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে অন্ধকারে মসজিদের দিকে রওয়ানা করলে কিয়ামতের দিন প্রয়োজনের সময় পরিপূর্ণ আলোর সন্ধান মিলবে:

বুরাইদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

بَشِّرْ الْـمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْـمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ অন্ধকারে মসজিদগামী ব্যক্তিদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ আলোর সুসংবাদ দাও। (আবু দাউদ, হাদীস ৫৬১ তিরমিযী, হাদীস ২২৩)

জামাতে নামায পড়তে যাওয়ার নিয়মকানুন:

জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে যাওয়ার অনেকগুলো নিয়মকানুন রয়েছে যা নিম্নরূপ:

১. নিজ ঘর থেকেই ভালোভাবে ওযু করে নিবে:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন:

وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمَدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْـمَسَاجِدِ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً

অর্থাৎ যে কেউ সুন্দরভাবে পবিত্রতার্জন করে মসজিদগামী হয় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে প্রতি কদমের বদৌলতে একটি করে পুণ্য দিবেন ও একটি করে তার মর্যাদা উন্নীত করবেন এবং একটি করে তার গুনাহ মুছে দিবেন। (মুসলিম, হাদীস ৬৫৪ আবু দাউদ, হাদীস ৫৫০)

২. মসজিদে আসার আগে দুর্গন্ধময় যে কোন জিনিস খাওয়া বা ব্যবহার করা থেকে অবশ্যই দূরে থাকবে:

জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি রসুন অথবা পিয়াজ খেলো সে যেন আমরা কিংবা আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে। তথা ঘরে বসে থাকে। (বুখারী, হাদীস ৮৫৫ মুসলিম, হাদীস ৫৬৪)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পিয়াজ, রসুন ও কুর্‌রাস (পিয়াজ জাতীয় সমঘ্রাণের এক প্রকার উদ্ভিদ) খেলো সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কারণ, আদম সন্তান যে জিনিসে কষ্ট পায় তাতে ফিরিশ্‌তাগণও কষ্ট পান।

৩. সাধ্য মতো সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ পরেই মসজিদে আসবেঃ

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ ﴾

অর্থাৎ হে আদম সন্তানরা! তোমরা (জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে) যে কোন মসজিদের নিকটবর্তী হতে চাইলে সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করবে। (আ'রাফ : ৩১)

আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ মাস্‌'ঊদ্‌ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকেই ভালোবাসেন। (মুসলিম, হাদীস ৯১)

৪. ঘর থেকে বের হওয়ার দো'আগুলো পড়ে নিবে এবং শুধুমাত্র নামাযের নিয়্যাতেই ঘর থেকে বের হবেঃ

ঘর থেকে বের হওয়ার দো'আগুলো নিম্নরূপঃ

আনাস্‌ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ قَالَ: يُقَالُ حِينَئِذٍ : هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِيْنُ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ : كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ

অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলে: بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ যার অর্থ: আল্লাহ্ তা'আলার নামে এবং তাঁর উপর ভরসা করেই ঘর থেকে বের হচ্ছি। কোন অন্যায় কাজ থেকে বাঁচার শক্তি এবং কোন পুণ্যময় কাজ করার ক্ষমতা একমাত্র তিনিই দিয়ে থাকেন। রাসূল ﷺ বলেন: তখন (উক্ত দো'আ পড়ে ঘর থেকে বের হওয়া ব্যক্তিকে) বলা হয়: তুমি হিদায়াতপ্রাপ্ত, তোমার জন্য তা একেবারেই যথেষ্ট উপরন্তু তুমি একান্ত নিরাপদ। তখন শয়তানগুলো তার কাছ থেকে সরে যায়। আর তখন অন্য শয়তান তাকে বলে: এমন ব্যক্তিকে নিয়ে তোমার আর কিই বা করার আছে যে হিদায়াতপ্রাপ্ত, যার জন্য উক্ত দো'আই যথেষ্ট এবং যে নিরাপদ। (আবু দাউদ, হাদীস ৫০৯৫ তিরমিযী, হাদীস ৩৪২৬)

উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

مَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ بَيْتِيْ قَطُّ إِلاَّ رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ যখনই আমার ঘর থেকে বেরিয়েছেন তখনই তিনি আকাশের দিকে চোখ উঁচিয়ে বলেছেন: **اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ** যার অর্থ: হে আল্লাহ্! আমি নিশ্চয়ই আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি পথ ভ্রষ্টতা থেকে কিংবা অন্যকে পথ ভ্রষ্ট করানো থেকে, পদস্খলন থেকে কিংবা অন্যকে পদস্খলন করানো থেকে, যুলুম থেকে কিংবা অন্যের উপর যুলুম করা থেকে এবং মূর্খতা থেকে কিংবা অন্যের সাথে মূর্খতা প্রদর্শন থেকে। (আবু দাউদ, হাদীস ৫০৯৪ তিরমিযী, হাদীস ৩৪২৭ ইব্‌নু মাজাহ্, হাদীস ৩৮৮৪)

একদা 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) তাঁর খালা ও রাসূল ﷺ এর স্ত্রী মাইমূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) এর কাছে রাত্রি যাপন করেছেন। তখন তিনি রাসূল ﷺ কে ঘর থেকে নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে বের হওয়ার সময় নিম্নোক্ত দো'আ পড়তে শুনেছেন:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا، وَمِنْ أَمَامِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ

فَوْقِيْ نُوْرًا، وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا، وَعَنْ يَمِينِيْ نُوْرًا، وَعَنْ شِمَالِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا، وَأَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا، وَعَظِّمْ لِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ لِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْنِيْ نُوْرًا، اللَّهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ عَصَبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ لَحْمِي نُوْرًا، وَفِيْ دَمِي نُوْرًا، وَفِيْ شَعَرِيْ نُوْرًا، وَفِيْ بَشَرِيْ نُوْرًا

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আপনি আমার অন্তরে আলো দিন, আমার জিহ্বায় আলো দিন, আমার শ্রবণ শক্তিতে আলো দিন, আমার দৃষ্টি শক্তিতে আলো দিন, আমার পেছনে আলো দিন, আমার সামনে আলো দিন, আমার উপরে আলো দিন, আমার নিছে আলো দিন, আমার ডানে আলো দিন, আমার বাঁয়ে আলো দিন, আমার প্রবৃত্তিতে আলো দিন, আমার আলো আরো অনেক বাড়িয়ে দিন, আমার জন্য আলো দিন, আমাকে আলোময় বানিয়ে দিন, আমাকে আলো দিন, আমার স্নায়ুতে আলো দিন, আমার গোস্তে আলো দিন, আমার রক্তে আলো দিন, আমার চুলে আলো দিন, এমনকি আমার শরীরের চামড়ায়ও আলো দিন। (বুখারী, হাদীস ৬৩১৬ মুসলিম, হাদীস ৭৬৩)

৫. মসজিদের দিকে যাওয়ার সময় আঙ্গুলগুলোর একটিকে অপরটিতে ঢুকিয়ে দিবে না এমনকি নামাযেও নয়:

কা'ব্ বিন্ 'উজ্‌রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِيْ صَلَاةٍ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ ভালোভাবে ওযু করে জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে বেরুলে সে যেন আঙ্গুলগুলোর একটিকে অপরটিতে ঢুকিয়ে না দেয়। কারণ, সে তো তখন যেন নামাযেই রয়েছে। (তিরমিযী, হাদীস ৩৮৭ আবু দাউদ, হাদীস ৫৬২)

৬. ধীরে-সুস্থে মসজিদের দিকে রওয়ানা করবে:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

অর্থাৎ যখন তোমরা নামাযের ইক্বামত শুনো তখন তোমরা ধীরে-সুস্থে তথা ভদ্রতার সাথে নামাযের দিকে রওয়ানা করো। তোমরা অতি দ্রুত নামাযের দিকে যেও না। অতঃপর তোমরা যতোটুকু নামায ইমাম সাহেবের সাথে পাও পড়ে নাও। আর বাকিটুকু পুরা করে নাও। (বুখারী, হাদীস ৬৩৬, ৯০৮ মুসলিম, হাদীস ৬০২)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوْهَا تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

অর্থাৎ যখন নামাযের ইক্বামত দেয়া হয় তখন তোমরা নামাযের দিকে দৌড়ে এসো না। বরং ধীরে-সুস্থে হেঁটে এসো। অতঃপর ইমাম সাহেবের সাথে যতোটুকু নামায পাও পড়ে নাও। আর বাকিটুকু পুরা করে নাও।

৭. মসজিদে ঢুকার আগে নিজের জুতো-জোড়া ভালোভাবে দেখে নিবে এবং তাতে নাপাক দেখলে মাটি দিয়ে ঘষে নিবে:

আবু সাঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِيْ نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ মসজিদে আসে তখন সে যেন তার জুতো জোড়া ভালোভাবে দেখে নেয়। অতঃপর সে যদি তাতে কোন নাপাক বা ময়লা দেখতে পায় তা হলে সে যেন তা কোন কিছু দিয়ে মুছে ফেলে এবং উক্ত জুতো পরেই নামায পড়ে। (আবু দাউদ, হাদীস ৬৫০ ইব্নু খুযাইমাহ্, হাদীস ১০১৭)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلَيْهِ الأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ নিজ জুতো দিয়ে নাপাক মাড়ায় তখন মাটিই তার জন্য পবিত্রতা। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৫)

৮. মসজিদে ঢুকার সময় ডান পা আগে বাড়িয়ে দিবে এবং নিম্নোক্ত দো'আগুলো পড়ে নিবেঃ

بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৬৫ ইব্নুস্-সুন্নী, হাদীস ৮৮)

أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

আবু 'হুমাইদ্ কিংবা আবু উসাইদ্ সা'ঈদী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর সালাম পাঠায়। অতঃপর বলে: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ যার অর্থ: হে আল্লাহ্! আপনি আমার জন্য আপনার রহ্মতের দরোজাগুলো খুলে দিন। আর যখন সে মসজিদ থেকে বের হয় তখন সে যেন বলে: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ যার অর্থ: হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট সমূহ কল্যাণ কামনা করি। (আবু দাউদ, হাদীস ৪৬৫)

ফাত্বিমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوبِيْ، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ

অর্থাৎ যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন তিনি বলতেন: بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوبِيْ، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

যার অর্থ: আল্লাহ্'র নামে প্রবেশ করছি এবং আল্লাহ্'র রাসূলের উপর যথাযোগ্য সালাম বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ্! আপনি আমার সকল গুনাহ্ ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার রহ্মতের সকল দরোজা খুলে দিন। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৭৭৮)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন নবী ﷺ মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন:

أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থাৎ মহান আল্লাহ্, তাঁর সম্মানিত সত্তা ও চির ক্ষমতার আশ্রয় চাচ্ছি বিতাড়িত শয়তান থেকে। (আবু দাউদ, হাদীস ৪৬৬)

৯. মসজিদে ঢুকে আশপাশের লোকগুলো শুনতে পায় এমন স্বরে তাদেরকে সালাম করবে:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

অর্থাৎ তোমরা কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা খাঁটি ঈমানদার হবে। আর কখনো তোমরা খাঁটি ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমাদের মাঝে পরস্পর ভালোবাসা ও সৌহার্দ জন্ম নিবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজ শিখিয়ে দেবো না যা করলে তোমরা একে অপরকে ভালোবাসবে। তোমরা নিজেদের মাঝে সালামের বিপুল বিস্তার ঘটাও। (মুসলিম, হাদীস ৫৪)

'আম্মার বিন্ ইয়াসির (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) বলেন:

ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ : الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ وَالْإِنْفَاقُ مِنْ الْإِقْتَارِ

অর্থাৎ তিনটি জিনিস যার মধ্যে এর সবগুলোই থাকবে সেই হচ্ছে পরিপূর্ণ ঈমানদার। সেগুলো হচ্ছে, নিজের ব্যাপারে ইন্সাফ প্রতিষ্ঠা করা, সবাইকে সালাম দেয়া এবং নিজের প্রচুর প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও ধন-সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলার পথে ব্যয় করা। (বুখারী/কিতাবুল-ঈমান/বাবু ইফ্শায়িস্-সালাম)

১০. মসজিদে ঢুকার সময়টি কোন ফরয নামাযের সময় না হয়ে থাকলে অন্ততপক্ষে দু’ রাক্’আত তাহিয়্যাতুল্-মাস্জিদের নামায পড়ে নিবে। আর তা কোন ফরয নামাযের সময় হয়ে থাকলে তদুপরি নিজ ঘরে সে নামাযের নিয়মিত সুন্নাতটুকু না পড়ে থাকলে উক্ত সুন্নাতটুকু মসজিদেই পড়ে নিবে। এতে করে মসজিদে ঢুকে দু’ রাক্’আত তাহিয়্যাতুল্-মাস্জিদের নামায পড়ার দায়িত্বটুকু আদায় হয়ে যাবে। আর সে নামাযের নিয়মিত সুন্নাতটুকু নিজ ঘরে পড়ে থাকলে মসজিদে এসে শুধু দু’ রাক্’আত তাহিয়্যাতুল্-মাস্জিদের নামাযই পড়ে নিবে। এমনকি সে নামাযের আগে কোন নিয়মিত সুন্নাত না থাকলে কমপক্ষে সে নামাযের আযান ও ইক্বামতের মধ্যকার দু’ রাক্’আত নফল নামাযই আদায় করে নিবে। এতে করে মসজিদে ঢুকে দু’ রাক্’আত তাহিয়্যাতুল্-মাস্জিদের নামায পড়ার দায়িত্বটুকুও আদায় হয়ে যাবে।

আবু ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْـمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন অন্ততপক্ষে দু’ রাক্’আত তাহিয়্যাতুল্-মাস্জিদের নামায আদায় না করে না বসে। (বুখারী, হাদীস ৪৪ মুসলিম, হাদীস ৭১৪)

১১. মসজিদে ঢুকে পায়ের জুতো জোড়া পা থেকে খুলে ফেললে তা দু’ পায়ের মাঝখানে কিংবা জুতো রাখার নির্দিষ্ট জায়গায় রাখবে:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ (মসজিদে) নামায পড়তে এসে নিজ জুতো জোড়া পা থেকে খুলে ফেলে তখন সে যেন তা দিয়ে কাউকে কষ্ট না দেয়। সে যেন জুতো জোড়া নিজ দু’ পায়ের মাঝখানে রাখে অথবা তা পরেই নামায পড়ে। (আবু দাউদ, হাদীস ৬৫৫)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ ؛ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ ؛ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ (মসজিদে) নামায পড়তে আসে তখন সে যেন নিজ জুতো জোড়া পা থেকে খুলে নিজের ডানে কিংবা বাঁয়ে না রাখে। কারণ, তা সে ব্যক্তির বাঁ দিক হলেও তা কিন্তু অন্য মুসল্লির ডান দিক। তবে তার বাঁ দিকে কোন মুসল্লি না থাকলে তা আর অন্য মুসল্লির ডান হচ্ছে না। বরং সে যেন তার জুতো জোড়া নিজ দু’ পায়ের মাঝখানেই রাখে। (আবু দাউদ, হাদীস ৬৫৪)

কারোর পায়ে ফিতা বিশিষ্ট কোন জুতো কিংবা মোজো পরা থাকলে যা পা থেকে খোলা খানিকটা কষ্টকর তা হলে তা পরেই নামায পড়া সুন্নাত। তবে মসজিদে ঢুকার পূর্বে নিজ জুতো জোড়া ভালোভাবে দেখে নিবে। তাতে কোন নাপাক বা ময়লা দেখলে তা অতি সত্বর ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিবে। যাতে করে মসজিদের কার্পেট, পাটি ইত্যাদি নষ্ট না হয়। অতঃপর তা পরেই নামায পড়বে।

শাদ্দাদ্ বিন্ আউস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

خَالِفُوا الْيَهُودَ ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ، وَلَا خِفَافِهِمْ

অর্থাৎ তোমরা ইহুদিদের বিরোধিতা করো। তথা জুতো কিংবা মুজো পরেই নামায পড়ো। কারণ, ইহুদিরা জুতো কিংবা মুজো পরে কখনো নামায পড়ে না। (আবু দাউদ, হাদীস ৬৫২)

১২. নামাযীদের প্রথম সারিতে বিশেষ করে ইমাম সাহেবের ডান দিকে বসার যারপরনাই চেষ্টা করবে। তবে এতে করে কোন মোসলমানকে সামান্যটুকুও কষ্ট দিবে না:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِيْ النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا

অর্থাৎ আযান ও প্রথম সারিতে নামায পড়ায় এতো বেশি সাওয়াব রয়েছে তা যদি মানুষ জানতে পারতো অতঃপর তা পাওয়ার জন্য লটারি দেয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর না থাকতো তা হলে তারা তা পাওয়ার জন্য অবশ্যই লটারি দেয়ারই আয়োজন করতো। (বুখারী, হাদীস ৬১৫ মুসলিম, হাদীস ৪৩৭)

বারা' বিন্ 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ

অর্থাৎ আমরা যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পেছনে নামায পড়তাম তখন আমরা তাঁর ডান দিকে দাঁড়ানো পছন্দ করতাম। তিনি নামায শেষে আমাদের দিকে ফিরে বসতেন। আমি একদা তাঁর মুখ থেকে শুনতে পেলাম তিনি বলছেন: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ যার অর্থ: হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে কিয়ামতের দিনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। যে দিন আপনি আপনার সকল বান্দাহ্কে পুনরুত্থিত তথা কিয়ামতের মাঠে একত্রিত করবেন। (মুসলিম, হাদীস ৭০৯)

১৩. ক্বিব্লামুখী হয়ে বসে কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াত কিংবা যিকির-আয্কার করবে:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّداً وَإِنَّ سَيِّدَ الْمَجَالِسِ قُبَالَةَ الْقِبْلَةِ

অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসেরই একটি উত্তম বা শ্রেষ্ঠ দিক রয়েছে। অতএব বৈঠকের মধ্যে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ বৈঠক হচ্ছে ক্বিব্লামুখী বৈঠক। (ত্বাবারানী/ আওসাত্ব, হাদীস ২৩৫৪)

১৪. ইমাম সাহেব আসা পর্যন্ত নামাযের অপেক্ষার নিয়্যাতেই বসে থাকবে। এমন সময় দীর্ঘক্ষণ ওযু রাখারই চেষ্টা করবে:

কারণ, জামাতে নামায পড়ার জন্য অপেক্ষমান থাকলে ততক্ষণ নফল নামায পড়ারই সাওয়াব পাওয়া যায়। এমনকি নামাযের পূর্বে কিংবা পরে নামাযের জায়গায় বসে থাকলে ফিরিশ্তাগণের দো'আও পাওয়া যায়।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ قُلْتُ : مَا يُحْدِثُ ؟ قَالَ: يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ

অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তিকে নামাযরত বলে ধরে নেয়া হয় যতক্ষণ সে নামাযের জায়গায় বসে নামাযেরই অপেক্ষায় থাকে। আর ফিরিশ্তাগণ তার জন্য এ বলে দো'আ করেন: হে আল্লাহ্! আপনি একে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ্! আপনি একে দয়া করুন। যতক্ষণ না সে উক্ত জায়গা থেকে সরে যায় অথবা ওযু ভঙ্গ হয় এমন কিছু ঘটায়। বর্ণনাকারী আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আমি বললামঃ ওযু ভঙ্গ হয় এমন কিছু ঘটানো মানে? তিনি বললেন: যেমন: বায়ু ত্যাগ করা। (মুসলিম, হাদীস ৬৪৯)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে অন্য আরেকটি বর্ণনায় বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِيْ الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ

অর্থাৎ আর যখন সে মসজিদে প্রবেশ করে তখন তাকে নামাযরত বলেই ধরে নেয়া হয় যখন একমাত্র নামাযই তাকে সেখানে আটকে রাখলো। এমনকি ফিরিশ্তাগণ তোমাদের কারোর জন্য যতক্ষণ সে নামায শেষে নামাযের জায়গায় বসে থাকে এ বলে দো'আ করেন: হে আল্লাহ্! আপনি একে দয়া করুন। হে আল্লাহ্! আপনি একে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ্! আপনি এর তাওবা কবুল করুন। যতক্ষণ না সে মানুষ ও ফিরিশ্তাগণ কষ্ট পায় এবং ওযু ভঙ্গ হয় এমন কিছু ঘটায়।

১৫. কোন ফরয নামাযের ইক্বামত দেয়া হলে তখন শুধু উক্ত ফরয নামাযই আদায় করতে হবে। অন্য কোন সুন্নাত বা নফল নামায নয়:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْـمَكْتُوبَةُ

অর্থাৎ যখন কোন ফরয নামাযের ইক্বামত দেয়া হয় তখন উক্ত ফরয নামায ছাড়া অন্য কোন নামায পড়া যাবে না। (মুসলিম, হাদীস ৭১০)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ সারজিস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের নামায পড়ছিলেন। লোকটি মসজিদে ঢুকেই তার এক পার্শ্বে গিয়ে দু' রাক্'আত নামায আদায় করে অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে জামাতে শরীক হলো। যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযের সালাম ফিরালেন তখন তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

يَا فُلَانُ بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ؟ أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا

অর্থাৎ হে অমুক! তুমি কোন নামাযটিকে ফজরের নামায বলে গণ্য করলে? তোমার একা পড়া দু' রাক্'আত না কি আমাদের সাথে পড়া দু' রাক্'আত? (মুসলিম, হাদীস ৭১২ আবু দাউদ, হাদীস ১২৬৫)

১৬. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে বাড়িয়ে দিবে ; অথচ ঠিক এরই বিপরীতে মসজিদে ঢুকার সময় ডান পাই আগে বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো:

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ : فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যথাসাধ্য প্রতিটি কাজ ডান দিক থেকে শুরু করাই পছন্দ করতেন। পবিত্রতার্জন, মাথা আঁছড়ানো এমনকি জুতো পরায়ও। (বুখারী, হাদীস ৪২৬)

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْـمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى، وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُسْرَى

অর্থাৎ সুন্নাত হচ্ছে, যখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে তখন ডান পা আগে বাড়িয়ে দিয়ে প্রবেশ করবে। আর যখন মসজিদ থেকে বের হবে তখন বাম পা আগে বাড়িয়ে দিয়ে বের হবে। ('হাকিম, হাদীস ৭৯১ বায়হাক্বী, হাদীস ৪৪৯৪)

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করবে:

بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ... اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ

আবু 'হুমাইদ্ কিংবা আবু উসাইদ্ সা'ঈদী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন প্রথমে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর সালাম পাঠায়। অতঃপর বলে: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ যার অর্থ: হে আল্লাহ্! আপনি আমার জন্য আপনার রহ্মতের দরোজাগুলো খুলে দিন। আর যখন সে মসজিদ থেকে বের হয় তখন সে যেন বলে: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ যার অর্থ: হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট সমূহ কল্যাণ কামনা করি। (আবু দাউদ, হাদীস ৪৬৫ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৭৭৯)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন প্রথমে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর সালাম পাঠায় অতঃপর বলে: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ যার অর্থ: হে আল্লাহ্! আপনি আমার জন্য আপনার রহ্মতের দরোজাগুলো

খুলে দিন। আর যখন সে মসজিদ থেকে বের হয় তখন সে যেন প্রথমে নবী ﷺ এর উপর সালাম পাঠায় অতঃপর বলে: اللَّهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ যার অর্থ: হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে রক্ষা করুন। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৭৮০)

ফাত্বিমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ

অর্থাৎ যখন রাসূল ﷺ মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন তিনি বলতেন: بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ যার অর্থ: আল্লাহ্'র নামে প্রবেশ করছি এবং আল্লাহ্'র রাসূলের উপর যথাযোগ্য সালাম বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ্! আপনি আমার সকল গুনাহ্ ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার রহ্মতের সকল দরোজা খুলে দিন। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৭৭৮)

জামাত সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসায়িল:

সর্বনিম্ন শুধু দু' জন দিয়েই জামাত সংঘটিত হয়। একজন ইমাম ও একজন মুক্তাদি। চাই উক্ত মুক্তাদি কোন নাবালক ছেলেই হোক অথবা কোন মাহ্রাম মহিলা:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا فِيْ لَيْلَتِهَا فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ مِنْ اللَّيْلِ فَقُمْتُ أُصَلِّيْ مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِيْ فَأَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ

অর্থাৎ আমি একদা আমার খালা ও নবী ﷺ এর স্ত্রী হযরত মাইমূনাহ্ বিন্ত আল-'হারিস্ এর নিকট রাত্রি যাপন করেছি। সে রাত নবী ﷺ তাঁর ঘরেই ছিলেন। নবী ﷺ রাত্রি বেলায় নামায পড়তে উঠলে আমিও তাঁর সাথে নামায পড়ার জন্য উঠলাম। অতঃপর আমি তাঁর বাঁয়েই দাঁড়ালাম। কিন্তু তিনি আমাকে আমার মাথা ধরে তাঁর ডানেই দাঁড় করিয়ে দিলেন। (বুখারী, হাদীস ১১৭, ৬৯৯ মুসলিম, হাদীস ৭৬৩)

মালিক বিন্ 'হুওয়াইরিস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ ﷺ يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا، فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

অর্থাৎ একদা দু' ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট সফরের মানসিকতা নিয়েই দেখা করতে আসলেন। তখন নবী ﷺ এর তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন: যখন তোমরা সফরের উদ্দেশ্যে বের হবে তখন তোমরা (জামাতে নামায পড়ার জন্য) আযান-ইক্বামত দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যিনি বয়স্ক তিনিই তোমাদের ইমামতি করবেন। (বুখারী, হাদীস ৬৩০ মুসলিম, হাদীস ৬৭৪)

প্রয়োজনবশতঃ একজন পুরুষ ও একজন মহিলা নিয়ে যে কোন নামাযের জামাত সংঘটিত হয়:

আবু সা'ঈদ্ ও আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنْ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ كُتِبَا مِنْ الذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ

অর্থাৎ যখন কোন পুরুষ রাত্রি বেলায় জাগে এবং নিজ স্ত্রীকেও জাগায় অতঃপর উভয়ে দু' রাক্'আত নামায পড়ে তখন তাদের উভয়কে আল্লাহ্'র অত্যধিক যিকিরকারী পুরুষ ও অত্যধিক যিকিরকারিণী মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। (আবু দাউদ, হাদীস ১৩০৯ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৩৩৫)

মূলতঃ দু' জন পুরুষে যেমন জামাত হয় তেমনিভাবে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা নিয়েও জামাত হবে। এটিই হচ্ছে একটি মৌলিক বিধান। আর এর বিপরীত কোন প্রমাণ নেই। যে ব্যক্তি তা নিষেধ করবে তাকে

অবশ্যই এর বিপরীত প্রমাণ দিতে হবে। তবে মহিলাটি উক্ত পুরুষের কোন মাহ্‌রাম মহিলা না হলে একান্তে তাদের উভয়ের জামাত শুদ্ধ হবে না।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! امْرَأَتِيْ خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

অর্থাৎ কোন পুরুষ কোন বেগানা মহিলার সাথে কখনো একান্তে অবস্থান করবে না। তবে কোন মাহ্‌রাম মহিলাকে নিয়ে একান্তে অবস্থান করা যায়। জনৈক ব্যক্তি তখন দাঁড়িয়ে বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমার স্ত্রী তো একাকী হজ্জ করতে বেরিয়েছে ; অথচ আমার নামটুকু অমুক যুদ্ধে যাওয়ার জন্য লেখা হয়েছে। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন: তুমি চলে যাও। তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ করো। (বুখারী, হাদীস ১৮৬২ মুসলিম, হাদীস ১৩৪১)

একজন নাবালক ছেলে যেমন ফরয বা নফল নামাযের ইমাম হতে পারে তেমনিভাবে তাকে নিয়ে জামাতের একটি সারিও হতে পারে:

'আমর বিন্ সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমার পিতা বলেন:

جِئْتُكُمْ وَاللهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَقًّا فَقَالَ: صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِيْ حِينِ كَذَا وَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِيْ حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، فَنَظَرُوْا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّيْ، لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُوْنِيْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوْا لِيْ قَمِيصًا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِيْ بِذَلِكَ الْقَمِيصِ

অর্থাৎ আল্লাহ্'র কসম! আমি সত্যিই তোমাদের নিকট নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছ থেকে এসেছি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তোমরা এ নামায এ সময়ে পড়বে এবং ও নামায ও সময়ে পড়বে। যখন নামাযের সময় হবে তখন তোমাদের কোন একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে কুর'আন বেশি জানে

সে ইমামতি করবে। যখন তারা গোত্রের সবার উপর চোখ বুলিয়ে দেখলো তখন তারা আমার চেয়ে বেশি কুর'আন জানে এমন কাউকে খুঁজে পায়নি। কারণ, আমি তো ইতোমধ্যেই পথচারী আরোহীদের থেকে অনেক কিছুই শিখে ফেলেছি। তখন তারা আমাকে ইমামতির জন্য সামনে বাড়িয়ে দিলো। আমার বয়স ছিলো তখন ছয় বা সাত বছর। আমার গায়ে ছিলো তখন একটি চাদর। আমি যখন সেজদায় যেতাম তখন আমার চাদর খানা একটু উপরে চলে আসতো। তখন পাড়ার এক মহিলা বললোঃ তোমরা কি তোমাদের ইমাম সাহেবের পাছা খানা ঢেকে দিবে না। তখন তারা কাপড় কিনে আমাকে একটি জামা সেলাই করে দিলো। তাতে আমি এতো বেশি খুশি হলাম যা ইতিপূর্বে আর কখনো হইনি। (বুখারী, হাদীস ৪৩০২)

উক্ত মজার ঘটনাটি রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশায়ই ঘটেছিলো। তিনি অবশ্যই তা জেনেছেন ও সমর্থন করেছেন। তা না হলে আল্লাহ্ তা'আলা তো তা অবশ্যই জানতেন। যদি তা সঠিকই না হতো তাহলে তিনি অবশ্যই তা ওহী মারফত রাসূল ﷺ কে জানিয়ে দিতেন। কারণ, তখন তো ছিলো বিধান নাযিল হওয়ার যুগ। আর কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম দীর্ঘ সময় একটি ভুলের উপর থাকবেন ; অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তা দেখেও নিরব থাকবেন তা কখনোই হতে পারে না।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّيْ وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِيْ فَقَالَ: قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ بِكُمْ - فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ - فَصَلَّى بِنَا، فَقَالَ رَجُلٌ لِثَابِتٍ: أَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا مِنْهُ؟ قَالَ: جَعَلَهُ عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ دَعَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَقَالَتْ أُمِّيْ: يَا رَسُولَ اللهِ! خُوَيْدِمُكَ ادْعُ اللهَ لَهُ، قَالَ: فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ، وَكَانَ فِيْ آخِرِ مَا دَعَا لِيْ بِهِ أَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ

অর্থাৎ নবী ﷺ একদা আমাদের ঘরে আসলেন। তখন আমাদের ঘরে ছিলাম আমি, আমার আম্মা ও আমার খালা উম্মু 'হারাম। তখন তিনি বললেন: তোমরা দাঁড়িয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে নিয়ে নামায পড়বো। তখন কোন ফরয নামাযের সময় ছিলো না। অতঃপর তিনি আমাদেরকে

নিয়ে নামায পড়লেন। জনৈক ব্যক্তি বর্ণনাকারী হযরত সাবিত (রাহিমাহুল্লাহ) কে জিজ্ঞাসা করলো: আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোন পার্শ্বে ছিলেন? তিনি বলেন: তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ডান পার্শ্বে ছিলেন। অতঃপর তিনি আমাদের ঘরের সকলের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সমূহ কল্যাণের দো'আ করলেন। আমার আম্মু বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি আপনার ছোট খাদেমটির জন্য বিশেষভাবে দো'আ করুন। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার জন্য সমূহ কল্যাণের দো'আ করলেন। তিনি আমার জন্য সর্ব শেষ যে দো'আটি করলেন তা হলো: হে আল্লাহ্! আপনি এর সম্পদ ও সন্তান বাড়িয়ে দিন এবং সেগুলোর মধ্যে বরকত দিন। (মুসলিম, হাদীস ৬৬০)

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন:

أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَأُصَلِّيَ لَكُمْ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ

অর্থাৎ একদা তাঁর দাদী মুলাইকাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য কিছু খানা বানিয়ে তা খাওয়ার জন্য তাঁকে দা'ওয়াত করলেন। তখন তিনি এসে তা খেলেন অতঃপর বললেন: তোমরা দাঁড়িয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে নিয়ে নামায পড়বো। আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আমি একটি পুরাণ পাটির উপর যা দীর্ঘ দিন থাকতে থাকতে কালো হয়ে গিয়েছিলো তার উপর পানি ছিঁটিয়ে দিলাম। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার উপর দাঁড়ালেন এবং আমি ও একজন এতিম তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। আর আমার দাদী আমাদের পেছনে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন আমাদেরকে নিয়ে দু' রাক্'আত নামায পড়লেন। অতঃপর চলে গেলেন। (মুসলিম, হাদীস ৬৫৮)

কেউ কোন নামাযের একটি রাক্'আত জামাতের সাথে পেলেই সে পুরো জামাত পেয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। তবে রুকু' পেলেই কোন রাক্'আত পেয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। নতুবা নয়:

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন নামাযের একটি রাক্'আত (ইমামের সাথে) পেলো সে যেন পুরো নামাযই ইমামের সাথে পেলো। (বুখারী, হাদীস ৫৮০ মুসলিম, হাদীস ৬০৭)

আবু বাক্রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: তিনি একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে রুকু' অবস্থায় পেলে তিনি তখন নামাযের সারিতে না পৌঁছেই সারির পেছনেই রুকু' করে ফেললেন। ব্যাপারটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জানানো হলে তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার নামাযের প্রতি আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিন। তবে এ কাজ তুমি আর কখনো করবে না। তথা সারিতে না পৌঁছেই সারির পেছনে কখনো দ্রুত রুকু' করবে না। (বুখারী, হাদীস ৭৮৩)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

অর্থাৎ যখন তোমরা আমাদেরকে নামাযের সেজ্দাহ্রত অবস্থায় পাও তখন তোমরাও সেজ্দাহ্ করো। তবে উহাকে রাক্'আত হিসেবে ধরবে না। আর যে ব্যক্তি রুকু' তথা রাক্'আত পেলো সে যেন পুরো নামাযই পেলো। (আবু দাউদ, হাদীস ৮৯৩)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে অন্য বর্ণনায় রয়েছে তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الإِمَامُ صُلْبَهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইমাম সাহেব রুকু' থেকে নিজ পিঠ উঠানোর আগেই তাঁর সাথে রুকু' পেলো সে যেন পুরো নামাযই পেলো। (বায়হাক্বী, হাদীস ২৬৭৮ দারাক্বুত্বনী, হাদীস ১ ইব্নু খুযাইমাহ্, হাদীস ১৫৯৫)

তবে কোন ব্যক্তি ওযরবশতঃ নামাযে হাজির হতে দেরি করে ফেললে এবং সে মসজিদে এসে নামাযের রুকু' না পেয়ে তার কোন একটি অংশ পেলে ; অথচ সে সর্বদা নামাযের পাবন্দ তবুও সে জামাত পেলো না বলে

ধরে নেয়া হবে। কিন্তু তাকে নিয়্যাত ভালো ও ওযর থাকার দরুন জামাতের সাওয়াব দেয়া হবে।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভালোভাবে ওযু করে মসজিদে গেলো অতঃপর দেখলো মানুষ নামায পড়ে ফেলেছে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নামায পড়ুয়াদের ন্যায় জামাতের সাওয়াব দিয়ে দিবেন। এমনকি তাদের সাওয়াবে একটুও ঘাটতি করা হবে না। (আবু দাউদ, হাদীস ৫৬৪)

আবু মূসা আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

অর্থাৎ যখন কোন বান্দাহ্ রোগাক্রান্ত অথবা সফররত অবস্থায় থাকে তখন তার জন্য তার আমলনামায় মুক্বীম (নিজ এলাকা অথবা তেমন কোন এলাকায় ইক্বামতের নিয়্যাতে অবস্থানরত অবস্থা) ও সুস্থ অবস্থার আমলের ন্যায় আমল লেখা হবে। (বুখারী, হাদীস ২৯৯৬)

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তিনি বললেন:

إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ

অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক এমন রয়েছে যাদেরকে আমরা মদিনায় রেখে এসেছি ; অথচ আমরা যে কোন গিরি পথ ও উপত্যকায় গিয়েছিলাম তারা সেখানে আমাদের সাথেই ছিলো। তাদেরকে মদিনায় একমাত্র ওযরই আটকে রেখেছে। (বুখারী, হাদীস ২৮৩৮, ২৮৩৯)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ

অর্থাৎ মদিনায় এমন কিছু সংখ্যক লোক রয়েছে ; তোমরা যে পথ বা উপত্যকাই অতিক্রম করেছো তারা তোমাদের সাথেই ছিলো। সাহাবাগণ বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল! তারা তো বস্তুতঃ মদিনায় রয়েছে ; অথচ তারা আমাদের সাথে থাকলো কি ভাবে? তিনি বললেন: তারা সত্যিই মদিনায়। একমাত্র ওযরই তাদেরকে সেখানে আটকে রেখেছে। তবে তারা মানসিকভাবে তথা আগ্রহ ও উৎসাহের দিক দিয়ে তোমাদের সাথেই রয়েছে। (বুখারী, হাদীস ৪৪২৩)

উক্ত হাদীসগুলো থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, কেউ কোন শর'য়ী ওযরের কারণে কোন সৎকর্ম করতে না পারলে তাকে উক্ত কর্ম সম্পাদনের সমপরিমাণই সাওয়াব দেয়া হয়।

কেউ ইমাম সাহেবের সাথে প্রথম জামাতে নামায পড়তে না পারলে তার জন্য উক্ত মসজিদেই দ্বিতীয় জামাত করা বৈধ:

একই মসজিদে দ্বিতীয় জামাত করার কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে যা নিম্নরূপ:

১. একই মসজিদে নিয়মিত দু' বা ততোধিক জামাত করা। তথা প্রতি বেলায় কোন মসজিদে দু' বা ততোধিক জামাত করা। এমনটি করা বিদ্'আত।

২. কখনো কখনো কোন মসজিদে দু' বা ততোধিক জামাত করা। যা নিয়মিত নয়। তথা নিয়মিত ইমাম একটি জামাত সম্পন্ন করে গেছেন। এ দিকে দু' বা ততোধিক ব্যক্তি কোন ওযরবশতঃ উক্ত জামাতে হাজির হতে পারেনি। তখন তারা কি উক্ত মসজিদেই দ্বিতীয় জামাত করতে পারবে? না কি নয়। তা নিয়েই আমাদের উক্ত আলোচনা।

কেউ কেউ বলেন: উক্ত মসজিদে দ্বিতীয় জামাত আর করা যাবে না। বরং তারা একাকী নামায আদায় করবে। আর কেউ কেউ বলেন: তাদের জন্য দ্বিতীয় জামাত করা জায়িয ও মুস্তাহাব। এটিই সঠিক মত। যা নিম্নে প্রমাণ সহ বর্ণিত হবে। ইন্শাআল্লাহ্।

৩. কোন রাস্তা-ঘাটের মসজিদ। যেখানে কোন নিয়মিত ইমাম নেই। সেখানে প্রতি বেলায় দু' বা ততোধিক লোক ঢুকছে। আর নামায পড়ে চলে যাচ্ছে। আবার দু' বা ততোধিক লোক ঢুকছে। আর নামায পড়ে চলে যাচ্ছে। এ জাতীয় মসজিদে দ্বিতীয় জামাত একেবারেই বৈধ। তাতে কোন দ্বিমত নেই।

নিম্নে একই মসজিদে অনিয়মিত দ্বিতীয় জামাত বৈধ হওয়ার প্রমাণ উল্লিখিত হয়েছে। যা উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় পদ্ধতি।

আবু সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাগণকে নিয়ে জোহরের নামায আদায় করলেন। ইতিমধ্যে জনৈক সাহাবী মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি আমাদের সাথে জামাতে উপস্থিত হলে না কেন? তখন তিনি কোন একটি ওযর দেখিয়ে একাকী নামায পড়তে শুরু করলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟

অর্থাৎ এমন কি কেউ আছে যে এর উপর সাদাকা করবে তথা এর সাথে নামায পড়বে? (আবু দাউদ, হাদীস ৫৭৪ আহ্মাদ্, হাদীস ১০৯৮০, ১১৩৮০, ১১৮০৮ ইব্নু হিব্বান, হাদীস ২৩৯৭-২৩৯৯ আবু ইয়া'লা, হাদীস ১০৫৭)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ

অর্থাৎ এমন কি কেউ আছে যে এর সাথে ব্যবসা করবে তথা এর সাথে নামায পড়বে? তখন জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তার সাথে নামায পড়লো। (তিরমিযী, হাদীস ২২০)

ইমাম শাওকানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: যিনি তাঁর সাথে নামায পড়তে দাঁড়ালেন তিনি ছিলেন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। (নাইলুল-আওত্বার ২/৩৮০)

উক্ত হাদীস থেকে দু'টি জিনিস সুস্পষ্ট। যার একটি হচ্ছে, কাউকে কখনো একাকীভাবে ওয়াক্তিয়া তথা তখনকার ফরয নামায পড়তে দেখলে উক্ত ফরয নামায কিংবা নফল নামায পড়ার উদ্দেশ্যে তার সাথে যে কেউ দাঁড়াতে পারে। যদিও সে ইতিপূর্বে নিয়মিত জামাতের সাথে উক্ত ফরয নামায আদায় করে থাকে। তেমনিভাবে হাদীসটি একই মসজিদে অনিয়মিত দ্বিতীয় জামাত জায়িয হওয়া প্রমাণ করে। জামাতের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসগুলোও দূর থেকে এর সমর্থন করে। কেউ যদি বলে, জামাতের ফযীলতগুলো শুধু প্রথম জামাতের সাথেই সীমাবদ্ধ তাহলে তাকে এ সংক্রান্ত অন্তত একটি বিশেষ প্রমাণ হলেও উল্লেখ করতে হবে।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একদা কিছু সংখ্যক লোককে সাথে নিয়ে একবার জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে এমন মসজিদে আযান ও ইক্বামত দিয়ে দ্বিতীয় জামাত

আদায় করেন। (বুখারী/জামাতে নামায পড়ার ফযীলত অধ্যায়)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং 'আল্ক্বামাহ্, মাস্রূক্ব, আস্ওয়াদ্, 'হাসান, ক্বাতাদাহ্ ও 'আত্বা (রাহিমাহুমুল্লাহ) তাঁর এক বর্ণনায় উক্ত মত পোষণ করেন।

এদিকে আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত হাদীস যাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ

অর্থাৎ একই দিনে একই নামায দু' বার পড়া যাবে না। (আবু দাউদ, হাদীস ৫৭৯ নাসায়ী, হাদীস ৮৬০)

তা থেকে উদ্দেশ্য একই দিনে একই ফরয নামায ফরযের নিয়্যাতে দু' বার পড়া। একই ফরয নামায দ্বিতীয়বার নফলের নিয়্যাতে পড়া কখনো এর বিরোধী নয়।

একবার কোন ফরয নামায একাকী আদায় করলে তা দ্বিতীয় বার জামাতের সাথে নফলের নিয়্যাতে আদায় করা যায়:

আবু যর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُوْنَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِيْ؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَلاَ تَقُلْ: إِنِّيْ قَدْ صَلَّيْتُ فَلاَ أُصَلِّيْ

অর্থাৎ তুমি তখন কি করবে? যখন তোমার উপর এমন সকল আমীর-উমারা' নিযুক্ত হবে। যারা সময় মতো নামায না পড়ে নামাযকে সত্যিকারার্থে নির্জীব করে দিবে। তিনি বলেন: তখন আমি বললাম: আপনি তখন আমাকে কি করার নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বলেন: তুমি সময় মতো নিজের নামাযটুকু পড়ে নিবে। অতঃপর তুমি আবার তাদেরকে উক্ত নামায জামাতে পড়তে দেখলে তা দ্বিতীয়বার পড়ে নিবে যা তোমার জন্য নফল হিসেবেই বিবেচিত হবে। তুমি কখনো এমন বলবে না যে, আমি তো উক্ত নামায একবার পড়ে ফেলেছি। তাই আর পড়বো না। (মুসলিম, হাদীস ৬৪৮)

ইয়াযীদ্ বিন্ আস্ওয়াদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমি

নবী ﷺ এর সাথে হজ্জ করতে গিয়েছিলাম। তখন আমি তাঁর সাথে মাস্‌জিদুল-খাইফে ফজরের নামায আদায় করলাম। নামায শেষে যখন তিনি মানুষের দিকে ফিরলেন তখন তিনি দু' জন ব্যক্তিকে সবার পেছনে মসজিদের এক কোনায় নামায না পড়ে বসে থাকতে দেখলেন। তখন তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন: এদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসো। অতঃপর তাদেরকে ভয়ার্তাবস্থায় তাঁর কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি তাদেরকে বললেন: তোমরা আমাদের সাথে নামায পড়লে না কেন? তারা বললো: হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! আমরা তো ইতিপূর্বে নিজ নিজ ঘরে নামায পড়ে এসেছি। তখন তিনি বললেন:

فَلَا تَفْعَلَا ؛ إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ ؛ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ

অর্থাৎ তোমরা কখনো আর এমন করো না। তোমরা নিজ নিজ ঘরে নামায পড়ে থাকলে অতঃপর মসজিদে আসলে সবার সাথে আবার মসজিদে নামায পড়বে। যা তোমাদের জন্য নফল হবে। (তিরমিযী, হাদীস ২১৯ নাসায়ী, হাদীস ৮৫৮)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

لَا تَفْعَلُوا، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ، ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَلْيُصَلِّ مَعَهُ؛ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ

অর্থাৎ তোমরা কখনো আর এমন করো না। তোমাদের কেউ নিজ ঘরে নামায পড়ে থাকলে অতঃপর (মসজিদে এসে) আবারো ইমাম সাহেবকে উক্ত নামায না পড়াবস্থায় পেলে সে যেন তার সাথে আবার নামাযটুকু পড়ে নেয়। যা তার জন্য নফল হবে। (আবু দাউদ, হাদীস ৫৭৫)

মিহ্‌জান্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমি রাসূল ﷺ এর নিকট বসা ছিলাম। আর ইতিমধ্যে নামাযের আযান হয়ে গেলো। তখন রাসূল ﷺ সেখান থেকে উঠে গিয়ে নামায পড়ে আবার ফিরে আসলেন ; অথচ আমি সেখানেই বসে ছিলাম। তাঁর সাথে আমি নামায পড়তে যাইনি। তখন রাসূল ﷺ আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ

فِي أَهْلِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ

অর্থাৎ তুমি কেন আমাদের সাথে নামায পড়লে না? তুমি কি মুসলমান নও? মিহ্জান্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আমি নিশ্চয়ই মুসলমান। তবে আমি ঘরে নামায পড়ে এসেছি। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন: তুমি যখন (মসজিদে) আসবে তখন মানুষের সাথে নামায পড়বে। যদিও ইতিপূর্বে নামায পড়ে থাকো। (নাসায়ী, হাদীস ৮৫৭)

'উবাদাহ্ বিন্ স্বামিত্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِيْ أُمَرَاءُ، تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا، حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُصَلِّي مَعَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ

অর্থাৎ অচিরেই আমার মৃত্যুর পর তোমাদের উপর এমন কিছু আমীর-উমারা' নিযুক্ত হবে যাদেরকে দুনিয়ার প্রচুর ঝামেলাময় কর্মকাণ্ড সময় মতো নামায পড়া থেকে বিরত রাখবে। এমনকি কখনো কখনো নামাযের সঠিক সময়টুকুও পার হয়ে যাবে। তখন তোমরা সময় মতো নামায পড়ে নিবে। জনৈক ব্যক্তি বললো: হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি কি পরবর্তীতে উক্ত নামায তাদের সাথে আবার পড়বো? হ্যাঁ। তোমার যদি মনে চায়। (আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৩)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَتَتْ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا؟!، قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً

অর্থাৎ তোমরা তখন কি করবে? যখন তোমাদের উপর এমন কিছু আমীর-উমারা' নিযুক্ত হবে। যারা অসময়ে নামায পড়বে। আমি বললাম:

তখন আপনি আমাকে কি করার নির্দেশ দিচ্ছেন? হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! রাসূল ﷺ বললেন: তুমি সময় মতো নিজের নামাযটুকু পড়ে নাও এবং তাদের সাথে যে নামায পড়বে তা হবে তোমার জন্য নফল। (আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৩)

কেউ ইমাম সাহেবের সাথে পুরো নামায না পেলে যতটুকু পেয়েছে তা পড়ে নিবে। যা তার শুরু নামায বলেই বিবেচিত হবে। আর বাকি অংশটুকু সে সালামের পর পুরো করে নিবে:

মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমরা তাবুক যুদ্ধে থাকাবস্থায় ফজরের নামাযের কিছু পূর্বে আমি ও রাসূল ﷺ মানুষজন থেকে একটু দূরে সরে গেলাম। ইতিমধ্যে রাসূল ﷺ উটের পিঠ থেকে নেমে প্রস্রাব করলেন। অতঃপর আমি ঘটি থেকে তাঁর হাতে পানি প্রবাহিত করলে তিনি সর্বপ্রথম তাঁর উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করেন। এরপর তাঁর মুখমণ্ডল ধৌত করেন। অতঃপর তিনি তাঁর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত খুলতে চাইলে তা না পেরে তিনি হাত দু'টো জুব্বার নিচ থেকে বের করলেন। এরপর তিনি হাত দু'টো কনুই পর্যন্ত ধুলে এবং মাথা ও মোজা মাসেহ করলে আমি ও তিনি উটে সাওয়ার হলাম। আমরা সবার নিকট পৌঁছুলে দেখলাম, আব্দুর রহ্মান বিন্ 'আউফ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নামায পড়াচ্ছেন। ইতিমধ্যে ফজরের এক রাক্'আত নামায শেষ হয়ে গেলো। রাসূল ﷺ মুসলমানদের সাথে সারিবদ্ধ হয়ে আব্দুর রহ্মান বিন্ 'আউফ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর পেছনে দ্বিতীয় রাক্'আত আদায় করলেন। আব্দুর রহ্মান বিন্ 'আউফ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সালাম ফিরালে রাসূল ﷺ বাকি নামায পুরো করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। এ দিকে মুসলমানরা হতভম্ব হয়ে বার বার "সুব্হানাল্লাহ্" "সুব্হানাল্লাহ্" বলতে লাগলো। কারণ, তারা রাসূল ﷺ এর আগেই তাদের নামায শেষ করে ফেলেছে। রাসূল ﷺ সালাম ফিরিয়ে তাদেরকে বললেন:

قَدْ أَصَبْتُمْ أَوْ قَدْ أَحْسَنْتُمْ

অর্থাৎ তোমরা ঠিক করেছো কিংবা ভালো করেছো। (বুখারী, হাদীস ১৮২ মুসলিম, হাদীস ২৭৪ আহ্মাদ, হাদীস ১৭৪৮৫, ১৮১৯৪ আবু দাউদ, হাদীস ১৪৯)

উক্ত হাদীসে রাসূল ﷺ সালামের পর বাকি নামাযটুকু পুরো করলেন থেকে বুঝা যায় তাঁর পূর্বের নামাযটুকু তাঁর শুরু নামায ছিলো। নিম্নোক্ত হাদীসও এর প্রমাণ বহন করে।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

অর্থাৎ তোমরা যখন ইক্বামত শুনবে তখনই নামাযের দিকে রওয়ানা করবে। চলার সময় প্রশান্তি ও ভদ্রতা বজায় রাখবে। দৌড়ে যাবে না। অতঃপর যা পাবে তাই ইমামের সাথে পড়ে নিবে। আর বাকিটুকু পুরো করে নিবে। (বুখারী, হাদীস ৬৩৬ মুসলিম, হাদীস ৯০৮)

কোন কোন বর্ণনায় فَاقْضُوْا শব্দ থাকলেও তা থেকে কোন কাজ সম্পাদন করার অর্থই বুঝতে হবে। কোন ছেড়ে যাওয়া কাজ হুবহু করার অর্থ নয়। তাহলে সবগুলো বর্ণনার মাঝে একটা সামঞ্জস্য সাধিত হবে।

মসজিদে এসে ইমাম সাহেবকে যে অবস্থায়ই পাবে সে অবস্থায়ই তাঁর সাথে নামাযে শরীক হবে। আগের রাক্'আতের সাজ্দাহ্ শেষ হওয়া পর্যন্ত এমনিতেই দাঁড়িয়ে থাকবে না:

'আলী ও মু'আয্ (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ، وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যখন জামাতের নামাযে উপস্থিত হয়। আর সে দেখতে পাচ্ছে, ইমাম সাহেব কোন এক অবস্থায় রয়েছেন। তখন সে তাই করবে যা ইমাম সাহেব করছেন। (তিরমিযী, হাদীস ৫৯১)

তবে কোন রাক্'আতের রুকু' পেলেই উক্ত রাক্'আত পেয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। নতুবা নয়। যা ইতিপূর্বে বিস্তারিত উল্লিখিত হয়েছে।

কাউকে জামাতে নামায পড়তে বাধা দেয়া যাবে না:

কেউ কেউ নিজ প্রাইভেট ড্রাইভার কিংবা দোকানের কর্মচারীদেরকে জামাতে নামায পড়তে বাধা দিয়ে থাকে। তা করা কোনভাবেই তার জন্য জায়িয নয়। কারণ, জামাতে নামায পড়া ওয়াজিব এবং তা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত অধিকার তথা আনুগত্যও বটে। আর এ কথা জানা যে,

আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার ও আনুগত্য সবার অধিকার ও আনুগত্যের উপর। তাই আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার খর্ব করার সাধ্য কারোর নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾

অর্থাৎ তোমরা নেক ও আল্লাহ্ভীরুতার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো। গুনাহ্ ও হঠকারিতার কাজে কাউকে সহযোগিতা করো না। সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কঠিন শাস্তিদাতা। (মায়িদাহ্ : ২)

জামাতের কাতার সোজা করা সুন্নাত কিংবা ওয়াজিব:

জামাতের কাতার সোজা করা সুন্নাত। তবে কেউ কেউ তা ওয়াজিব বলেও মত ব্যক্ত করেছেন।

নু'মান বিন্ বাশীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিয়মিত আমাদের কাতারগুলো সোজা করতেন যেন তিনি তীর সোজা করছেন। যতক্ষণ না তিনি বুঝলেন, আমারা ব্যাপারটি বুঝে ফেলেছি। একদা তিনি নামাযের তাকবীর দিবেন দিবেন এমতাবস্থায় দেখলেন, জনৈক সাহাবীর ছাতি অন্যদের তুলনায় একটু সামনের দিকে বের হয়ে আছে তখন তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

অর্থাৎ তোমরা নামাযের কাতারগুলো সোজা করবে। নয় তো আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মাঝে ভিন্নতা সৃষ্টি করবেন। (বুখারী, হাদীস ৭১৭ মুসলিম, হাদীস ৪৩৬)

রুকু, সেজদাহ্, উঠা, বসা ইত্যাদিতে ইমাম সাহেবের আগে যাওয়া, সাথে সাথে যাওয়া অথবা অনেক পরে যাওয়া চলবে না। বরং যে কোন কাজ ইমাম সাহেবের একটু পরেই করতে হবে।

অর্থাৎ ইমাম সাহেব যখন তাকবীর দিয়ে পুরোপুরি রুকুতে চলে যাবেন তখন মুক্তাদিগণ রুকু করতে অগ্রসর হবেন। তেমনিভাবে ইমাম সাহেব

যখন তাকবীর দিয়ে সিজদাহ্'র জন্য জমিনে কপাল ঠেকাবেন তখনই মুক্তাদিগণ তাকবীর দিয়ে সিজদায় যাবেন। ইমাম সাহেবের আগে, বহু পরে ও সমানতালে কোন রুকন আদায় করা যাবে না।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

أَمَا يَخْشَى الَّذِيْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يُحَوِّلَ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ

অর্থাৎ ওই ব্যক্তি কি ভয় পাচ্ছে না যে ইমাম সাহেবের পূর্বেই রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে নেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করবেন অথবা তার গঠনকে গাধার গঠনে পরিণত করবেন। (বুখারী, হাদীস ৬৯১ মুসলিম, হাদীস ৪২৭ আবু দাউদ, হাদীস ৬২৩)

আবু মূসা আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

الإِمَامُ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ

অর্থাৎ ইমাম সাহেব তোমাদের আগেই রুকু করবেন এবং তোমাদের আগেই রুকু থেকে মাথা উঠাবেন। (মুসলিম, হাদীস ৪০৪ ইব্নু খুযাইমাহ্, হাদীস ১৫৯৩)

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَسْبِقُوْنِيْ بِالرُّكُوْعِ وَلاَ بِالسُّجُوْدِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالْقُعُوْدِ وَلاَ بِالإِنْصِرَافِ

অর্থাৎ তোমরা আমার আগে রুকু, সিজদাহ, উঠা, বসা ও সালাম আদায় করো না। (মুসলিম, হাদীস ৪২৬)

আব্দুল্লাহ্ বিন মাস'উদ্ ও আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা একদা রুকন আদায়ে ইমামের অগ্রবর্তী জনৈক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

لاَ وَحْدَكَ صَلَّيْتَ وَلاَ بِإِمَامِكَ اِقْتَدَيْتَ

অর্থাৎ (তোমার নামাযই হয়নি) না তুমি একা নামায পড়লে। না ইমাম সাহেবের সাথে পড়লে। ('উমদাতুল-ক্বারি ৮/৩৮৩ আবু দাউদ/'আইনি ৩/১৫০)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَلاَتُكَبِّرُوْا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَلاَ تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ

অর্থাৎ ইমাম সাহেব হচ্ছেন অনুসরণীয়। তাই তিনি তাকবীর সমাপ্ত করলে তোমরা তাকবীর বলবে। তোমরা কখনো তাকবীর বলবে না যতক্ষণ না তিনি তাকবীর বলেন। তিনি রুকুতে চলে গেলেই তোমরা রুকু শুরু করবে। তোমরা রুকু করবে না যতক্ষণ না তিনি রুকু করেন। (বুখারী, হাদীস ৩৭৮, ৮০৫, ১১১৪ মুসলিম, হাদীস ৪১৪, ৪১৭ আবু দাউদ, হাদীস ৬০৩)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَارْفَعُوْا وَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا

অর্থাৎ যখন ইমাম সাহেব তাকবীর সমাপ্ত করবেন তখন তোমরা তাকবীর বলবে। আর যখন তিনি রুকুতে চলে যাবেন তখন তোমরা রুকু শুরু করবে। আর যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে "সামি'আল্লাহু লিমান্ হামিদাহ্" বলবেন তখন তোমরা রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে"রাব্বানা ওয়া লাকাল্ হাম্দ" বলবে। আর যখন তিনি সিজ্দায় যাবেন তখন তোমরা সিজ্দাহ্ শুরু করবে। (বুখারী, হাদীস ৭২২, ৭৩৪, ৮০৫ মুসলিম, হাদীস ৪১৪)

বারা বিন 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا انْحَطَّ لِلسُّجُوْدِ لاَ يَحْنِيْ أَحَدٌ ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সিজ্দাহ্'র জন্য ঝুঁকে পড়তেন তখনো আমাদের কেউ নিজ পৃষ্ঠদেশ বাঁকা করতো না যতক্ষণ না নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ কপাল জমিনে রাখতেন। (বুখারী, হাদীস ৬৯০, ৮১১ মুসলিম, হাদীস ৪৭৪ আবু দাউদ, হাদীস ৬২১)

মুসল্লীদের কাতারগুলোর পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে একই জামাতে নামায পড়ার বিধান:

মূলতঃ উক্ত মাস্'আলার তিনটি দিক হতে পারে। অন্য কথায় বলা যেতে পারে, কেউ জামাতে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলো, সামনের কাতারগুলো পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। তখন সে নিম্নোক্ত তিনটি কাজের যে কোন একটি করতে পারে:

ক. সে মুসল্লীদের কাতারগুলোর পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে উক্ত ইমামের পেছনেই নামায পড়বে।

খ. সামনের কাতার থেকে কাউকে টেনে নিয়ে ভিন্ন আরেকটি কাতার বানিয়ে নামায পড়বে।

গ. ইমাম সাহেবের ডান পার্শ্বে গিয়ে তাঁর সাথেই কাতার বানিয়ে নামায পড়বে।

এ দিকগুলো হচ্ছে যদি সে জামাতে নামায পড়তে চায়। আর যদি সে জামাতে নামায না পড়ে একাকী পড়তে চায় তা হলে তা হবে চতুর্থ আরেকটি দিক।

উক্ত চারটি দিকের প্রথমটিই হচ্ছে সঠিক মত। কারণ, লোকটির উপর ছিলো মূলতঃ দু'টি ওয়াজিব। তার একটি হচ্ছে জামাতে নামায পড়া। অপরটি হচ্ছে জামাতে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো। যখন তার জন্য দ্বিতীয়টি করা সম্ভবপর নয় তখন সে শুধু প্রথমটিই করবে। যেমন: কোন মহিলা একাকী হলে তাকেও কাতারগুলোর পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায পড়তে হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾

অর্থাৎ তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো। (তাগাবুন : ১৬)

বাকি তিনটি দিকের কোনটি করা তার জন্য কোনভাবেই সঠিক নয়। কারণ, দ্বিতীয়টি তথা সামনের কাতার থেকে কাউকে টেনে নিয়ে ভিন্ন আরেকটি কাতার বানিয়ে নামায পড়তে গেলে নিম্নোক্ত তিনটি সমস্যা দেখা দিবে:

১. আগের কাতার থেকে একটি লোককে পেছনে টেনে নেয়ার কারণে তাতে একটি খালিস্থান সৃষ্টি হবে। যা রাসূল ﷺ এর নির্দেশ কাতার পুরা করা ও তাতে কোন খালি জায়গা না রাখা বিরোধী। যা কখনো চলতে দেয়া যায় না।

২. উক্ত লোকটিকে একটি ভালো জায়গা থেকে তার চাইতে মানে নিম্ন এমন একটি জায়গায় নেয়া হলো। যা করা সত্যিই অনুচিত।

৩. উক্ত লোকটিকে পেছনে টেনে নেয়ার দরুন তার নামাযের মনোযোগে কিছুটা বাধা সৃষ্টি করা হলো। যা করাও সত্যিই অনুচিত।

তৃতীয় দিক তথা ইমাম সাহেবের ডান পার্শ্বে গিয়ে তাঁর সাথেই কাতার বানিয়ে নামায পড়াও সঠিক নয়। কারণ, ইমাম সাহেবকে তো স্থানের দিক দিয়েও তাঁর মুসল্লীদের তুলনায় একটু বিশেষ অবস্থানে থাকা উচিৎ। যেমনিভাবে তিনি নামাযের যে কোন মৌখিক যিকির ও কাজে অন্যান্যদের তুলনায় কিছুটা অগ্রবর্তী রয়েছেন। এ দিকে কোন মুসল্লী তাঁর সাথে পাশাপাশি দাঁড়ালে তাঁর আর স্থানগত কোন বিশেষত্ব থাকে না।

চতুর্থ দিক তথা এমতাবস্থায় জামাতে নামায না পড়ে একাকী পড়া তাও কোনভাবেই সঠিক নয়। কারণ, লোকটির উপর মূলতঃ রয়েছে দু'টি ওয়াজিব। যার একটি হচ্ছে জামাতে নামায পড়া। অপরটি হচ্ছে জামাতে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো। যখন তার জন্য দ্বিতীয়টি করা সম্ভবপর নয় তখন সে শুধু প্রথমটিই করবে। দ্বিতীয়টি করতে পারছে না বলে প্রথমটিও সে বাদ দিবে তা কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়।

ইমাম সাহেবের বরাবর পেছন থেকেই জামাতের কাতারগুলো শুরু করতে হয়:

জামাতের যে কোন কাতার ইমাম সাহেবের বরাবর পেছন থেকেই শুরু করতে হয়। প্রথমে ডান দিকে অতঃপর বাম দিকে। এভাবেই যে কোন কাতার পুরা করতে হয়। কারণ, ইমাম সাহেবই তো হচ্ছেন জামাতের কেন্দ্র বিন্দু। এ দিকে কাতারের ডান দিকের ফযীলত তো রয়েছেই।

কেউ কেউ আবার কাতারের ডান দিকের একেবারে শেষাংশ থেকে কাতার শুরু করে। তা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

মসজিদে ঢুকে তাতে দাঁড়ানোর কোন জায়গা না পেলে যা করতে হয়:

মসজিদের ভেতরের জায়গা যখন শেষ হয়ে যায় তখন বাকি মুসল্লীদের জন্য মসজিদের বাহির থেকেই মসজিদের ভেতরকার ইমামের

পেছনে ইক্তিদা করে তাঁর সাথেই জামাতে নামায পড়া জায়িয। তখন তারা সুবিধে মতো মসজিদের পেছনে, ডানে বা বাঁয়ে দাঁড়াতে পারে। তবে তারা কখনোই ইমামের সামনের দিকে দাঁড়াবে না। এমতাবস্থায় ইমামকে দেখতে পাওয়ার কোন শর্ত নেই। এমনকি এমতাবস্থায় মসজিদ ও মুসল্লীদের মাঝে কোন রাস্তা, দেয়াল বা পানির নালা থাকলেও কোন অসুবিধে নেই। যখন তারা ইমাম সাহেবের আওয়াজ যে কোনভাবে নিজ কানে শুনতে পাচ্ছে।

ইমাম সাহেবকে শেষ বৈঠকে পেলে যা করতে হয়:

যখন কেউ মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পায় যে, ইমাম সাহেব শেষ বৈঠকে রয়েছেন। এ দিকে সে নিশ্চিত যে, তার পক্ষে দ্বিতীয় জামাতে নামায পড়া সম্ভব। তা হলে সে দ্বিতীয় জামাতে নামায পড়ার জন্য অপেক্ষা করবে। কারণ, অন্ততপক্ষে এক রাক'আত না পেলে জামাত পেয়েছে বলে ধরে নেয়া হয় না। আর যদি সে নিশ্চিত নয় যে, সে দ্বিতীয় জামাতে নামায পড়তে পারবে তা হলে সে শেষ বৈঠকেই ইমাম সাহেবের সাথে জামাতে যোগ দিবে। কারণ, নামাযের কিছু অংশ জামাতের সাথে পাওয়া তা একেবারে না পাওয়ার চাইতে অনেকটা ভালো।

আর যদি এমন হয় যে, সে দ্বিতীয় জামাত পাবে না বলে প্রথম জামাতের শেষ বৈঠকে ইমাম সাহেবের সাথে যোগ দিয়েছে ; অথচ এ দিকে দ্বিতীয় জামাত শুরু হয়ে গিয়েছে। ক্বিরাত বা তাকবীর ধ্বনি সে শুনতে পাচ্ছে। তখন সে উক্ত একাকী নামায ছেড়ে দিয়ে জামাতে শরীক হতে পারে কিংবা নফলের নিয়্যাতে দু' রাক্'আত আদায় করে সে জামাতে যোগ দিবে অথবা একাকী নামায চালিয়ে যাবে।

মসজিদে ঢুকে ইমাম সাহেবকে রুকু' অবস্থায় পেলে যা করতে হয়:

কেউ মসজিদে প্রবেশ করে ইমাম সাহেবকে রুকু' অবস্থায় পেলে সে তাকবীরাতুল-ই'হ্রাম বলে দ্রুত রুকু'তে চলে যাবে। কারণ, তখন তার জন্য রুকু'র তাকবীর বলা সুন্নাত। ওয়াজিব নয়। তবে সে যদি রুকু'র তাকবীর বলারও সুযোগ পায় তাহলে তা হবে তার জন্য অতি উত্তম।

এমন পরিস্থিতিতে নিম্নে বর্ণিত তিনটি অবস্থার কোন একটি ঘটতে পারে:

১. সে এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, ইমাম সাহেব রুকু' থেকে উঠার আগেই সে তাঁর সাথে রুকু' পেয়েছে। তখন সে উক্ত রাক্'আত্ পেয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে এবং এমতাবস্থায় সূরা ফাতিহা পড়ার বাধ্যবাধকতা আর তার উপর থাকবে না।

২. সে এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, সে রুকুতে যাওয়ার পূর্বেই ইমাম সাহেব রুকু' থেকে উঠে গিয়েছেন। তখন সে উক্ত রাক্'আত্ পায়নি বলে ধরে নেয়া হবে এবং তাকে উক্ত রাক্'আত্ কাযা করতে হবে।

৩. সে এ ব্যাপারে সন্দিহান যে, সে ইমাম সাহেবকে রুকু'তে পেয়েছে না কি পায়নি। এমতাবস্থায় সে যে দিকে তার মন বেশি ধাবিত হয় তাই ধরে নিবে। যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, সে ইমাম সাহেবকে রুকু'তেই পেয়েছে তাহলে সে উক্ত রাক্'আত্ পেয়েছে বলে ধরে নিবে। আর যদি এ ব্যাপারে তার প্রবল ধারণা হয় যে, সে ইমাম সাহেবকে রুকু'তে পায়নি তাহলে সে উক্ত রাক্'আত্ পায়নি বলে ধরে নিবে। এমতাবস্থায় যদি নামাযের কোন অংশ তার ছুটে গিয়ে থাকে তা হলে সে এ জন্য সালামের পর দু'টি সাহু সাজ্দাহ্ দিবে। আর যদি নামাযের কোন অংশ তার না ছুটে থাকে। তথা উক্ত রাক্'আত্টি যদি সে নামাযের প্রথম রাক্'আত্ হয়ে থাকে। আর এ দিকে তার প্রবল ধারণা হলো যে, সে রাক্'আত্টি পেয়েছে তাহলে তাকে আর কোন সাহু সাজ্দাহ্ দিতে হবে না। কারণ, তার নামায তখন তার ইমাম সাহেবের নামাযের সাথে পুরাপুরি সম্পৃক্ত। আর ইমাম সাহেব তাঁর মুক্তাদির অন্যান্য সকল সাহু সাজ্দাহ্ বহন করে থাকেন যদি তাঁর মুক্তাদির নামাযের কোন রুকন না ছুটে থাকে। আর যদি রাক্'আত্ পাওয়া না পাওয়া নিয়ে তার সন্দেহ হয় এবং তার মন কোন দিকে প্রবলভাবে ধাবিত হয় না। তা হলে সে রুকু' পায়নি বলেই ধরে নিবে। কারণ, তখন তার ব্যাপারে এটিই নিশ্চিত এবং এটিই স্বাভাবিক। আর তখন সে সন্দেহের জন্য সালামের আগে দু'টি সাহু সাজ্দাহ্ দিবে।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। আর তা হচ্ছে এই যে, কেউ কেউ মসজিদে ঢুকে ইমাম সাহেবকে রুকু' অবস্থায় পেলে সে উচ্চ স্বরে ঘন ঘন গলাখাঁকারি দেয় যেন ইমাম সাহেব তার জন্য রুকু'তে আরেকটু দেরি করেন অথবা বলে:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴾ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন। আবার বা কেউ কেউ জমিনে খুব জোরে পদক্ষেপণ করে নিজের উপস্থিতি জানান দেয়। উক্ত কর্মকাণ্ডগুলো কখনো করা ঠিক নয়। কারণ, তা ইমাম সাহেব ও অন্যান্য মুক্তাদিদেরকে বিরক্ত করার শামিল।

কেউ জামাতের সাথে ছুটে যাওয়া বাকি নামায একা পড়তে গেলে ইমাম সাহেবের সুত্রাহ্ আর তার জন্য সুত্রাহ্ থাকে না:

ইমাম সাহেবের সালাম ফেরানোর পর কোন মুক্তাদি তার ছুটে যাওয়া নামায পড়তে গিয়ে একা হয়ে গেলে তার সামনে দিয়ে কেউ চলা-ফেরা করতে পারবে না। কারণ, তখন আর ইমাম সাহেবের পূর্বেকার সুত্রাহ্ বা আড় তার জন্য সুত্রাহ্ বা আড় হিসেবে বাকি থাকে না। তখন সে একা বলেই বিবেচিত। তাই কেউ তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে গেলে সে তাকে যথাসাধ্য প্রতিহত করবে।

আবু সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَىٰ شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ কোন বস্তুর আড়ালে নামায পড়াবস্থায় তার সম্মুখ দিয়ে কোন ব্যক্তি অতিক্রম করতে চাইলে তাকে অবশ্যই প্রতিহত করবে। তাতেও সে নিশ্চেষ্ট না হলে তাকে শক্তি প্রয়োগে বাধা দিবে। কারণ, সে হচ্ছে শয়তান। (বুখারী, হাদীস ৫০৯ মুসলিম, হাদীস ৫০৫ আবু দাউদ, হাদীস ৭০০)

কোন ইমাম সাহেব তাঁর নিজ মসজিদে এবং কোন ঘরের মালিক তার ঘরে ইমামতির সর্বোচ্চ অধিকারী:

কোন ইমাম সাহেব তাঁর নিজ মসজিদে যেখানে তিনি নিয়মিত ইমাম হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন এবং কোন ঘরের মালিক তাঁর নিজ ঘরে যেখানে কিছু সংখ্যক লোক তাঁর সাক্ষাতে এসেছে সেখানে নামাযের কোন জামাত প্রতিষ্ঠিত হলে তিনিই তখন ইমামতির সর্বোচ্চ অধিকারী। যদি তিনি

ভালোভাবে ক্বিরাত পড়তে পারেন এবং নামাযের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানও জানেন। তবে তিনি কাউকে ইমামতির জন্য অনুমতি দিলে সে ইমামতি করতে পারে। আর যদি ঘরের মালিক অথবা নিয়মিত ইমামের চাইতে সাক্ষাৎকারী কেউ ভালো ক্বিরাত পড়তে পারেন তাহলে তখন তাঁকেই ইমামতির জন্য সুযোগ দেয়া উচিৎ।

আবু মাস্'ঊদ্ আন্সারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوْا فِيْ السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِيْ الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَفِيْ رِوَايَةٍ: سِنًّا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

অর্থাৎ কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি তাদের মধ্যে যিনি কুর'আন ভালোভাবে পড়তে পারেন তিনিই করবেন। যদি তারা সবাই সমভাবেই কুর'আন ভালোভাবে পড়তে পারে তাহলে তাদের মধ্যে হাদীস সম্পর্কে যিনি বেশি জানেন তিনিই তাদের ইমামতি করবেন। আর যদি তারা সবাই হাদীস সম্পর্কে সমজ্ঞান রাখে তাহলে তাদের মধ্যে যিনি সবার আগে হিজরত করেছেন তিনিই তাদের ইমামতি করবেন। আর যদি তারা সবাই সমসময়ে হিজরত করে থাকে তাহলে তাদের মধ্যে যাঁর বয়স বেশি তিনিই তাদের ইমামতি করবেন। কেউ কারোর অধীনস্থ এলাকায় তার অনুমতি ছাড়া ইমামতি করবে না এবং কেউ অন্যের ঘরে তার সম্মানজনক বসার জায়গায় তার অনুমতি ছাড়া বসবে না। (মুসলিম, হাদীস ৬৭৩)

যে ইমাম ভালোভাবে ক্বিরাত পড়তে পারেন না তাঁর ব্যাপারে যা করণীয়:

কোন ইমাম সাহেব যদি ক্বিরাতে এমন ভুল করেন যে, যাতে আয়াতের মূল অর্থের পরিবর্তন ঘটে বিশেষ করে তা যদি সূরা ফাতিহার মধ্যেই হয়ে থাকে তাহলে যে কোনভাবে তাঁর পরিবর্তন আবশ্যক। আর যদি তিনি এমন ভুল করেন না যা আয়াতের মূল অর্থের পরিবর্তন ঘটায় তাহলে তাঁর পেছনে নামায পড়া যাবে। তবে তাঁর ক্বিরাত আরো শুদ্ধ ও সুন্দর করার জন্য তাঁর

প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

এ দিকে কোন ইমাম সাহেব যদি ক্বিরাত পড়তে গিয়ে হঠাৎ এমন কোন ভুল করে ফেলেন যাতে আয়াতের মূল অর্থের পরিবর্তন ঘটে তাহলে তাঁকে পেছন থেকে যে কোন মুক্তাদি উক্ত জায়গাটুকু স্মরণ করিয়ে দিবে। তবে হঠাৎ যে কোন সামান্য ভুল যা অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটায় না তা স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে কোন ইমাম সাহেবকে বার বার বিরক্ত করা ঠিক নয়। কারণ, এতে করে তিনি একেবারে অস্থির হয়ে সম্পূর্ণরূপে ক্বিরাতটুকুও ভুলে যেতে পারেন। তখন আর তাঁর পক্ষে ক্বিরাত চালু রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।

বিদ্'আতী ইমামের পেছনে নামায পড়ার বিধানঃ

কোন এলাকায় আহ্লে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতপন্থী ভালো ইমাম পাওয়া গেলে সেখানকার কোন বিদ্'আতীর পেছনে জামাতে নামায পড়ার প্রশ্নই আসে না। তবে যদি কোন এলাকায় এমন কোন ভালো ইমাম না থাকে তাহলে সেখানকার বিদ্'আতী ইমামকেই কুর'আন ও সহীহ্ হাদীসের দৃষ্টিতে কোন ভালো আলিম দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিদ্'আত সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝাতে হবে। যদি সে উক্ত নসীহত গ্রহণ করে বিদ্'আতগুলো ছেড়ে দেয় তাহলে তার পেছনে নামায পড়া যাবে। আর যদি সে উক্ত নসীহত গ্রহণ না করে এবং তার বিদ্'আতটিও হচ্ছে কুফরি বিদ্'আত যেমনঃ সে বিপদাপদে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্যকে ডাকে অথবা সে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য কোন পশু জবাই ও মানত করে তাহলে তার পেছনে নামায পড়া কোনভাবেই জায়িয হবে না এবং বস্তুতঃ সে ইমাম হওয়ারও উপযুক্ত নয়। আর যদি তার বিদ্'আতটি কুফরি পর্যায়ের না হয়ে থাকে যেমনঃ নামাযে নিয়্যাত উচ্চারণের বিদ্'আত তাহলে তার পেছনে নামায পড়া যাবে ঠিকই তবে তাকে সাধ্যমতো তা বুঝানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

যাদুকর, শির্কী তাবিজদাতা ও গায়েবের দাবিদার ইমামের পেছনে স্বালাত আদায়ের বিধানঃ

যাদুকর, শির্কী তাবিজদাতা ও গায়েবের দাবিদার ইমামের পেছনে স্বালাত আদায় করা জায়িয নয়। কারণ, সে তো কাফির কিংবা মুশ্রিক। আর এ কথা তো সবারই জানা যে, কাফির কিংবা মুশ্রিকের পেছনে স্বালাত

আদায় করা কোনভাবেই জায়িয নয়।

ফাসিকের পেছনে নামায পড়ার বিধানঃ

কোন ইমাম সাহেব যদি ধূমপান কিংবা দাঁড়ি মুণ্ডন করেন অথবা যে কোন প্রকাশ্য গুনাহ্ করেন তখন তাঁকে অবশ্যই এ ব্যাপারে নসীহত করতে হবে। যদি তিনি উক্ত নসীহত গ্রহণ করেন তাহলে তো ভালোই। আর যদি তিনি উক্ত নসীহত গ্রহণ না করেন তাহলে সম্ভব হলে তথা ফিতনার কোন ভয় না থাকলে তাঁকে ইমামতি থেকে বাদ দিতে হবে। তা না হলে তাঁর পেছনে নামায না পড়ে অন্য কোন নেককার ইমামের পেছনে নামায পড়বে। যাতে তাঁর শিক্ষা হয়ে যায় এবং তিনি এমন কাজ থেকে বিরত হোন। আর যদি সে এলাকায় তেমন কোন নেককার ইমাম না থাকে অথবা অন্য কারোর পেছনে নামায পড়তে গেলে ফিতনার ভয় থাকে তা হলে তাঁর পেছনেই নামায পড়বে। তখন শরীয়তের সূত্র অনুযায়ী দু'টি ক্ষতির কমটিই গ্রহণ করতে হবে। যেমনিভাবে আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) ও অন্যান্য সালফে সালি'হীনগণ সে যুগের 'হাজ্জাজ বিন্ ইউসুফের পেছনেই নামায পড়েছেন ; অথচ সেই ছিলো তখনকার যুগের সব চাইতে বড়ো যালিম। আর তা ছিলো কেবল ফিতনা ও মহা দ্বন্দ্বের ভয়ে এবং মানুষের মধ্যকার সেই পূর্বের ঐক্যটুকু টেকানোর জন্যে।

নামাযের ক্বিরাত লম্বা বা খাটো হওয়ার মানদণ্ডঃ

বর্তমান যুগে ইমাম ও মুক্তাদির মাঝে ক্বিরাত খাটো ও লম্বা হওয়া নিয়ে মুসলিম বিশ্বের যে কোন এলাকায় দ্বন্দ্ব-বিরোধ সর্বদা লেগেই থাকে। তাই এর আমূল নিরসন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত দিয়েই করতে হবে। তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ক্বিরাতই হবে খাটো ক্বিরাতের মানদণ্ড। তবে কখনো কখনো কোন ব্যাপক প্রয়োজনের কথা খেয়াল রেখে ক্বিরাতকে আরো খাটো করা যায়। যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও কখনো কখনো করেছেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা ইমামদেরকে ক্বিরাত খাটো করতেই আদেশ করতেন।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمْ الصَّغِيرَ، وَالْكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ

وَالْـمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ মানুষের ইমামতি করলে সে যেন খাটো ক্বিরাত পড়ে। কারণ, মানুষের মধ্যে ছোট-বড়ো, দুর্বল ও অসুস্থ সবই রয়েছে। তবে সে যদি একা নামায পড়ে তাহলে সে নিজ ইচ্ছা মাফিক ক্বিরাত পড়বে। (মুসলিম, হাদীস ৪৬৭)

ক্বিরাত খাটো করার সর্ব প্রথম নির্দেশ আসে মু'আয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ব্যাপারে। কারণ, তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পেছনে নামায পড়তেন। অতঃপর তিনি নিজ সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে তাদের ইমামতি করতেন। একদা তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পেছনে 'ইশার নামায পড়েছেন। তখন 'ইশার নামায হতো প্রায় সূর্য ডুবার দু' তিন ঘন্টা পর। অতঃপর তিনি নিজ সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে সূরা বাক্বারাহ্ দিয়ে তাদের ইমামতি শুরু করলেন। এ দিকে জনৈক ব্যক্তি তা সহ্য করতে না পেরে তাঁর পেছন ছেড়ে একাকী নামায পড়ে চলে গেলো। মু'আয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে তা জানানো হলে তিনি তাকে মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করলেন। লোকটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট ব্যাপারটি জানালে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ!، إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى

অর্থাৎ হে মু'আয! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টি কারতে চাও। যখন তুমি মানুষের ইমামতি করবে তখন "ওয়াশ্‌শামসি ওয়াদ্বো'হাহা", "সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল-আ'লা", "ইক্বরা' বিস্‌মি রাব্বিকা" ও "ওয়াল্‌লাইলি ইযা ইয়াগ্‌শা" পড়বে। (মুসলিম, হাদীস ৪৬৫)

এ দিকে আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالتَّخْفِيفِ وَيَؤُمُّنَا بِالصَّافَّاتِ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ আমাদেরকে ক্বিরাত খাটো করতে আদেশ করতেন ; অথচ এ দিকে তিনি সূরা স্বাফ্‌ফাত দিয়ে আমাদের ইমামতি করতেন। (আহ্‌মাদ্ ২/২৬, ৪০, ১৫৭ নাসায়ী, হাদীস ৮২৭ ইব্‌নু খুযাইমাহ্, হাদীস ১৬০৬)

এ থেকে বুঝা যায়, সূরা স্বাফ্‌ফাত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দৃষ্টিতে খাটো সূরা। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, যেন নাহ্‌ল, ইউসুফ ও তাওবাহ্ এর মতো বড়ো

সূরা পড়া না হয়।

অন্য দিকে আবু বার্‌যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ آيَةً

অর্থাৎ রাসূল ﷺ ফজরের নামাযে (মাঝারি পর্যায়ের) ষাট থেকে এক শত আয়াত পর্যন্ত পড়তেন। (মুসলিম, হাদীস ৪৬১)

মাঝারি পর্যায়ের ষাট থেকে এক শত আয়াতের সূরা যেমন: আহ্‌যাব, ফুরক্বান, নাম্‌ল, 'আন্‌কাবূত ইত্যাদি। এগুলো হচ্ছে ফজরের নামাযের স্বাভাবিক ক্বিরাত।

অতএব কেউ যদি ফজরের নামাযে সূরা ক্বাফ্ থেকে সূরা মুর্‌সালাত পর্যন্ত যে কোন সূরা পড়ে তখন সে বড়ো সূরা পড়েছে বলে তার সাথে কোন ধরনের উচ্চবাচ্যই করা যাবে না। কারণ, এগুলো হচ্ছে মাঝারি পর্যায়ের ক্বিরাত। যা খাটো সূরা বলেই বিবেচিত।

নফল পড়ুয়ার পেছনে ফরয পড়ার বিধান:

আপনি তাহিয়্যাতুল্-মাস্‌জিদের নামায অথবা কোন নফল নামায পড়ছেন এমতাবস্থায় কেউ এসে আপনাকে ইমাম বানিয়ে আপনার পেছনেই তার ফরয নামাযটুকু অথবা উক্ত নফলই জামাতে পড়তে শুরু করলো তখন আপনি তাকে সরিয়ে দেবেন না। বরং তখন আপনি তার ইমাম বলেই বিবেচিত হবেন। আপনি আপনার নামাযটুকু ইমাম হিসেবে উচ্চ তাক্‌বীরেই পড়বেন। অতঃপর আপনার নামায শেষে সে তার বাকি নামাযটুকু নিজেই পড়ে নিবে।

উপরোক্ত মু'আয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর 'ইশার নামাযই তা জায়িয হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কারণ, তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পেছনে 'ইশার নামায পড়ে আবার নিজ সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে তাদের 'ইশার নামাযের ইমামতি করতেন। এতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে কোন বাধা দেননি।

এ দিকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা কিছু সংখ্যক সাহাবাগণকে নিয়ে ভয়ের মুহূর্তে যোহরের নামায দু' রাক্'আত পড়ে সালাম ফিরালেন। অতঃপর তিনি আবার আরো কিছু সংখ্যক সাহাবাগণকে নিয়ে আরো দু' রাক্'আত নামায পড়ে সালাম ফিরান। এতে করে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু' বার যোহরের নামায আদায় করলেন। তাঁর প্রথমকার নামাযটুকু ছিলো ফরয। আর দ্বিতীয়বারের

নামাযটুকু ছিলো নফল। এতে বুঝা গেলো নফল পড়ুয়ার পেছনে ফরয নামায পড়া যায়। (আবু দাউদ, হাদীস ১২৪৮)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ مِنْ اللَّيْلِ فَقُمْتُ أُصَلِّيْ مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِيْ فَأَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ

অর্থাৎ আমি একদা আমার খালা ও নবী ﷺ এর স্ত্রী মাইমূনাহ্ বিন্ত আল-'হারিস্ এর নিকট রাত্রি যাপন করেছি। সে রাত নবী ﷺ তাঁর ঘরেই ছিলেন। নবী ﷺ রাত্রি বেলায় নামায পড়তে উঠলে আমিও তাঁর সাথে নামায পড়ার জন্য উঠলাম। অতঃপর আমি তাঁর বাঁয়েই দাঁড়ালাম। কিন্তু তিনি আমাকে আমার মাথা ধরে তাঁর ডানেই দাঁড় করিয়ে দিলেন। (বুখারী, হাদীস ১১৭, ৬৯৯ মুসলিম, হাদীস ৭৬৩)

কোন ইমাম সাহেব যদি তাঁর ওযু নষ্ট হওয়ার দরুন কোন মাস্বূককে তথা যে ব্যক্তি ইমাম সাহেবের সাথে নামাযের শুরুর কিছু অংশ পায়নি তাকে ইমাম বানিয়ে দেন তখন বাকি মুসল্লীদের যা করণীয়:

নামাযের চতুর্থ রাক্'আতে জনৈক ইমাম সাহেবের ওযু নষ্ট হয়ে যায় তখন তিনি এমন এক ব্যক্তিকে বাকি নামাযটুকু পড়ানোর দায়িত্ব দিলেন যে তাঁর সাথে তৃতীয় রাক্'আতে অংশ গ্রহণ করেছে তখন বাকিরা যারা ইমাম সাহেবের সাথে শুরু থেকেই নামায পড়ছিলেন দ্বিতীয় ইমামের সাথে চতুর্থ রাক্'আত শেষ করে বসে থাকবেন যতক্ষণ না দ্বিতীয় ইমাম তাঁর সবটুকু নামায শেষ করে। অতঃপর যখন তিনি তাঁর বাকি নামাযটুকু শেষ করে সালাম ফিরাবেন তখন বাকি মুসল্লীরাও তাঁর সাথে সালাম ফিরাবে। এর পূর্বে নয়।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَلاَتُكَبِّرُوْا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَلاَ تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ

অর্থাৎ ইমাম সাহেব হচ্ছেন অনুসরণীয়। তাই তিনি তাকবীর সমাপ্ত করলে তোমরা তাকবীর বলবে। তোমরা কখনো তাকবীর বলবে না যতক্ষণ না তিনি তাকবীর বলেন। তিনি রুকুতে চলে গেলেই তোমরা রুকু শুরু করবে। তোমরা রুকু করবে না যতক্ষণ না তিনি রুকু করেন। (বুখারী, হাদীস ৩৭৮, ৮০৫, ১১১৪ মুসলিম, হাদীস ৪১৪, ৪১৭ আবু দাউদ, হাদীস ৬০৩)

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَسْبِقُوْنِيْ بِالرُّكُوْعِ وَلاَ بِالسُّجُوْدِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالْقُعُوْدِ وَلاَ بِالِانْصِرَافِ

অর্থাৎ তোমরা আমার আগে রুকু, সিজদাহ, উঠা, বসা ও সালাম আদায় করো না। (মুসলিম, হাদীস ৪২৬)

কোন মুসাফির যে কোন ইমাম সাহেবের সাথে চার রাক্'আত বিশিষ্ট নামাযের শুধু শেষের দু' রাক্'আত পেলে তার জন্য যা করণীয়ঃ

তখন তার জন্য করণীয় হবে পূর্বের ছুটে যাওয়া বাকি দু' রাক্'আত পড়ে সালাম ফিরানো। তখন সে নিজকে মুসাফির মনে করে উক্ত ইমামের সাথেই সালাম ফিরাবে না। কারণ, যখন সে উক্ত ইমামের পেছনেই নামায পড়তে শুরু করলো তখন তাকে অবশ্যই তাঁর সাথে ছুটে যাওয়া বাকি নামাযটুকু আদায় করতে হবে।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلاَ تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

অর্থাৎ তোমরা যখন ইক্বামত শুনবে তখনই নামাযের দিকে রওয়ানা করবে। চলার সময় প্রশান্তি ও ভদ্রতা বজায় রাখবে। দৌড়ে যাবে না। অতঃপর যা পাবে তাই ইমামের সাথে পড়ে নিবে। আর বাকিটুকু পুরো করে নিবে। (বুখারী, হাদীস ৬৩৬ মুসলিম, হাদীস ৯০৮)

যে যে কারণে জামাতে নামায পড়া ছাড়া যায়ঃ

শরীয়ত সম্মত এমন কিছু কারণ রয়েছে যার কোন একটি পাওয়া গেলে তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য জামাতে নামায পড়া বাধ্যতামূলক নয়। যা নিম্নরূপঃ

১. কোন কঠিন রোগ অথবা শত্রুর মারাত্মক ভয় হলেঃ

'আব্দুল্লাহ্ বিন 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ بِالصَّلاَةِ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلاَةُ الَّتِيْ صَلَّى، قِيْلَ: وَمَا الْعُذْرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুয়ায্যিনের আযান শুনেও মসজিদে না গিয়ে ঘরে নামায পড়লো ; অথচ তার নিকট মসজিদে উপস্থিত না হওয়ার শরয়ী কোন ওযর নেই তাহলে তার আদায়কৃত নামায আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। সাহাবাগণ বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি ওযর বলতে কি ধরনের ওযর বুঝাতে চাচ্ছেন? তিনি বললেনঃ ভয় অথবা রোগ। (আবু দাউদ, হাদীস ৫৫১ বায়হাকী, হাদীস ৫৪৩১)

উক্ত হাদীসটিতে কবুল ও ওযরের ব্যাখ্যা চাওয়া ছাড়া তার বাকী অংশটুকু শুদ্ধ। তবে উক্ত ব্যাপার দু'টো ওযর তো বটেই।

২. অতি বৃষ্টি কিংবা কাদায় পা পিছলে যাওয়ার ভয় হলেঃ

'আব্দুল্লাহ্ বিন 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি একদা নিজ মুআয্যিনকে বলেনঃ

إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَلاَ تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ قُلْ: صَلُّوا فِيْ بُيُوتِكُمْ، قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوْا ذَلِكَ، فَقَالَ: قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ

অর্থাৎ যখন তুমি আযানের শব্দ "আশ্হাদু আন্না মু'হাম্মাদার-রাসূলুল্লাহ্" (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্'র রাসূল) বলবে তখন এর পরপরই "'হাইয়া 'আলাস্ব্স্বালাহ্" (নামাযের দিকে আসো) শব্দটি বলবে না। বরং বলবেঃ "স্বাল্লূ ফি বুয়ূতিকুম" (তোমরা নিজ নিজ ঘরে নামায পড়ে নাও)। যখন তিনি বুঝতে পারলেন সাধারণ লোকজন তাঁর এ কথা মেনে নিতে পারছে না তখন তিনি বললেনঃ এ কাজটি শুধু আমিই করছি না বরং তা একদা করেছেন আমার চেয়েও অতি মহান ব্যক্তিত্ব তথা রাসূল ﷺ। (বুখারী, হাদীস ৬১৬, ৬৬৮, ৯০১ মুসলিম, হাদীস ৬৯৯)

৩. ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন ঠাণ্ডা রাতে দমকা বায়ু প্রবাহিত হলে:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) একদা দমকা বায়ুময় ঠাণ্ডা রাত্রিতে আযান দেয়ার পর বললেন: "আলা স্বাল্লূ ফির-রি'হাল" অর্থাৎ হে মানুষজন! তোমরা নিজ নিজ ঘরে ঘরে নামায পড়ো। অতঃপর বললেন: আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ বৃষ্টিময় ঠাণ্ডা রাত্রিতে মুআয্যিনকে নিম্নোক্ত কথাটি বলার আদেশ করতেন:

أَلَا صَلُّوا فِيْ الرِّحَالِ

অর্থাৎ হে মানুষজন! তোমরা নিজ নিজ ঘরে ঘরে নামায পড়ো। (বুখারী, হাদীস ৬৬৬)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: أَلَا صَلُّوا فِيْ الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِيْ السَّفَرِ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ সফরে থাকাবস্থায় ঠাণ্ডা কিংবা বৃষ্টিময় রাত্রিতে মুআয্যিনকে আযান দেয়ার পর এ কথা বলার আদেশ করতেন "আলা স্বাল্লূ ফির-রি'হাল" অর্থাৎ হে মানুষজন! তোমরা নিজ নিজ ঘরে ঘরে নামায পড়ো। (বুখারী, হাদীস ৬৩২)

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রয়েছে, আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) একদা দমকা বায়ু ও বৃষ্টিময় ঠাণ্ডা রাত্রিতে আযান দেয়ার পর বললেন: "আলা স্বাল্লূ ফি-রি'হালিকুম" "আলা স্বাল্লূ ফির-রি'হাল" অর্থাৎ হে মানুষজন! তোমরা নিজ নিজ ঘরে ঘরে নামায পড়ো। হে মানুষজন! তোমরা নিজ নিজ ঘরে ঘরে নামায পড়ো। অতঃপর বললেন: আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ সফরে থাকাবস্থায় বৃষ্টিময় ঠাণ্ডা রাত্রিতে মুআয্যিনকে নিম্নোক্ত কথাটি বলার আদেশ করতেন:

أَلَا صَلُّوا فِيْ رِحَالِكُمْ

অর্থাৎ হে মানুষজন! তোমরা নিজ নিজ ঘরে নামায পড়ো। (মুসলিম, হাদীস ৬৯৭)

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমরা রাসূল ﷺ এর সাথে সফরে গেলে তখন সেখানে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন:

لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ ইচ্ছে করলে সে নিজ ঘরে নামায পড়তে পারে। (মুসলিম, হাদীস ৬৯৮)

সর্বোত্তম নিয়ম হচ্ছে, পুরো আযানের পর বলবে:

صَلُّوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ أَوْ صَلُّوْا فِيْ رِحَالِكُمْ

অর্থাৎ তোমরা নিজ নিজ ঘরে ঘরে নামায পড়ো।

তবে এ শব্দগুলো "'হাইয়া 'আলাস্স্বালাহ্" এর পরিবর্তে কিংবা তার পরপরই বলা যেতে পারে। যা উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে বুঝা যায়।

৪. খাবার উপস্থিত ও তা খাওয়ার প্রতি প্রচুর আগ্রহ অনুভূত হলে:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ، فَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ، وَإِنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ খানা খেতে থাকলে সে যেন তা ছেড়ে দ্রুত উঠে না যায় যতক্ষণ না সে তা থেকে নিজ প্রয়োজন পুরো করে। যদিও ইতিমধ্যে নামাযের ইক্বামত হয়ে যায়। (বুখারী, হাদীস ৬৭৪ মুসলিম, হাদীস ৫৫৯)

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ

অর্থাৎ যখন রাতের খাবার উপস্থিত হয়ে যায় ; অথচ এ দিকে নামাযের ইক্বামত দেয়া হয়েছে তখন রাতের খাবারই সর্বপ্রথম খেয়ে নাও। (বুখারী, হাদীস ৬৭১ মুসলিম, হাদীস ৫৫৮)

৫. মল-মূত্র ত্যাগের প্রচুর বেগ অনুভূত হলে:

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ

অর্থাৎ খাবার উপস্থিত ও তা খাওয়ার প্রতি প্রচুর আগ্রহ অনুভূত হলে

তখন আর সে বেলার নামায জামাতে পড়তে হবে না। তেমনিভাবে মল-মূত্র ত্যাগের প্রচুর বেগ অনুভূত হলেও সে বেলার নামায আর জামাতে পড়তে হবে না। (মুসলিম, হাদীস ৫৬০)

৬. কোন নিকটতম ব্যক্তির মৃত্যু ও তার শেষ সাক্ষাৎ না পাওয়ার আশঙ্কা হলেঃ

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি একদা জানতে পারলেন যে, সা'ঈদ্ বিন্ যায়েদ বিন্ 'আমর বিন্ নাউফাল মুমূর্ষু অবস্থায় রয়েছেন। তখন ছিলো জুমু'আর দিন। তবুও তিনি সূর্য আকাশে অনেক দূর উঠে যাওয়ার পরও তাঁর সাক্ষাতের জন্য রওয়ানা হোন। তখন ছিলো জুমু'আর নামাযের নিকটবর্তী সময়। অতএব তিনি আর সে দিনকার জুমু'আর নামায পড়তে পারেননি। (বুখারী, হাদীস ৩৯৯০)

আবুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مِنْ فِقْهِ الْـمَرْءِ إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتَّى يُقْبِلَ عَلَى صَلَاتِهِ، وَقَلْبُهُ فَارِغٌ

অর্থাৎ কোন ব্যক্তির শরীয়তের সত্যিকার বুঝ হচ্ছে এই যে, সে সর্বপ্রথম নিজ প্রয়োজনটুকু সেরে নিবে। অতঃপর সে সকল প্রয়োজনীয় কাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে অবসর হয়ে শুধুমাত্র নামাযেই মনোযোগ দিবে। (বুখারীঃ আযান অধ্যায়, পরিচ্ছদঃ যখন খাবার উপস্থিত হয় এবং নামাযের ইক্বামত দেয়া হয়)

উক্ত আলোচনা থেকে জানা গেলো যে, সর্বমোট আটটি কারণে জামাতের নামায ছাড়া যায়। যা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

কোন এমন রোগ যা মানুষকে দ্রুত দুর্বল ও অতি ব্যস্ত করে দেয়, জীবন, সম্পদ ও ইজ্জতের ভয়, অতি বৃষ্টি, পাঁক-কাদা, ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন ঠাণ্ডা রাতের দমকা বায়ু, খাবার উপস্থিত ও তা খাওয়ার প্রতি প্রচুর আগ্রহ, মল-মূত্র ত্যাগের প্রচুর বেগ ও কোন নিকটতম ব্যক্তির মৃত্যু ও তার শেষ সাক্ষাৎ না পাওয়ার আশঙ্কা।

৭. নামাযের নিকটবর্তী সময়ে পিয়াজ বা রসুন জাতীয় দুর্গন্ধযুক্ত কোন কিছু খেলেঃ

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا

فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَـذِهِ الـشَّجَرَةِ الـْمُنْتِنَةِ فَـلَا يَقْـرَبَنَّ مَـسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْـمَلَائِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ পিয়াজ ও কুর্‌রাস্ (দুর্গন্ধযুক্ত এক জাতীয় উদ্ভিদ) খেতে নিষেধ করেছেন। জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: একদা আমরা প্রয়োজনের তাগিদে তা খেলে রাসূল ﷺ আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন: কেউ এ জাতীয় দুর্গন্ধযুক্ত উদ্ভিদ খেলে সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটবর্তীও না হয়। কারণ, ফিরিশ্‌তাগণ সে জিনিসেই কষ্ট পান যে জিনিসে কষ্ট পায় মানুষ। (মুসলিম, হাদীস ৫৬৪)

তবে প্রয়োজনে এগুলোকে ভালোভাবে সিদ্ধ করে কিংবা পাকিয়ে খাওয়া যেতে পারে।

'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একদা জুমার খুত্‌বায় এক পর্যায়ে বলেন:

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ هَـذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنْ الرَّجُلِ فِي الْـمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا

অর্থাৎ হে মানব সকল! তোমরা এমন দু'টি উদ্ভিদ খাচ্ছো যা আমি নিকৃষ্ট বলেই মনে করি। তা হলো: পিয়াজ ও রসুন। আমি রাসূল ﷺ কে এমন কাজও করতে দেখেছি যে, তিনি মসজিদে কারো থেকে এগুলোর দুর্গন্ধ পেলে তাকে বাকী' কবরস্থানের দিকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিতেন। সুতরাং কেউ এগুলো খেলে সে যেন তা ভালোভাবে পাকিয়ে খায়। (মুসলিম, হাদীস ৫৬৭ ইব্‌নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪২৬)

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে সর্বদা জামাতে নামায পড়ার তাওফীক দিন। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল-'আলামীন।

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

সমাপ্ত

সূচিপত্রঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ